(শামায়েলে তিরমিযী)

ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র)

ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র)

শামাইলুন নাবিয়্যী (সা)

(শামায়েলে তিরমিযী)

অনুবাদ

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ আহমদ

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র)

শামাইলুন নাবিয়্যী (সা)

প্রকাশনায়

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস

ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ

জুমাদাস সানী ১৪১৯

কার্তিক ১৪০৫

নভেম্বর ১৯৯৮

কম্পিউটার কম্পোজ

যমুনা কম্পিউটার্স

টিপু সুলতান রোড, ঢাকা।

প্রচ্ছদ

গোলাম মাওলা

দিশারী কালার মিডিয়া

ফোন ঃ ৯৬৬৯৬০৭

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২২৭

বিনিময় ঃ এক শত টাকা মাত্র

Samailun-Nabiyee (sm), Translated by Muhammad Syeed Ahmad and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka 1000. Price Tk. 100.00 only.

প্রসঙ্গ কথা

আলহামদু লিল্লাহ। ইমাম তিরমিযী (র) রচিত দ্বিতীয় অনবদ্য গ্রন্থ "শামাইলুন নাবিয়্যী (সা)"-এর মূল আরবীসহ বাংলা অনুবাদ পাঠকদের সামনে পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দ অনুভব করছি। গ্রন্থখানিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠন ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আচার-অভ্যাস, লেন-দেন, আর্থিক অবস্থা, পোশাকাদি, সর্বসাধারণের সাথে তাঁর অবাধ মেলামেলা, তাদের শোক-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, হাস্য-রসিকতা, বিলাসিতা পরিহার, দারিদ্র্যের মত জীবন যাপন ইত্যাদি বহু বিষয়ের হাদীস ভিত্তিক বিবরণ পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থখানি পাঠে ঈমানদার বান্দাগণ আবেগাপ্লুত না হয়ে পারবেন না, গভীর উপলব্ধি নিয়ে পাঠ করলে অনিচ্ছায় চোখে পানি এসে যাবে তাঁর জীবনের করুণ কাহিনীর ছোয়ায় এবং হাসি এসে যাবে তাঁর রসিকতায়। রাতের পর রাত তাঁর উপবাসের বিবরণ পড়ে মনটি দুঃখ-ভরাক্রান্ত হয়ে পড়বে। তাই পাঠকদের নিকট আবেদন তাঁরা যেন গ্রন্থখানি বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করেন।

গ্রন্থখানির কোন কোন হাদীসের শেষে একটি বিশেষ নম্বর আছে (যেমন ১৭৯৯)। তার অর্থ হল ঃ জামে আত-তিরমিযী গ্রন্থে উক্ত ক্রমিকেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। শব্দসংক্ষেপের জন্য তিরমিযীর ভূমিকায় শব্দসংক্ষেপ দেখা যেতে পারে।

আল্লাহ পাক এ গ্রন্থখানির মাধ্যমে আমাদেরকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-অভ্যাস ও ব্যবহার অনুসরণ করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা
পোঃ কালাইয়া
জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ

শব্দসংক্ষেপ

অনু.=অনুবাদক

(আ)=আলাইহিস সালাম

আ=মুসনাদে আহ্‌মাদ

ই=সুনান ইবনে মাজা

কু=দারু কুতনী

দা=সুনান আবু দাউদ

দার=সুনানুদ দারিমী

না=সুনান নাসাঈ

বা=বায়হাকীর সুনানুল কুবরা

বু=সহীহ আল-বুখারী

মু=মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

মু=সহীহ মুসলিম

(র)=রহমাতুল্লাহ আলাইহি/রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি

(রা)=রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহুম

সম্পা.=সম্পাদক

(সা)=সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হা=আল-মুসতাদরাক হাকেম নীশাপূরী।

আশ-শায়খ আল-হাফেজ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা আত-তিরমিযী (র) বলেন ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়া বা আকার-আকৃতি

١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلاَ بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি লম্বাও ছিলেন না এবং অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার বেশী আমাটে বর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবূয়াত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ তাঁকে ষাট বছরের মাথায় ওফাত দান করেন। তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়ির বিশটি চুলও সাদা হয়নি (বু,মু,না)।[১]

---

১. ইতিহাস ও হাদীসের প্রসিদ্ধ বর্ণনা যে, তিনি মক্কায় নবূয়াত প্রাপ্তির পর তের বছর অবস্থানশেষে মদীনায় হিজরত করেন। অথচ এখানে মক্কার অবস্থানকাল দশ বছর বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি তেষট্টি বছর জীবিত ছিলেন, অথচ এখানে বলা হয়েছে ষাট বছর। উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কোন কোন সময় দশক কিংবা শতকের ভগ্ন সংখ্যাকে হিসাবে ধরা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার নিকট ৯৫ অথবা ১০৫ টাকা পাওনা আছে। উভয় অবস্থায় আপনি বলেন, অমুকে আমার নিকট শ'খানেক টাকা পাবে। এখানেও অনুরূপ বলা হয়েছে (অনু.)।

٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَبْعَةً وَلَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ حَسَنَ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ اَسْمَرَ اللَّوْنِ اِذَا مَشٰى يَتَكَفَّاءُ .

২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের গড়ন ছিল-মধ্যম আকৃতির, দীর্ঘকায়ও নয় এবং খর্বকায়ও নয়। তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর মাথার চুল খুব কোঁকড়ানোও ছিল না, একদম সোজাও ছিল না। তাঁর গায়ের রং ছিল বাদামী। তিনি চলাকালে সামনের দিকে ঝুঁকে হাটতেন (১৬৯৮)।

٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ يَعْنِى الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ .

৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতিসম্পন্ন। তাঁর উভয় বাহুমূলের মধ্যবর্তী স্থান কিছুটা অধিক প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার বাবরি চুল তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাঁর পরনে ছিল কারুকার্যময় লাল রঙের চাদর ও লুঙ্গি। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দেখিনি।

٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ مِنْ ذِىْ لِمَّةٍ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَّضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالطَّوِيْلِ .

৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুদর্শন আমি আর কোন বাবরি চুলবিশিষ্ট লোক দেখিনি। তার বাবরি চুল তাঁর দুই কাঁধের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত। তিনি না খর্বাকৃতির ছিলেন আর না দীর্ঘাকৃতির (বু,মু,দা,না,ই) (১৬৬৯)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمُ الرَّأْسِ ضَخْمُ الْكَرَادِيْسِ طَوِيْلُ الْمَسْرُبَةِ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ تَكَفِّيًا كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ .

৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না লম্বা ছিলেন আর না বেঁটে ছিলেন। তাঁর উভয় হাত ও উভয় পা ছিল মাংসল, মাথা ও হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিল স্থূল ও মজবুত। তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ফুরফুরে পশমের রেখা ছিল। চলার সময় তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে হাটতেন, যেন তিনি উপর থেকে নীচের দিকে অবতরণ করছেন। আমি তাঁর আগে কিংবা তাঁর পরে আর কাউকে তাঁর অনুরূপ দেখিনি। তাঁর উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক (নাসাঈ)।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা আল-মাসউদী (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত অর্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦ - حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اَبِىْ حَلِيْمَةَ مِنْ قَصْرِ الْاَحْنَفِ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى غُفْرَةَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِّنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ اِذَا وَصَفَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْمُمَغَّطِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلاً وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِى الْوَجْهِ تَدْوِيْرٌ اَبْيَضُ مُشْرَبٌ اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ اَهْدَبُ الْاَشْفَارِ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ اَجْرَدُ ذُوْ مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اِذَا مَشٰى تَقَلَّعَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ فِىْ صَبَبٍ وَاِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ اَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَاَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً وَاَكْرَمُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقُوْلُ نَاعِتُهُ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ .

৬। আলী (রা)-র পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়ার (দৈহিক গঠনাকৃতির) বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেনঃ তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অত্যন্ত বেঁটেও ছিলেন না, বরং লোকদের মাঝে মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ অত্যধিক কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না, বরং কিছুটা কোঁকড়ানো ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন না, তাঁর মুখাবয়ব সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না, বরং কিছুটা গোলাকার ছিল। তিনি ছিলেন সাদা-লাল

মিশ্রিত গৌরবর্ণের এবং লম্বা ভ্রুযুক্ত কালো চোখের অধিকারী। তাঁর হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিল মজবুত, বাহু ছিল মাংসল। তাঁর দেহে কোন লোম ছিল না, তবে বুক থেকে নাভি পর্যন্ত হালকা লোমের একটি রেখা ছিল। তাঁর হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল গোশতে পুরু। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন, যেন তিনি উপর থেকে নীচে সমতলে অবতরণ করছেন। তিনি কারো দিকে ফিরে তাকালে গোটা দেহ ঘুরিয়ে তাকাতেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল নবূয়াতের মোহর। তিনি ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যীন (নবীগণের মোহর বা তাদের আগমন ধারার পরিসমাপ্তিকারী)। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও দানশীল, বাক্যালাপে সত্যবাদী, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং বন্ধু-বান্ধব ও সহচরদের সাথে সম্মানের সাথে বসবাসকারী। যে কেউ তাঁকে প্রথমবারের মত দেখেই প্রভাবান্বিত হত। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে মিশত এবং তাঁর সম্পর্কে অবহিত হত সে তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যেত। তাঁর প্রশংসাকারী বলত, তাঁর আগে বা পড়ে আমি কাউকে তাঁর অনুরূপ দেখিনি। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنَ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَجَلِيُّ اِمْلاَءً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِه قَالَ اَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ مِّنْ وُلْدِ اَبِيْ هَالَةَ زَوْجِ خَدِيْجَةَ يُكْنٰى اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنٍ عَلِيٍّ قَالَ سَئَلْتُ خَالِيْ هِنْدَ بْنَ اَبِيْ هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَشْتَهِيْ اَنْ يَصِفَ لِيْ شَيْئًا اَتَعَلَّقُ بِه فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلَؤُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ اَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوْعِ وَاَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ عَظِيْمَ الْهَامَةِ رَجِلَ الشَّعْرِ اِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيْقَتُهُ فَرَقَ وَاِلاَّ فَلاَ يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ اِذَا هُوَ وَفَّرَهُ اَزْهَرَ اللَّوْنِ وَاسِعَ الْجَبِيْنِ اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ

بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يَدُرُّهُ الْغَضَبُ اَقْنَى الْعِرْنِيْنِ لَهُ نُوْرٌ يَعْلُوْهُ يَحْسِبُهُ مَنْ
لَمْ يَتَاَمَّلْهُ اَشَمَّ كَثُّ اللِّحْيَةِ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ ضَلِيْعَ الْفَمِ مُفَلَّجَ الْاَسْنَانِ
دَقِيْقَ الْمَسْرُبَةِ كَاَنَّ عُنُقَهُ جِيْدُ دُمْيَةٍ فِيْ صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلَ
الْخَلْقِ بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ عَرِيْضُ الصَّدْرِ بَعِيْدَ مَا
بَيْنَ مَنْكِبَيْنِ ضَخْمُ الْكَرَادِيْسِ اَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُوْلُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ
وَالسُّرَّةِ بِشَعْرٍ يَجْرِيْ كَالْخَطِّ عَارِيَ الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوٰى ذٰلِكَ
اَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَاَعَالِي الصَّدْرِ طَوِيْلُ الزَّنْدَيْنِ رَحْبُ
الرَّاحَةِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ شَابِلُ الْاَطْرَافِ اَوْ قَالَ شَائِلُ الْاَطْرَافِ
خُمْصَانُ الْاَخْمَصَيْنِ مَسِيْحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُوْ عَنْهُمَا الْمَاءُ اِذَا زَالَ زَالَ
قَلْعًا يَخْطُوْ تَكَفِّيًا وَيَمْشِيْ هَوْنًا ذَرِيْعُ الْمِشْيَةِ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا
يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ وَاِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا خَافِضُ الطَّرْفِ نَظَرُهُ
اِلَى الْاَرْضِ اَكْثَرُ مِنْ نَظَرِهِ اِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ يَسُوْقُ
اَصْحَابَهُ يَبْدَءُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ .

৭। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব বর্ণনা করতেন এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, তিনি আমার নিকট এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করবেন এবং আমি তা স্মৃতিপটে অংকিত করে রাখব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে মহৎ ছিলেন এবং মানুষের দৃষ্টিতেও বিশেষ মর্যাদাবান

বিবেচিত হতেন। তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি মধ্যমাকৃতির লোকের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘাকৃতির এবং দীর্ঘকায় লোকের চেয়ে কিছুটা কম লম্বা ছিলেন। তাঁর মাথা মানানসই বড় ও চুল ঈষৎ কুঞ্চিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে চুলে সিঁথি প্রকাশ পেলে রেখে দিতেন, অন্যথায় (কষ্টকল্প করে) সিঁথি কাটতেন না। চুল বড় হয়ে গেলে তা কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে যেত। গায়ের রং অতিশয় সুন্দর, প্রশস্ত কপাল ও ভ্রূ-যুগল কিঞ্চিৎ বক্র ও ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। ভ্রূ দু'টি সম্মিলিত ছিল না, পৃথক পৃথক ছিল। দুই ভ্রূর মাঝখানে একটি রগ ছিল, যা রাগের সময় স্ফীত হত। তাঁর নাক তীক্ষ্ণ ও উন্নত ছিল এবং তাতে নুর চমকাত। হঠাৎ দেখলে তাঁকে বড় নাকবিশিষ্ট মনে হত। ভালোরূপে তাকালে অবশ্য বুঝা যেত যে, তা মানানসই উঁচু। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন ও ভরপুর, গাল দু'টি স্বল্প মাংসল ও মসৃন, মুখ বিবর পরিমিত প্রশস্ত। দন্তরাজি চিকন ও উজ্জ্বল, সামনের দাঁত দু'টির মাঝখানে কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল। তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিল। গর্দান ও কণ্ঠদেশ কিছুটা লম্বা ঝকঝকে রৌপ্য চিত্রের ন্যায় সুন্দর-সুঠাম ছিল। তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের। তাঁর দেহ ছিল মাংসল, অংগ-প্রত্যংগ সুগঠিত ও সুসম। পেট ও বক্ষদেশ ছিল সমতল কিন্তু প্রশস্ত দুই বাহুর মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব ছিল। অংগ-প্রত্যংগের অস্থিগুলো স্থূল ও দৃঢ়। অনাবৃত হলে তাঁর দেহ উজ্জ্বল ও চমৎকার দেখা যেত। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত একটি লোমের সারি রেখার ন্যায় লম্বমান ছিল। এছাড়া বুকের দুই পাশ ও পেট লোমশূন্য ছিল। তবে উভয় বাহু, কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে লোম ছিল। কনুই থেকে হাতের নিম্নভাগ পর্যন্ত মানানসই দীর্ঘ, হাত দু'টি প্রশস্ত, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ছিল মাংসল। হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ ছিল পরিমিত দীর্ঘ। পায়ের তালু কিঞ্চিৎ গভীর ও পায়ের পাতাদ্বয় ছিল মসৃণ। ফলে তাতে পানি জমত না, বরং গড়িয়ে পড়ে যেত। তিনি যখন পথ চলতেন সজোরে পা তুলে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাটতেন, মাটিতে পা ফেলতেন মৃদুভাবে, হাটতেন পাতলা পদক্ষেপে দ্রুত গতিতে। হাটার সময় মনে হত যেন তিনি কোন উচ্চ স্থান থেকে অবতরণ করছেন। যখন কারো প্রতি তাকাতেন

সর্বশরীর ফিরিয়ে তাকাতেন। প্রায়ই নতদৃষ্টি থাকতেন। আসমানের চাইতে যমিনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকত। স্বভাবত তিনি লাজুকতার দরুণ কারো প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। পথ চলার সময় সংগীদের আগে দিতেন (এবং নিজে পেছনে থাকতেন)। কারো সাথে সাক্ষাত হলে তিনিই আগে সালাম দিতেন।

٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيْعَ الْفَمِ اَشْكَلَ الْعَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِبِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قُلْتُ مَا اَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ .

৮। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ বিবর ছিল কিছুটা প্রশস্ত। চোখের শুভ্রতার মধ্যে রক্তিম রেখাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যেত, তাঁর পায়ের গোড়ালী (হালকা ও) কম গোশতবিশিষ্ট ছিল।

٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ يَعْنِيْ بْنَ سَوَّارٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ لَيْلَةِ اِضْحِيَانٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ عِنْدِيْ اَحْسَنُ عَنِ الْقَمَرِ .

৯। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জোসনাময়ী রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালাম। তিনি লাল চাদর ও লুংগি পরিহিত ছিলেন। আমি

একবার তাঁর প্রতি এবং একবার চাঁদের প্রতি তাকাচ্ছিলাম। আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন চাঁদের তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল।

١٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ اَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ مِثْلَ الْقَمَرِ .

১০। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল-বারাআ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা (মুখমণ্ডল) কি তরবারির ন্যায় (চকচকে) ছিল? তিনি বলেন, না, বরং চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল (বু)।

١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْمُصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ كَاَنَّمَا صِيْغَ مِنْ فِضَّةٍ رَجِلَ الشَّعْرِ .

১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন গৌর বর্ণের, যেন রূপা গলিয়ে গড়া এক দেহকান্তি। তাঁর কেশরাজি ছিল ঈষৎ ঢেউ খেলানো।

١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْاَنْبِيَاءُ فَاِذَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِذَا اَقْرَبُ

مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِىْ نَفْسَهُ الْكَرِيْمَةَ وَرَاَيْتُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ .

১২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মিরাজের রাতে) আমার সামনে পূর্ববর্তী নবীগণকে উপস্থিত করা হয়েছিল। আমি মূসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম, তিনি ছিলেন (ইয়ামনের) শানুআহ গোত্রের লোকদের ন্যায় হালকা-পাতলা গড়নের। আমি মরিয়ম-তনয় ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে উরওয়া ইবনে মাসউদের চেহারার সাথে তাঁর চেহারার বেশ মিল আছে। আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে তোমাদের এ সংগীর সাথে তাঁর চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে দিহ্য়া কালবীর চেহারার সাথে তাঁর অধিক সামঞ্জস্য রয়েছে।

١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا بَقِىَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ رَاٰهُ غَيْرِى قُلْتُ صِفْهُ لِىْ قَالَ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا .

১৩। সাঈদ আল-জুরাইরী (র) বলেন, আমি আবুত তুফাইল (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। যারা তাঁকে দেখেছেন, তাদের মধ্যে কেবল আমিই অবশিষ্ট আছি। আমি (সাঈদ) তাকে বললাম, আমাকে তাঁর দেহাবয়বের কিছু বর্ণনা দিন। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের, অতিশয় সুন্দর রক্তিমাভ, মধ্যম গড়নের সুগঠিত দেহকান্তির অধিকারী।

١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ ثَابِتٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَخِيْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَ رُاِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ .

১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দাঁতগুলোর মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল, পরস্পর একেবারে মিলিত ছিল না। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন মনে হত তাঁর সামনের দাঁতগুলোর মধ্য থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

মুহরে নবূয়াত।

١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ بِرَاْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّاَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْءِهٖ فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَنَظَرْتُ اِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَاِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

১৫। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এ বোনপুত্র অসুস্থ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলান, আমার জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করেন এবং তিনি উযূ করলে আমি তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করি। অতঃপর আমি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে তাঁর উভয় স্কন্ধের

মাঝামাঝি স্থানে মোহরে নবূয়াত দেখতে পাই। তা ছিল ছপ্পরখাটের বোতাম সদৃশ (বু, মু, না)।

١٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالقَانِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِى الَّذِىْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ غُدَّةٌ حَمْرَاءُ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ .

১৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায় কবুতরের ডিমের মত লাল মাংসপিণ্ড আকারে মোহরে নবূয়াত ছিল (মু)।

١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ جَدَّتِه رُمَيْثَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ اَشَاءُ اَنْ اُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِىْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِه لَفَعَلْتُ يَقُوْلُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ .

১৭। রুমাইসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকট থেকে তাঁকে সাদ ইবনে মুআয (রা) সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, ইচ্ছা করলে আমি তাঁর দুই কাঁধের মধ্যস্থিত মুহরে নূবয়াত চুমা দিতে পারতাম ঃ তার মৃত্যুতে দয়াময় আল্লাহ্র আরশ প্রকম্পিত হয়েছিল।

١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِّنْ وُلْدِ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ اِذَا وَصَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ .

১৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়বের বর্ণনা দিতেন... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি এও বলেন, তাঁর দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মাহরে নবূয়াত ছিল এবং তিনিই সর্বশেষ নবী।

١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِيْ عِلْبَاءُ ابْنُ اَحْمَرَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ اَخْطَبَ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا زَيْدٍ اُدْنُ مِنِّيْ فَامْسَحْ ظَهْرِيْ فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَتْ اَصَابِعِيْ عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ وَمَا الْخَاتَمُ قَالَ شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ .

১৯। উমার ইবনে আখতাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যায়েদ! আমার নিকটে এসো এবং আমার পিঠ মলে দাও। আমি তাঁর পিঠে হাত বুলালাম। আমার আংগুলগুলো মুহ্‌রে নবূয়াতের উপর পড়লো। অধঃস্তন রাবী ইলবা বলেন, আমি আবু যায়েদ (রা)-কে বললাম, মুহ্‌রে নবূয়াত কি ? তিনি বলেন, একগুচ্ছ লোমের সমষ্টি।

٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىُّ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا هٰذَا فَقَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَصْحَابِكَ فَقَالَ ارْفَعْهَا فَاِنَّا لَا نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ فَرَفَعَهَا فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ

فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا سَلْمَانُ فَقَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اُبْسُطُوْا ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْخَاتَمِ عَلٰى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاٰمَنَ بِهِ وَكَانَ لِلْيَهُوْدِ فَاشْتَرَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلٰى اَنْ يَّغْرِسَ لَهُمْ نَخِيْلاً فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيْهِ حَتّٰى تُطْعَمَ فَغَرَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ اِلاَّ نَخْلَةً وَّاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاْنُ هٰذِهِ النَّخْلَةِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا غَرَسْتُهَا فَنَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهِ .

২০। বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন সালমান ফারসী (রা) তাজা খেজুরে পূর্ণ একটি খাঞ্চা নিয়ে তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে সালমান! এসব কিসের খেজুর? সালমান (রা) বলেন, এগুলো আপনার ও আপনার সাহাবীগণের জন্য সদাকা এনেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এগুলো তুলে নাও, আমরা সদাকা ভোগ করি না। অতএব সালমান (রা) তা তুলে নিয়ে গেলেন। পরদিন আবার তিনি অনুরূপ খাঞ্চা নিয়ে হাজির হন এবং তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখেন। তিনি বলেন ঃ হে সালমান! এগুলো কিসের খেজুর? তিনি বলেন, আপনার জন্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ হাত বাড়াও। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠদেশে মুহরে নবূয়াত দর্শন করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। সালমান (রা) এক ইহুদীর গোলাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত এত দিরহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন এই শর্তে যে, সালমান (রা) তাঁর জন্য একটি খেজুর বাগান রচনা করে

দিবেন এবং তা ফলবান হওয়া পর্যন্ত তার যত্ন করতে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই গাছগুলো রোপন করেন। একটিমাত্র গাছ রোপন করেছিলেন উমার (রা)। সে বছরই একটি গাছ ব্যতীত বাগানের সব গাছে ফল ধরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এ গাছটির কি হল? উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ গাছটি আমি রোপন করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছটি তুলে ফেলে তা আবার নিজ হাতে রোপন করেন। অতএব সে বছরই গাছটিতে ফল ধরে।

٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَضَّاحِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ سَئَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ فَقَالَ كَانَ فِيْ ظَهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ .

২১। আবু নাদ্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা)-কে মুহরে নবূয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনি বলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এক টুকরা সুঢৌল মাংসপিণ্ড।

٢٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ الْبَصْرِيُّ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَرْجِسَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ نَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَدُرْتُ هٰكَذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَفَ الَّذِيْ اُرِيْدُ فَاَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَاَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلٰى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الْجُمْعِ حَوْلَهَا خِيْلَانٌ كَاَنَّهَا ثَالِيْلُ فَرَجَعْتُ حَتّٰى اَسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَلَكَ فَقَالَ

الْقَوْمُ اِسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ) .

২২। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি তাঁর পেছনে এভাবে ঘুরতে লাগলাম (রাবী ঘুরে দেখালেন)। তিনি আমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তাঁর পিঠের চাদর সরিয়ে দিলেন। আমি তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে হাতের মুঠোর মত মুহরে নবূয়াত দেখলাম, যার চারপাশে ছিল ছোট ছোট তিলের সমাহার। অতঃপর আমি তাঁর সামনে ফিরে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তিনি বলেন, তোমাকেও (আল্লাহ মাফ করুন)। লোকজন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ এবং আপনাদের জন্যও। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "তুমি তোমার গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মুমিন নারী-পুরুষদের জন্যও" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলের বর্ণনা

٢٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى نِصْفِ اُذُنَيْهِ .

২৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল তাঁর উভয় কানের অর্ধেক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল।

٢٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ .

২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানিতে গোসল করতাম।[২] তাঁর মাথার চুল ছিল কানের লতির নিম্নভাগ অতিক্রম করে প্রায় কাঁধ বরাবর (১৬৯৯)।

٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ قَطَنٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

২৫। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর উভয় বাহুমূলের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

২৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, বেশি কুঞ্চিতও ছিল না, একদম সোজাও ছিল না। তাঁর বাবরী চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

---

২. স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করা জায়েয (অনু.)।

٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ اَخْبَرَنَا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْنَا مَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ اَرْبَعُ غَدَائِرَ .

২৭। উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হিজরতের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কায় আমাদের নিকট এসেছিলেন। তখন তাঁর বাবরী চুলগুলো চারটি গুচ্ছে বিভক্ত ছিল (১৭২৭)।

٢٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ شَعْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ .

২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল তাঁর কানের অর্ধেক পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٢٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ .

২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথমে) চুল (সিঁথি না কেটে) স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। আরবের মুশরিকরা তাদের মাথায় সিঁথি কাটত। আর কিতাবধারীরা (ইহুদী-খৃস্টান) চুল স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্দেশিত না হওয়া পর্যন্ত কিতাবধারীদের নীতি অনুসরণ করা পছন্দ করতেন। পরে অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় সিঁথি কাটেন।

٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَا ضَفَائِرَ اَرْبَعٍ .

৩০। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলকে চার গুচ্ছে বিভক্ত দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশবিন্যাস সম্পর্কে।

٣١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।

٣٢- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانَ هُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَاْسِهِ وَتَسْرِيْحَ لِحْيَتِهِ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ حَتّٰى كَاَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ.

৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শ তাঁর মাথায় তেল ব্যবহার

করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। অতিরিক্ত তৈল ব্যবহারের দরুন তাঁর মাথায় ব্যবহৃত কাপড়টি তেলীর কাপড়বৎ মনে হত।

٣٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ طُهُوْرِهِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِىْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِىْ انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ .

৩৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযূ করতেন, মাথা আঁচড়াতেন বা জুতা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন।

٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ اِلاَّ غِبًّا .

৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, বরং মাঝে মাঝে আঁচড়াতে হবে।

٣٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ الْاَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًّا

৩৫। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে (চুল-দাড়ি) আঁচড়াতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে।

٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ اِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فِيْ صُدْغَيْهِ وَلٰكِنْ اَبُوْ بَكْرٍ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ .

৩৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, তিনি খেযাব লাগাবার অবস্থায় পৌছেননি। তাঁর উভয় কানের পাশে মাত্র কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল। অবশ্য আবু বাক্র (রা) মেহ্দী ও কাতামের খেযাব লাগাতেন।[৩]

٣٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَيَحْيَ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا عَدَدْتُ فِيْ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ اِلاَّ اَرْبَعَ عَشَرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় ও দাড়িতে মাত্র চৌদ্দগাছি সাদা চুল গণনা করেছি।

٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يُسْئَلُ (سُئِلَ) عَنْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ اِذَا دَهَنَ رَاْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ فَاِذَا لَمْ يُدْهَنْ رُءِىَ مِنْهُ .

---

৩. কাতাম এক প্রকার ঘাস, যার রস কালো এবং যা খেযাবরূপে ব্যবহৃত হত (সম্পা.)।

৩৮। সিমাক ইবনে হার্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকা চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় তেল ব্যবহার করলে তাঁর সাদা চুল দেখা যেত না এবং তেল ব্যবহার না করলে সাদা চুল দেখা যেত।

٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ اَخْبَرَنَا يَحْيَ ابْنُ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِّنْ عِشْرِيْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকা চুলের সংখ্যা ছিল কুড়িটির মত।

٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .

৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বার্ধক্যে পৌঁছেছেন। তিনি বলেন ঃ সূরা হূদ, আল-ওয়াকিআ, আল-মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন ও ইযাশ্‌-শামসু কুব্বিরাত ইত্যাদি আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে।[৪]

---

৪. এসব সূরায় কিয়ামত, দোযখ, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে ভীতিকর ও মর্মস্পর্শী আলোচনা রয়েছে (সম্পা.)।

٤١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرٰكَ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَّاَخَوَاتُهَا .

৪১। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো দেখছি আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হূদ ও এ জাতীয় সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ الْعَجَلِيِّ عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ تَيْمِ الرِّبَابِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيَ ابْنٌ لِّيْ قَالَ فَاُرِيْتُهُ فَقُلْتُ لَمَّا رَاَيْتُهُ هٰذَا نَبِيُّ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلاَهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ اَحْمَرُ .

৪২। আবু রিম্‌সা আত-তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমায় দেখিয়ে দিল। আমি তাঁকে দেখে বললাম, ইনি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী। তাঁর গায়ে দু'খানা সবুজ রঙের কাপড় ছিল (লুংগি ও চাদর)। তাঁর কয়েকটি চুলে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল, আর তা ছিল লাল বর্ণের।

٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ قَالَ قِيْلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَكَانَ فِيْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْبٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِيْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْبٌ اِلاَّ شَعْرَاتٌ فِيْ مَفْرَقِ رَاْسِهِ اِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ .

৪৩। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে সামুরা (রা)-কে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল পেকেছিল কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে মাত্র কয়েকটি পাকা চুল ছিল। তেল লাগালে তা দেখা যেত না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে।

٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ ابْنٍ لِيْ فَقَالَ ابْنُكَ هٰذَا فَقُلْتُ نَعَمْ اَشْهَدْ بِهٖ قَالَ لاَ يَجْنِيْ عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِيْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَاَيْتُ الشَّيْبَ اَحْمَرَ .

৪৪। আবু রিমসা (রা) বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি বলেন ঃ এ কি তোমার ছেলে? আমি বললাম, হাঁ, আপনি তাঁর সাক্ষী থাকুন। তিনি বলেনঃ তোমার অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হবে না এবং তার অপরাধের জন্যও তুমি অভিযুক্ত হবে না।[৫] আবু রিমসা (রা) বলেন, আমি (তাঁর) কয়েকটি পাকা লাল চুল দেখলাম।

আবু ঈসা (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদের সবচেয়ে নির্ভুল ও পরিষ্কার হাদীস এটি। কারণ সহীহ ও বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত বার্ধক্যাবস্থায় উপনীত হননি। আবু রিমসা (রা)-র নাম রিফাআ ইবনে ইয়াসরাবী আত-তাইমী।

---

৫. জাহিলী যুগে একজনের অপরাধের জন্য তার নিকটাত্মীয়-স্বজনকেও অভিযুক্ত করা হত। ইসলামী আইনে কেবল অপরাধীই অভিযুক্ত হয় (সম্পা.)।

٤٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِىْ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৪৫। উসমান ইবনে মাওহিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-কে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবু আওয়ানা বর্ণনা করেছেন উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন উম্মু সালামা (রা) থেকে।

٤٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَنْبَانَا النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِىْ جَنَابٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنِ الْجَهْذَمَةِ امْرَأَةِ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ اَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَبِرَأْسِهِ رَدْغٌ أَوْ قَالَتْ رَدْعٌ مِنْ حِنَاءٍ شَكَّ فِىْ هٰذَا الشَّيْخُ .

৪৬। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা)-র স্ত্রী জাহযামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি তাঁর মাথার পানি ঝাড়তে ঝাড়তে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। তিনি কেবল গোসল করেছিলেন। তাঁর মাথায় সামান্য রং ছিল অথবা মেহদীর রং ছিল।

٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَخْضُوْبًا قَالَ حَمَّادٌ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُوْبًا .

৪৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল খেযাব রঞ্জিত দেখেছি। হাম্মাদ-আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামামের খেযাবকৃত চুল দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরমা ব্যবহার।

٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اكْتَحِلُوْا بِالْاِثْمِدِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلٰثَةً فِيْ هٰذِهِ وَثَلَاثَةً فِيْ هٰذِهِ .

৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা চোখে ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। এর ব্যবহারে চক্ষু উজ্জ্বল (দৃষ্টিশক্তি প্রখর) হয় এবং চোখের পলকের উদ্‌গম হয়। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। তিনি সেটি থেকে প্রতি রাতে তাঁর উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন (১৭০১)।

٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ

بِالْاِثْمِدِ ثَلْثًا فِىْ كُلِّ عَيْنٍ وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ فِىْ حَدِيْثِهِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلْثًا فِىْ كُلِّ عَيْنٍ .

৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুমানোর পূর্বে তাঁর প্রতি চোখে তিনবার করে ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) বর্ণিত হাদীসে আছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। সেটি থেকে তিনি রাতে ঘুমানোর সময় প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (রাতে) ঘুমানোর প্রাক্কালে ইসমিদ সুরমা লাগানো তোমাদের উচিৎ। কারণ তা চোখের জ্যোতি বর্দ্ধনে এবং চোখের পলক গজাতে সহায়ক।

٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের সর্বপ্রকার সুরমার মধ্যে ইসমিদ সুরমাই সর্বোত্তম। তা চোখের জ্যোতি বর্দ্ধক ও চোখের পাতার লোম গজাতে সহায়ক।

٥٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ فَانَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করা তোমাদের কর্তব্য। কারণ এগুলোর ব্যবহারে চোখের জ্যোতি বাড়ে এবং চোখের পাতার লোম গজায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক।

٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى وَاَبُوْ تُمَيْلَةَ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصُ .

৫৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পোশাক ছিল জামা (১৭০৬)।

٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصُ .

৫৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় পোশাক ছিল জামা (১৭০৮)।

٥٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْقَمِيْصُ .

৫৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পোশাক পরিধান করতেন তার মধ্যে জামাই ছিল তাঁর অধিক পছন্দনীয় (১৭০৭)।

আবু ঈসা বলেন, এরূপই বলেছেন যিয়াদ ইবনে আইউব তার হাদীসে। তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা-তার মাতা থেকে; তিনি উম্মু সালামা (রা) থেকে। এরূপই বর্ণনা করেছেন একাধিক রাবী আবু তুমাইলা থেকে যিয়াদ ইবনে আইউবের বর্ণনার মতই। আর আবু তুমাইলা ইয়াযীদ তার মাতা থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তা-ই এ হাদীসের সবচেয়ে সহীহ বর্ণনা।

٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّسْغِ .

৫৬। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত (১৭০৯)।

٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُشَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ لِنُبَايِعَهُ وَاِنَّ قَمِيْصَهُ لَمُطْلَقٌ اَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيْصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ فَاَدْخَلْتُ يَدِيْ فِيْ جَيْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ .

৫৭। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুযাইনা গোত্রের একদল লোকের সাথে বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি তাঁর জামার গলাবন্ধ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মুহরে নবূয়াত স্পর্শ করলাম।

৫৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ .

৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-র উপর ভর করে বাইরে এসে লোকদের নামায পড়ান। তখন তাঁর গায়ে ছিল কারুকার্যময় ইয়ামানী কিতরী চাদর। তিনি কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে চাদর পরেছিলেন।

আবদ ইবনে হুমাইদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন আমাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমি তা পূর্ণ সনদসহ বর্ণনা শুরু করলাম। তিনি বলেন, আপনার কিতাবখানা দেখে পড়লে মনে হয় ভালো হত। আমি কিতাব লওয়ার জন্য উঠতে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার কাপড় চেপে ধরে বলেন, আগে হাদীসটি মুখস্ত শুনিয়ে দিন, পরে কিতাব আনুন। কারণ আপনার ঘর থেকে ফিরে আসার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে হাদীসটি শোনা থেকে আমি বঞ্চিতই থেকে যাব। কাজেই আমি স্মৃতি থেকেই হাদীসটি তাকে শুনালাম, তারপর কিতাব এনে তা থেকে পড়ে শুনালাম।

৫৯- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً اَوْ قَمِيْصًا اَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ (اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ) .

৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড় পরতেন, তখন সংশ্লিষ্ট কাপড়টির নাম উচ্চারণ করতেন, যেমনঃ পাগড়ী, জামা বা চাদর, তারপর বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তুমি আমাকে এ কাপড় পরিয়েছ। আমি তোমার নিকট এ কাপড়ে নিহিত কল্যাণ কামনা করি এবং যে উদ্দেশ্যে এ কাপড় তৈরি করা হয়েছে তারও প্রত্যাশা করি। অপরদিকে আমি এতে নিহিত অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে, তার অনিষ্ট থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি" (১৭১১)।

হিশাম ইবনে ইউনুস আল-কূফী-কাসেম ইবনে মালেক আল-মুযানী-জুরাইরী-আবু নাদরা-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَنْبَاَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْحِبَرَةُ .

৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পোশাক পরতেন তার মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পরিধেয় ছিল ইয়ামানী বুটিদার চাদর (১৭৩৪)।

٦١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ ابْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ اُرَاهَا حِبَرَةً .

৬১। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাল বর্ণের লুঙ্গি ও চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জঙ্ঘার চাকচিক্য এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রাবী সুফিয়ান বলেন, আমি মনে করি উক্ত লাল কাপড়জোড়া নকশাদার ছিল।

٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَنْبَاَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ اَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبَ قَرِيْبًا مِّنْ مَّنْكِبَيْهِ .

৬২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লাল বর্ণের একজোড়া কাপড় পরিহিত কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর দেখিনি, যখন তাঁর বাবরী চুলগুলো তাঁর কাঁধের কাছাকাছি ঝুলে থাকত।

٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ .

৬৩। আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি সবুজ নকশাদার চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ جَدَّتَيْهِ دُحَيْبَةَ وَعُلَيْبَةَ عَنْ قَيْلَةَ

بِنْتِ مَخْرَمَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضَتْهُ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

৬৪। কাইলা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর পরনে জাফরানী রং-এর দু'টি পুরাতন কাপড় ছিল, কিন্তু ঐ রং নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে।

٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ لِيَلْبَسَهَا اَحْيَاءُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ .

৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সাদা কাপড় ব্যবহার করা কর্তব্য। তোমাদের জীবিতরা যেন তা পরিধান করে এবং তোমাদের মৃতদের তা দিয়ে তোমরা কাফন দিবে। কারণ তা তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক (৯৩৩)।

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيَّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَسُوا الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

৬৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কারণ তা পবিত্রতর ও উৎকৃষ্টতর এবং এর দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنْبَأَنَا يَحْىَ بْنُ ذَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِّنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ .

৬৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালবেলা বের হলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল একটি কালো পশমী চাদর।

٦٨- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ .

৬৮। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুমী জুব্বা পরিধান করেন। জুব্বাটির হাতাদ্বয় ছিল সংকীর্ণ (১৭১২)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে।

٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِىْ اَحَدِهِمَا فَقَالَ بَخٍ بَخٍ يَتَمَخَّطُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِى الْكَتَّانِ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاِنِّىْ لَاَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَىَّ فَيَجِئُ الْجَائِىْ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى عُنُقِىْ يُرٰى اَنَّ بِىْ جُنُوْنًا وَمَا هُوَ اِلاَّ الْجُوْعُ .

৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার পরনে ছিল গৌর বর্ণের

দু'খানা কাতানের কাপড়। তার একটি দ্বারা তিনি নাক পরিষ্কার করেন, তারপর বলেন, বাহ্! বাহ্!! আবু হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক সাফ করছে। এমন এক সময় গত হয়েছে যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার ও আইশা (রা)-র ঘরের মাঝখানে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতাম। পথচারীরা আমাকে পাগল মনে করে আমার ঘাড় পদদলিত করত। অথচ আমার মধ্যে কোন উন্মাদনা ছিল না। ক্ষুধার জ্বালায় এরূপ অবস্থা হয়েছিল।[৬]

٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزٍ قَطُّ وَلَحْمٍ اِلاَّ عَلٰى ضُفَفٍ قَالَ مَالِكٌ سَئَلْتُ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ مَا الضَّفَفُ فَقَالَ اَنْ يَّتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ .

৭০। মালেক ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পেট ভরে রুটি বা গোশত খাননি। তবে লোকজনের সাথে বসে খেলে তিনি পেট ভরে খেতেন। মালেক (র) বলেন, আমি এক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দাফাফ' অর্থ কি? সে বলল, লোকদের সাথে একত্রে আহার করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোযা।

٧١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِيَّ اَهْدٰى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

---

৬. আবু হুরায়রা (রা) ও বিলাল (রা) ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের হাট-বাজার থেকে শুরু করে যাবতীয় পারিবারিক প্রয়োজনে সহায়তাকারী। এ হাদীসে তাই আবু হুরায়রা (রা)-র অবস্থা তুলে ধরে রাসূল-পরিবারের আর্থিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী কালে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। আবু হুরায়রা (রা) তার পোশাকের দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন (সম্পা.)।

৭১। ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজ্জাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো রং-এর একজোড়া মোযা উপহার দেন, যা কারুকার্যহীন ছিল। তিনি মোযাদ্বয় পরিধান করেন, অতঃপর উযূ করেন এবং সেগুলোর উপর মাসেহ করেন।

٧٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ اسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اَهْدٰى دِحْيَةُ النَّبِيَّ ﷺ خُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَقَالَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا حَتّٰى تَخَرَّقَا لاَ يَدْرِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَذَكِيٌّ هُمَا اَمْ لاَ .

৭২। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেছেন, দিহ্‌য়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজোড়া চামড়ার মোজা উপহার দেন। তিনি তা পরিধান করেন। আরেক বর্ণনামতে সাথে একটি জুব্বাও ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐগুলো ব্যবহার করেন, অতঃপর তা পুরানো হয়ে যায়। তা জবেহকৃত পশুর চামড়া দ্বারা তৈরী ছিল কি না তিনি তা জিজ্ঞেস করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার বর্ণনা।

٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا قِبَالاَنِ .

৭৩। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, উভয় জুতায় দু'টি করে ফিতা ছিল (১৭১৮)।

٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ مُثَنًّى شِرَاكُهُمَا .

৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার দু'টি করে ফিতা ছিল এবং উভয় ফিতা দোহারা ছিল।

٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ اَخْرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ قَالَ فَحَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ بَعْدَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫। ঈসা ইবনে তহমান (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) পশমবিহীন চামড়ার একজোড়া জুতা বের করে আমাদের দেখান। উভয়টির দু'টি করে ফিতা ছিল। রাবী বলেন, পরে অধঃস্তন রাবী সাবিত (র) আনাস (রা)-র সূত্রে আমাকে বলেন, ঐ জুতাজোড়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

٧٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ قَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّاُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا .

৭৬। উবাইদ ইবনে জুরাইহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, আমি আপনাকে দেখছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার জুতা পরিধান করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পশমবিহীন চামড়ার জুতা পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উযূ করতে দেখেছি। তাই আমিও অনুরূপ জুতা পরতে পছন্দ করি।

٧٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ اَبِیْ ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلٰی التَّوْءَمَةِ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ .

৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার দু'টি করে ফিতা ছিল।

٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنِیْ مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّیْ فِیْ نَعْلَيْنِ مَخْصُوْفَتَيْنِ .

৭৮। আমর ইবনে হুরাইস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন পাদুকা পরে নামায পড়তে দেখেছি যার তলায় দুই পরত চামড়া ছিল।[৮]

٧٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِیُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِيَنَّ اَحَدُكُمْ فِیْ نَعْلٍ وَّاحِدٍ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا .

৮. জুতা পরিষ্কার থাকলে তা পরিহিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা এবং ঐ অবস্থায় নামায পড়া জায়েয (অনু.)।

৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাচল না করে। সে হয় দুই পায়েই জুতা পরবে অথবা দুই পা-ই খোলা রাখবে (১৭২০)।

কুতাইবা-মালেক-আবুয-যিনাদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٨٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّأْكُلَ يَعْنِى الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ اَوْ يَمْشِىْ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ .

৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে তার বাঁ হাতে আহার করতে অথবা এক পায়ে জুতা পরে চলাচল করতে নিষেধ করেছেন।

٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের যে কেউ জুতা পরিধানকালে যেন আগে ডান পায়ে পরিধান করে এবং তা খোলার সময় বাঁ পায়ের জুতা আগে খোলে। অতএব জুতা পরিধানে ডান পা প্রথম এবং খুলতে দ্বিতীয় হবে (১৭২৫)।

٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ هُوَ ابْنُ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ تَرَجُّلِه وَتَنَعُّلِه وَطُهُوْرِه .

৮৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেশ বিন্যাস, জুতা পরিধান এবং পবিত্রতা অর্জনে (উযূ করতে) যথাসম্ভব ডান থেকে শুরু করতেই পছন্দ করতেন।

٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَنْبَانَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَاَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَّاحِدًا عُثْمَانُ .

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতায় দু'খানা করে ফিতা ছিল। তদ্রূপ আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র জুতায়ও। সর্বপ্রথম একটি করে ফিতা বেঁধেছিলেন উসমান (রা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির বর্ণনা।

٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَّرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا .

৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রূপার তৈরী। এতে লাল রং-এর আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল (১৬৮৪)।

٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ .

৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। তিনি সেটি দ্বারা সীলমোহর করতেন, পরতেন না।

٨٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ .

৮৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রৌপ্যনির্মিত। তার পাথরও ছিল রূপার (১৬৮৫)।

٨٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُوْنَ اِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى بِيَاضِهِ فِىْ كَفِّهِ .

৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনারবদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠিপত্র লেখার ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হল, অনারবরা সীলমোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ করে না। কাজেই তিনি একটি আংটি তৈরি করান, যার শুভ্রতা এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰه الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلٌ سَطْرٌ وَاللّٰهُ سَطْرٌ .

৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির এক লাইনে 'মুহাম্মাদ', এক লাইনে 'রাসূল' এবং এক লাইনে 'আল্লাহ' অংকিত ছিল (১৬৯২)।

٨٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ اَبُوْ عَمْرٍو اَنْبَاَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ وَنُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য সম্রাট কিস্‌রা, রোম সম্রাট কায়সার ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর নিকট (পাঠানোর উদ্দেশ্যে) চিঠি লিখলেন। তাঁকে বলা হল, তারা সীলমোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ করে না। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আংটি গড়ালেন। সেটির বেষ্টনী ছিল রূপার এবং তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংকিত ছিল।

٩٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ .

৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যাওয়ার সময় তাঁর আংটি খুলে রাখতেন (১৬৯১)।

٩١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِيْ يَدِهٖ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى وَقَعَ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسٍ نَقْشُهٗ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গড়িয়েছিলেন। তা (প্রথমে) তাঁর হাতেই ছিল, এরপর আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর হাতে ছিল, তারপর ছিল উসমান (রা)-এর হাতে। অবশেষে সেটি বিরে আরীস নামক কূপে পড়ে যায়। তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংকিত ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাতে আংটি পরতেন।

٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهٗ فِيْ يَمِيْنِهٖ .

৯২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি তাঁর ডান হাতে পরিধান করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-আহমাদ ইবনে সালেহ-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব-সুলাইমান ইবনে বিলাল-শারীক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু নামের (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ اَبِيْ رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهٖ فَسَاَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ

فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ .

৯৩। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু রাফেকে তার ডান হাতে তার আংটি পরতে দেখেছি। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন (১৬৮৯)।

٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ يَحْيٰ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ اَنْبَأَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ .

৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٩٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيٰ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ.

৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَلَا اَخَالُهُ اِلَّا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ .

৯৬। আস-সাল্‌ত্‌ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) তার ডান হাতে আংটি পরতেন। আমার মনে হয় তিনি এও বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন (১৬৮৭)।

٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهُ وَنُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَنَهٰى اَنْ يَّنْقُشَ اَحَدٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِىْ سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيْبٍ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسٍ .

৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। পরার সময় সেটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে থাকত। তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কথাটি অংকিত ছিল। তিনি অন্য কাউকে নিজের আংটিতে অনুরূপ (বাক্য) অংকন করতে নিষেধ করেছেন। এ আংটিই মুআইকীবের হাত থেকে আরীস কূপে পড়ে যায় (আর খুঁজে পাওয়া যায়নি)।

٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِىْ يَسَارِهِمَا .

৯৮। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন (রা) তাদের বাম হাতে আংটি পরতেন (১৬৮৮)।

٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَخَتَّمَ فِىْ يَمِيْنِهِ .

৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা সাঈদ ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-আনাস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে উপরোক্ত সূত্র ছাড়া আর কোন সূত্রেই জানি না। কাতাদা (র)-র কোন কোন সাথী কাতাদা থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম হাতে আংটি পরেছেন। এ হাদীসও সহীহ নয়।

١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِيْ يَمِيْنِه فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

১০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি তৈরি করান। সেটি তিনি তাঁর ডান হাতে পরতেন। ফলে আরো অনেকে সোনার আংটি তৈরি করালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি খুলে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ আমি এ আংটি আর কখনো পরব না। তাই লোকেরা তাদের নিজ নিজ আংটিও খুলে ফেলে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বর্ণনা।

١٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ اَنْبَانَا اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ

১০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য খচিত (১৬৩৭)।

١٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ .

১০২। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের বাঁট ছিল রৌপ্য খচিত।

١٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِىُّ اَخْبَرَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُوْدٍ وَهُوَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى سَيْفِهٖ ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً .

১০৩। হূদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার দাদা বা নানার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাতে প্রবেশ করাকালে তাঁর সাথের তরবারিটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত। রাবী তালিব (র) বলেন, আমি তাঁকে (হূদকে) রৌপ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তরবারির হাতল ছিল রৌপ্য খচিত (১৬৩৬)।

١٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفِىْ عَلٰى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَزَعَمَ سَمُرَةُ اَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلٰى سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ حَنَفِيًّا .

১০৪। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার তলোয়ার সামুরা (রা)-র তলোয়ারের নমুনায় তৈরি করলাম। আর সামুরা (রা) ধারণা প্রকাশ করতেন যে, তিনি তার তলোয়ারখানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের নমুনায় বানিয়েছেন। আর তা ছিল হানীফা গোত্রের (কারিগরদের) তৈরী।

উকবা ইবনে মুকাররম আল-বসরী-মুহাম্মাদ ইবনে বাক্র-উসমান ইবনে সাদ (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লৌহবর্মের বর্ণনা।

١٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ .

১০৫। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। তা পরিহিত অবস্থায় তিনি একটি পাথরের উপর উঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু সক্ষম হননি। তিনি তাঁর নিচে তালহা (রা)-কে বসিয়ে তার কাঁধে চড়ে পাথরের উপর উঠে আসীন হন। যুবাইর (রা) বলেন,

আমি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম : তালহা তার জন্য বেহেশত অবধারিত করে নিল (১৬৩৮)।[৭]

١٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا .

১০৬। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। তিনি একটির উপর অপরটি পরিধান করেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিরস্ত্রাণের বর্ণনা।

١٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ .

---

৭. উহুদ যুদ্ধে হযরত তালহা (রা)-এর অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুসলিম সেনাকে একটি গিরিপথে পাহারায় নিযুক্ত করেন। যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি তাদের সেখানে অনড় থাকার নির্দেশ দেন। কিন্তু মুসলমানদের বিজয় দেখে তারা স্থান ত্যাগ করে। ফলে পেছন দিক থেকে কাফেরদের অকস্মাৎ আক্রমণে মুসলমানরা ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। এহেন কঠিন মুহূর্তে হযরত তালহা (রা)-ই তাঁর নিকটে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযত করতে গিয়ে শত্রুদের তীর ও পাথরের আঘাতে জর্জরিত হন। হযরত তালহার গায়ে আশিটিরও বেশী যখম হয়। তার একখানি হাত চিরতরে অবশ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল যখম ও রক্তরঞ্জিত হয় এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিহত হওয়ার গুজবও রটে যায়। তখন তিনি উঁচু পাথরে চড়ে, তাঁর মৃত্যুর খবর যে মিথ্যা, তাই প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন এবং মুসলমানদের মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন (অনু.)।

১০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহার শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁকে বলা হল, ইবনে খাতাল কাবা ঘরের পর্দার সাথে জড়িয়ে আছে। তিনি বলেন ঃ তাকে হত্যা কর (১৬৩৯)।[৮]

١٠٨- حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ قَالَ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا .

১০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে যখন নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ নামাতেই এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কাবা ঘরের পর্দার সাথে লেগে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে হত্যা কর। রাবী ইবনে শিহাব বলেন, আমার নিকট এরূপ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মক্কায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না।

---

৮. ইবনে খাতালের নাম ছিল আবদুল আযীয। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। পরে সে আবার মুরতাদ হয়ে যায়। মদীনায় ইসলাম কবুলের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক এলাকায় যাকাত সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। একটি সামান্য কারণে সে এক মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে মক্কায় ফিরে যায় এবং কাফেরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্নাম ও অবমাননাসূচক কাব্য রচনা করতে থাকে এবং দু'টি গায়িকা দাসী ক্রয় করে তাদের দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্নাম ও কুৎসামূলক কবিতা পাঠের আসর বসাতে থাকে। মক্কা বিজয়ের দিন তাই এ নরাধমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ীর বর্ণনা।

١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

১০৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন (১৬৮০)।

١١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِمَامَةً سَوْدَاءَ .

১১০। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় কালো পাগড়ি দেখেছি।

١١١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

১১১। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।[৯]

---

৯. কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, এটা ছিল মদীনার কোন জুমুআর নামাযের খুতবা। কেউ বলেছেন, এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতকালীন খুতবা। অধিকাংশ উলামার মতে, মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেয়া খুতবার কথাই এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে (অনু.)।

١١٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَرَاَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

১১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ি বাঁধলে তার দুই প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের মাঝ বরাবর ছেড়ে দিতেন। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালেমকেও আমি তদ্রূপ করতে দেখেছি (১৬৮১)।

١١٣- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ .

১১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি বা তৈলাক্ত বন্ধনী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।[১০]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুংগির বর্ণনা।

١١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا

১০. মূল শব্দ হল 'দাস্‌মাউ', এর অর্থ কালো বা তৈলাক্ত দুটোই হয় (অনু.)।

عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ .

১১৪। আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) আমাদের সামনে একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের লুংগি বের করে বলেন, এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন।

١١٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ ابْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِيْ تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ بِالْمَدِيْنَةِ اِذَا اِنْسَانٌ خَلْفِيْ يَقُوْلُ اِرْفَعْ اِزَارَكَ فَاِنَّهُ اَتْقٰى وَاَبْقٰى فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ قَالَ اَمَا لَكَ فِيَّ اُسْوَةٌ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اِزَارُهُ اِلٰى نِصْفِ سَاقَيْهِ .

১১৫। আল-আশআস ইবনে সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ফুফুকে তার চাচার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার পথ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম, কে যেন পেছন থেকে বলছেন, তোমার লুংগি উপরের দিকে উঠাও। কারণ তা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। আমি পেছন ফিরে দেখি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো মামুলি একটা চাদর (এতেও কি গর্ব প্রকাশ পায়)। তিনি বলেন ঃ আমার চালচলনে কি তোমার জন্য কোন অনুসরণীয় আদর্শ নেই? আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর লুংগি তাঁর উভয় জংঘার মাঝখান পর্যন্ত ঝুলন্ত।

١١٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ يَتَّزِرُ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَتْ اِزَارَةُ صَاحِبِيْ يَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ .

১১৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, উসমান (রা) তার অর্ধ-জঙ্ঘাদেশ পর্যন্ত লুংগি ঝুলিয়ে পরতেন এবং বলতেন, এরূপই ছিল আমার সাথী-বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুংগি পরার নমুনা।

١١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِيْ اَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الْاِزَارِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاَسْفَلَ فَاِنْ اَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْاِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

১১৭। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জঙ্ঘা (বা তার নিজের জঙ্ঘা) ধরে বলেন ঃ এটা হচ্ছে পাজামা বা লুংগি ঝুলাবার (সর্বনিম্ন) সীমা। এতে যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, তাহলে আরেকটু নিচে। এতেও যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও তাহলে জেনে রাখ, পায়ের গোছা স্পর্শ করার অধিকার লুংগি বা পাজামার নেই (১৭৩০)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদব্রজে হাঁটাচলা সম্পর্কে।

١١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِيْ يُوْنُسَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِيْ فِيْ وَجْهِهِ وَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَسْرَعَ فِيْ مَشْيَتِهِ مِنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تُطْوٰى لَهُ اِنَّا لَنُجْهِدُ اَنْفُسَنَا وَاِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ .

১১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক সৌন্দর্যময় আর কিছু দেখিনি, যেন তাঁর চেহারায় দীপ্তিমান সূর্য বিরাজ করছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে দ্রুতগামীও কাউকে দেখিনি। মনে হত যমিন যেন তাঁর জন্য গুটিয়ে আসছে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতেন কিন্তু আমরা অতি কষ্টেই তাঁর নাগাল পেতাম।

١١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى غُفْرَةَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ اِذَا وَصَفَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا مَشٰى تَقَلَّعَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ فِىْ صَبَبٍ .

১১৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেন, তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলতেন, যেন কোন উঁচু স্থান থেকে অবতরণ করছেন।[১১]

١٢٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ .

---

১১. ৩৫৭৪ নম্বর হাদীসের অংশবিশেষ (সম্পা.)।

১২০। আলী ইবনে আবু তালিব-(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পথ চলতেন তখন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন কোন উচ্চ স্থান থেকে অবতরণ করছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় কাপড়ের টুকরা ব্যবহার সম্পর্কে।

١٢١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَاَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ .

১২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাঁর মাথায় এক খণ্ড কাপড় ব্যবহার করতেন। (মাথার তেল লেগে যাওয়ায় মনে হত) তা যেন তেলির কাপড়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপবেশন।

١٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَنْبَاَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ جَدَّتَيْهِ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ اَنَّهَا رَاَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَخَشِّعُ فِى الْجَلْسَةِ اُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ .

১২২। কাইলা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে কুরফাসা[১২] নিয়মে বসা

---

১২. কামূসে উল্লেখিত হয়েছে ঃ উভয় উরু খাড়া করে দু'হাত দিয়ে তাকে বেষ্টনী দিয়ে নিতম্বে ভর দিয়ে বসাকে কুরফাসা বৈঠক বলা হয় (অনু.)।

অবস্থায় দেখলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বিনয়-নম্রভাবে বসে থাকতে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে লাগলাম।

١٢٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

১২৪। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন (২৭০২)।

١٢٤- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَدَنِيُّ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْحِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبٰى بِيَدَيْهِ .

১২৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে নিতম্বের উপর ভর করে মসজিদে বসতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেলান দিয়ে বসা সম্পর্কে।

١٢٥- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى الْوِسَادَةِ عَلٰى يَسَارِهٖ .

১২৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বাম কাতে বালিশের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় দেখেছি (২৭০৭)।

١٢٦- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

১২৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের নিকট জঘন্যতম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বর্ণনা করব না? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ, অবশ্যই বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেনঃ (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। আমরা মনে মনে বললাম, আহা! তিনি যদি থামতেন।

١٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَاَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اَنَا فَلاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا .

১২৭। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যি আমি কখনো (কিছুর উপর) ঠেস দেয়া অবস্থায় আহার করি না (১৭৭৮)।

١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْاَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا

১২৮। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কখনো হেলান দেয়া অবস্থায় আহার করি না।

١٢٩- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ .

১২৯। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বালিশের উপর ঠেস দেয়া অবস্থায় দেখেছি (২৭০৮)।

আবু ঈসা বলেন, ওয়াকী 'তাঁর বাম কাতে' শব্দদ্বয় উল্লেখ করেননি। একাধিক রাবী এরূপই বর্ণনা করেছেন ওয়াকীর বর্ণনার ন্যায় ইসরাঈল থেকে। ইসহাক ইবনে মানসূর কর্তৃক ইসরাঈল থেকে বর্ণিত হাদীস ছাড়া আর কোন বর্ণনাকারীকে আমরা জানি না, যিনি বাম কাতে ঠেস দেয়ার উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বালিশ ছাড়া অন্য কিছুতে হেলান দেয়া সম্পর্কে।

١٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى اُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلّٰى بِهِمْ .

১৩০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি উসামা (রা)-এর উপর ভর করে ঘর থেকে বের হলেন। তখন তাঁর পরনে একখানা ইয়ামানী নকশাদার চাদর ছিল। তারপর তিনি তাদের নামায পড়ান।

١٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ الْحَلَبِىُّ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ وَعَلٰى رَاْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ يَا فَضْلُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُشْدُدْ بِهٰذِهِ الْعِصَابَةِ رَاْسِىْ قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلٰى مَنْكِبِىْ ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ فِى الْمَسْجِدِ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

১৩১। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম যখন তিনি মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর মাথায় হলুদ বর্ণের একটি পট্টি বাঁধা ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন ঃ হে ফাদল! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাযির। তিনি বলেন ঃ এ কাপড় খণ্ডটি দ্বারা আমার মাথা শক্তভাবে বেঁধে দাও। রাবী বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি বসেন এবং তাঁর একখানা হাত আমার কাঁধের উপর রেখে দাঁড়ান, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করেন। এ হাদীসে একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।[১৩]

---

১৩. তা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়ালেন এবং লোকদের ডাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। তারপর তার যিম্মায় যার যে প্রাপ্য ছিল তা নির্দ্বিধায় বলার ও যথাযথভাবে আদায় করে নেয়ার আহবান জানান। লোকেরা এক এক করে তাদের নিজ নিজ প্রাপ্য উল্লেখপূর্বক যথারীতি তা উসুল করে নেয় (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহারের নিয়ম-কানুন।

١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنٍ لِّكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ اَصَابِعَهُ ثَلاَثًا .

১৩২। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাওয়ার শেষে) আংগুলগুলো তিনবার করে চাটতেন।

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার ছাড়াও অন্য রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংগুল তিনটি চেটে নিতেন।

١٣٣-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلٰثَ .

১৩৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারশেষে তাঁর তিনটি আংগুল চাটতেন।

١٣٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ الصُّدَائِىُّ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَلاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا .

১৩৪। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কখনো হেলান দেয়া অবস্থায় আহার করি না (১৭৭৮)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী-সুফিয়ান-আলী ইবনুল আকমার (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنٍ لِّكَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ بِاَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ وَيَلْعَقُهُنَّ .

১৩৫। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিন আংগুলের সাহায্যে আহার করতেন এবং সেগুলো চাটতেন।

١٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَرَاَيْتُهُ يَاْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِّنَ الْجُوْعِ .

১৩৬। মুসআব ইবনে সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খেজুর উপস্থিত করা হল। আমি তাঁকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ক্ষুধার তীব্রতায় হাঁটু খাড়া করে পাছায় ভর দিয়ে বসে খাচ্ছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুটি সম্পর্কে।

١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا

شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِّنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৩৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁর পরিজন কখনো যবের রুটি দ্বারাও তৃপ্তির সাথে পরপর দু'দিন আহার করেননি।[১৪]

١٣٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزُ الشَّعِيْرِ .

১৩৮। সুলাইম ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উমামা আল-বাহিলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে কখনো যবের রুটি অতিরিক্ত হত না (২৩০১)।

١٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَاَهْلُهُ لَا يَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ اَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ.

---

১৪. এ দ্বারা অবশ্য এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, অভাবের দরুনই তাঁর অবস্থা এরূপ হয়েছিল। বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসাধারণ বদান্যতা ও দানীলতা এবং স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নেয়ার কারণেই তাঁকে এরূপ সাদাসিধা জীবন যাপন করতে হয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি সীমাহীন প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না (অনু.)।

১৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিজন কখনো কখনো পরপর কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাতেন। কারণ তাঁদের রাতের খাবার বলতে কিছু থাকত না। আর অধিকাংশ সময় তাদের প্রধান খাদ্যই ছিল যবের রুটি (২৩০২)।

١٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ أَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ يَعْنِى الْحُوَارِىَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَقِيْلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَتْ مَنَاخِلُ فَقِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِالشَّعِيْرِ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ.

১৪০। সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনো ময়দা দেখেননি। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আপনাদের নিকট চালুনী ছিল কি? তিনি বলেন, সেকালে আমাদের নিকট চালুনী ছিল না। তাকে বলা হল, তাহলে যবের রুটি আপনারা কিরূপে তৈরি করতেন? তিনি বলেন, যবের আটায় আমরা ফুৎকার দিতাম। এতে যা যাওয়ার তা উড়ে যেত, তারপর আমরা আটাকে খামির করে নিতাম (২৩০৬)।

١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ

نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلاَ فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَّلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلٰى مَا كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ قَالَ عَلٰى هٰذِهِ السُّفَرِ .

১৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো উচ্চ দস্তরখানে (বা টেবিলে) এবং রকমারি চাটনি ও হজমির ক্ষুদ্র পেয়ালার সমাবেশ করেও আহার করেননি, না কখনো তাঁর জন্য পাতলা রুটি বানানো হয়েছে। রাবী বলেন, আমি (ইউনুস) কাতাদাকে বললাম, তাহলে কিসের উপর (থালা) রেখে তারা আহার করতেন? তিনি বলেন, সচরাচর চামড়ার এই দস্তরখানের উপর (১৭৩৫)।

١٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِيْ بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا اَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَاَشَاءُ اَنْ اَبْكِيَ الاَّ بَكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَا قَالَتْ اَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِيْ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا وَاللّٰهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَّلاَ لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ .

১৪২। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন এবং বললেন, আমি কখনো পেট ভরে আহার করি না। এজন্য আমি কাঁদতে চাইলে অবশ্যই কাঁদতে পারি (অর্থাৎ এখন পেট ভরে আহার করতে গেলেই পূর্বেকার অবস্থার কথা মনে পড়ে কান্না এসে যায়, তখন আর পেট ভরে খাই না)। মাসরূক (র) বলেন, আমি বললাম, কেন (কান্না আসে)? তিনি বলেন, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন তা স্মরণে এসে যায়। আল্লাহ্‌র শপথ! কোন দিনই তিনি পরপর দুই বেলা রুটি-গোশত দ্বারা পেট ভরে আহার করেননি (২২৯৮)।

١٤٣-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ .

১৪৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত কখনো তিনি পরপর দু'দিন যবের রুটিও পেট ভরে আহার করেননি (২২৯৯)।

١٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلاَ اَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ .

১৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত কখনো উঁচু দস্তরখানে আহার করেননি এবং পাতলা রুটিও খাননি (২৩০৫)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরকারী (সালন) সম্পর্কে

١٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ حَدِيْثِهِ نِعْمَ الْاُدُمُ اَوِ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

১৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিরকা কতই না উত্তম ঝোল (১৭৯০)।

١٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَلَسْتُمْ فِىْ طَعَامٍ وَّشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَاُ بَطْنَهُ .

১৪৬। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বাশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি তোমাদের চাহিদামত খাদ্য পানীয় পাচ্ছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নিম্ন মানের খেজুরও পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করতে পাননি।

١٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

১৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিরকা কতই না উত্তম ঝোল (১৭৮৮)।

١٤٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى فَاُتِىَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحّٰى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهَا تَاْكُلُ شَيْئًا نَتْنًا فَحَلَفْتُ اَنْ لاَّ اٰكُلَهَا قَالَ اُدْنُ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ .

১৪৮। যাহ্দাম আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। মুরগীর গোশত আনা হলে উপস্থিত লোকদের একজন (তা না খেয়ে) পিছনে সরে গেল। আবু মূসা (রা) বলেন, তোমার কি হল? সে বলল, আমি মুরগীকে পঁচা-দুর্গন্ধময় জিনিস খেতে দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, আর কখনো মুরগীর গোশত খাব না। আবু মূসা (রা) বলেন, তুমি (আমার) নিকটে এগিয়ে এস (এবং খাও)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি (১৭৭৪-৫)।

١٤٩- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارٰى .

১৪৯। ইবরাহীম ইবনে উমার ইবনে সাফীনা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুবারার গোশত খেয়েছি (১৭৭৬)।

١٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِيْ طَعَامِهٖ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اُدْنُ فَاِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اَطْعَمَهُ اَبَدًا .

১৫০। যাহ্দাম আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-র নিকট ছিলাম। তখন তার খাবার আনা হল এবং তার খাবারের সাথে মুরগীর গোশতও দেয়া হয়। উপস্থিত লোকদের মধ্যে

তাইমুল্লাহ গোত্রের একজন লোক ছিল। তার গায়ের রং ছিল লাল, দেখতে মুক্তদাস বলে মনে হয়। যাহদাম (র) বলেন, লোকটি আহারে শরীক হল না। আবু মূসা (রা) তাকে বলেন, নিকটে আস (এবং খানা খাও)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি মুরগীকে এক জিনিস খেতে দেখেছি, যাতে আমার মনে এর প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি আর কখনো এর গোশত খাব না বলে শপথ করেছি।

١٥١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ .

১৫১। আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাইতূন তৈল আহার কর এবং তা গায়ে লাগাও। কারণ তা বরকতময় গাছ থেকে উৎপন্ন (১৮০০)।

١٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ .

১৫২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাইতূন তৈল খাও এবং তা শরীরে লাগাও। কারণ যাইতূন তৈল মুবারক গাছ থেকে উৎপন্ন (১৭৯৯)।

আবু ঈসা বলেন, আবদুর রাযযাক এ হাদীসের সনদে গড়মিল করেছেন। অতএব তিনি এটিকে কখনো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদীসরূপে আবার কখনো মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেন।

আস-সানজী আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে মাবাদ-আবদুর রায্যাক-মামার-যায়েদ ইবনে আসলাম (র)-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদে উমার (রা)-র উল্লেখ নাই।

١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فَاُتِيَ بِطَعَامٍ اَوْ دُعِيَ لَهُ فَجَعَلْتُ اَتَّبِعُهُ فَاَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا اَعْلَمُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ .

১৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ খুবই পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার আনা হল অথবা তাঁকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করা হল। আমি পেয়ালা থেকে খুঁজে খুঁজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে লাউয়ের টুকরা রেখে দিচ্ছিলাম। কারণ আমি জানতাম, তিনি লাউ পছন্দ করেন।

١٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَاَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا .

১৫৪। হাকীম ইবনে জাবির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং দেখলাম, তাঁর নিকট একটি লাউ কেটে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে। আমি বললাম, এ দিয়ে কি তৈরি হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন ঃ এর দ্বারা আমাদের তরকারী বাড়াবো।

আবু ঈসা বলেন, এ জাবির হচ্ছেন জাবির ইবনে তারেক। তাকে ইবনে আবু তারেকও বলা হয়। ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরই একজন। এ একটিমাত্র হাদীস ছাড়া তার থেকে আর কোন মরফূ হাদীস নেই। আবু খালিদের নাম সাদ।

١٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ قَالَ اَنَسٌ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ حَوَالَىِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَّوْمَئِذٍ .

১৫৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আহার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত দেয়। আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেই দাওয়াতে গেলাম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যবের রুটি এবং লাউ ও গোশতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত সালন পেশ করে। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালার চতুর্দিকে লাউয়ের টুকরা খুঁজে খাচ্ছেন। সেদিন থেকে আমার নিকটও লাউ পছন্দনীয়।

١٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

১৫৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু

١٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا قَرَّبَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَمَا تَوَضَّاَ .

১৫৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (ছাগলের) পাঁজরের ভুনা গোশত পেশ করেন। তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু (পুনরায়) উযু করেননি (১৭৭৭)।

١٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِوَاءً فِىْ الْمَسْجِدِ .

১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে বসে ভুনা গোশত খেয়েছি।

١٥٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِىْ صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاُتِىَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ فَحَزَّ لِىْ بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَاَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفٰى فَقَالَ لَهُ اُقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ اَوْ قُصَّهُ عَلٰى سِوَاكٍ .

১৫৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মেহমান হলাম। আহারের জন্য (ছাগলের) পাঁজরের ভুনা গোশত আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা ছুরি দিয়ে তা থেকে কেটে কেটে আমাকে দিচ্ছিলেন।[১৫] তখন বিলাল (রা) এসে নামাযের খবর দিলেন। তিনি ছুরি রেখে দিয়ে নামাযের জন্য চললেন এবং বললেনঃ তার কি হল, তার হাত দু'টি ধুলিমলিন হোক! মুগীরা (রা) বলেন, আমার গোঁফ বেশী বড় হয়ে গিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এসো তোমার গোঁফ মেস্ওয়াকের উপর রেখে কেটে দেই অথবা বলেন ঃ মেস্ওয়াকের উপর রেখে তোমার গোঁফ কেটে ফেল।

١٦٠- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُوْتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا .

১৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোশত আনা হল এবং তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হল। তিনি বাহুর গোশতই অধিক পছন্দ করতেন। তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিড়ে চিবিয়ে খেলেন (১৭৮৫)।

١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

---

১৫. আবু দাউদ ও বায়হাকীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি দ্বারা গোশত কেটে খেতে নিষেধ করেছেন। অথচ এ হাদীসে দেখা যায়; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। গোশত ভালোভাবে সিদ্ধ ও নরম না হলে ছুরি দ্বারা তা কেটে খাওয়া জায়েয অথবা সিদ্ধ ও নরম হওয়া সত্ত্বেও টুকরা খুব বড় হলে তাও ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়ায় কোন দোষ নেই (অনু.)।

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ وكَانَ يُرٰى اَنَّ الْيَهُوْدَ سَمُّوْهُ .

১৬১। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাহুর গোশতই বেশী পছন্দনীয় ছিল। বাহুর গোশতেই বিষ প্রয়োগ করে তাকে দেয়া হয়েছিল। অভিমত এই যে, ইহুদীরাই বিষ প্রয়োগ করেছিল।

١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قِدْراً وكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِى الذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِى الذِّرَاعَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَّ لَنَا وَلْتَنِىْ الذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ .

১৬২। আবু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (ছাগল যবেহ করে তা) ডেকচিতে করে পাকালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহুর গোশতই বেশি পছন্দ করতেন। তাই আমি তাঁকে একটি বাহুর গোশত তুলে দিলাম। তিনি আবার বলেনঃ আমাকে বাহুর গোশত দাও। আমি তাঁকে আরেকখানা বাহুর গোশত দিলাম। তিনি আবার বলেন ঃ আরেকটি বাহুর গোশত দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ছাগলের কয়টি বাহু থাকে? তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তুমি নিশ্চুপ থেকে আমাকে বাহুর গোশত দিতে থাকতে, তাহলে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বাহু চাইতাম ততক্ষণই তুমি দিতে পারতে।

١٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ فُلَيْحِ ابْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبَّادٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ الذِّرَاعُ اَحَبَّ اللَّحْمِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ اِلاَّ غِبًّا وَكَانَ يَعْجَلُ اِلَيْهَا لِاَنَّهَا اَعْجَلُهَا نُضْجًا .

১৬৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহুর গোশতই অধিক প্রিয় ছিল তা নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অনেক দিন পরপর তিনি গোশত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। তাই তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হত। কেননা বাহুর গোশত দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং গলে যায় (১৭৮৬)।

١٦٤-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ فَهْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ .

১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ উৎকৃষ্টতর গোশত হল পৃষ্ঠদেশের গোশত।

١٦٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

১৬৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সিরকা কতই না উত্তম ঝোল।

١٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتٍ اَبِىْ حَمْزَةَ الثُّمَالِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَعِنْدَكِ شَىْءٌ فَقُلْتُ لاَ اِلاَّ خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلٌّ قَالَ هَاتِىْ مَا اَقْفَرَ بَيْتٌ مِّنْ أُدْمٍ فِيْهِ خَلٌّ .

১৬৬। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে বলেন ঃ তোমার নিকট (খাওয়ার) কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুকনো রুটির কয়টি টুকরা ও সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাই নিয়ে এসো। যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর সালনবিহীন নয় (১৭৯১)।

١٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

১৬৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অন্য সব খাদ্যসামগ্রীর তুলনায় সারীদের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, নারীদের উপর আইশারও অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে (১৭৮২)।

١٦٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِىُّ اَبُوْ طُوَالَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

১৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল খাদ্যের উপর সারীদের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, মহিলাদের উপর আইশারও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠত্ব।

١٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ مِنْ ثَوْرِ اَقِطٍ ثُمَّ رَاٰهُ اَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ .

১৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক টুকরা পনির খেয়ে উযু করতে দেখেছেন। তারপর তিনি তাঁকে ছাগলের বাহুর গোশত খেতে দেখেছেন, অতঃপর নামায পড়েছেন, কিন্তু পুনরায় উযু করেননি।

١٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ اَبِيْهِ وَهُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيْقٍ .

১৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করে খেজুর ও ছাতু দিয়ে ওলীমা (বিবাহ ভোজের) অনুষ্ঠান করেন (১০৩৩)।

١٧١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰى اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَّابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ اَتَوْهَا فَقَالُوْا لَهَا اصْنَعِيْ لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَيُحْسِنُ اَكْلَهُ فَقَالَتْ يَا

بُنَيَّ لاَ تَشْتَهِيْهِ الْيَوْمَ قَالَ بَلٰى اِصْنَعِيْهِ لَنَا قَالَ فَقَامَتْ وَاَخَذَتْ شَيْئًا مِّنَ الشَّعِيْرِ فَطَحَنَتْهُ ثُمَّ جَعَلَتْ فِيْ قِدْرٍ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِّنْ زَيْتٍ وَدَقَّتِ الْفُلْفُلَ وَالتَّوَابِلَ فَقَرَّبَتْهُ اِلَيْهِمْ فَقَالَتْ هٰذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُحْسِنُ اَكْلَهُ .

১৭১। সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে জাফর তার নিকট এসে তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খাবার পছন্দ করতেন এবং আগ্রহের সাথে খেতেন তা আমাদের তৈরি করে খাওয়ান। সালমা (রা) তাদের বলেন, স্নেহের বৎসগণ! আজ সে খাবার তোমাদের পছন্দ হবে না। তারা বলেন, হাঁ, অবশ্যই পছন্দ হবে। আপনি আমাদের জন্য তা তৈরি করুন। তারপর সালমা (রা) উঠে গিয়ে কিছু যব নিয়ে পিষলেন। সেগুলো একটা ডেকচিতে ঢাললেন এবং তাতে কিছু যাইতূনের তৈল, সামান্য মরিচের গুড়া ও গরম মশলা মিশালেন। রান্না হওয়ার পর তিনি তাদের সামনে তা পেশ করলেন এবং বলেন, এ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য, যা তিনি আগ্রহ সহকারে খেতেন।

١٧٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَنْزِلِنَا فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ كَاَنَّهُمْ عَلِمُوْا اَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ

১৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে এলেন। আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী যবেহ করলাম। তিনি বলেন ঃ তাদের যেন জানাই ছিল, আমরা গোশত খেতে ভালোবাসি। এ হাদীসে দীর্ঘ ঘটনা আছে।

١٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ سُفْيَانُ وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلٰى امْرَاَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَاَكَلَ مِنْهَا وَاَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِّنْ رُّطَبٍ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّاَ لِلظُّهْرِ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِّنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ فَاَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّاَ .

১৭৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোথাও যাওয়ার জন্য) বের হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এক আনসারী মহিলার বাড়িতে গেলেন। মহিলাটি তাঁর জন্য একটি ছাগল যবেহ করেন। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উক্ত মহিলা পিয়ালায় করে তাঁর জন্য খেজুর পেশ করেন। তিনি তা থেকেও খেলেন, তারপর যোহর নামাযের জন্য উযু করলেন এবং নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে ঐ মহিলা অবশিষ্ট গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র জন্য নিয়ে আসেন। তিনি তা খেয়ে আসরের নামায পড়েন। কিন্তু (নতুন করে) উযূ করেননি (৭৯)।

١٧٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ وَعَلِيٌّ مَّعَهُ يَاْكُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ مَهْ يَا عَلِيُّ فَاِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَ فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَاْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَّشَعِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ مِنْ هٰذَا فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَوْفَقُ لَكَ .

১৭৪। উম্মুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে সংগে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। আমাদের কতগুলো খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে খেতে লাগলেন এবং আলী (রা)-ও তাঁর সাথে খেতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বলেনঃ থাম হে আলী! তুমি সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করেছ। রাবী বলেন, তখন আলী (রা) বসে রইলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে থাকলেন। রাবী বলেন, আমি তাদের জন্য বীট ও বার্লি তৈরি করে পেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আলী! এটা তুমি খাও, এটা তোমার (স্বাস্থ্যের) উপযোগী (১৯৮৫)।

١٧٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فَيَقُوْلُ اَعِنْدَكِ غَدَاءٌ فَاَقُوْلُ لاَ قَالَتْ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ صَائِمٌ قَالَتْ فَاَتَانَا يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ اَمَا اِنِّيْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ اَكَلَ .

১৭৫। উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট (সকালের দিকে) এসে বলতেন ঃ তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি বলতাম, না। আইশা (রা) বলেন, তখন তিনি বলতেন ঃ আমি রোযার নিয়াত করলাম। আইশা (রা) বলেন, একদিন তিনি আমার নিকট এলে আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট কিছু উপঢৌকন এসেছে। তিনি বলেনঃ তা কি? আমি বললাম, হাইস। তিনি বলেনঃ আমি যে ভোরে রোযার নিয়াত করেছি! আইশা (রা) বলেন, তারপর তিনি তা খেলেন (৬৮২)।

١٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ يَحْيَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اُمَيَّةَ الْاَعْوَرِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ فَاَكَلَ .

১৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি যবের রুটির একটি টুকরা নিলেন, অতঃপর তার উপর একটি খেজুর রাখলেন, তারপর বললেন ঃ এ খেজুর এ রুটির ব্যঞ্জন বা সালন। তারপর তিনি তা খেলেন।

١٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِيْ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ .

১৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাতিল ও পেয়ালার অবশিষ্ট খাদ্য খেতে বেশ পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

খাওয়ার আগে বা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূর বর্ণনা।

١٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوْا لاَ نَاْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ قَالَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এলেন। তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হল। লোকেরা বলল, আমরা কি আপনার জন্য উযুর পানি আনব না? তিনি বলেন ঃ নামায পড়তে দাঁড়ালেই কেবল আমাকে উযূ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (১৭৯৬)।

١٧٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ اَلاَ تَتَوَضَّأُ فَقَالَ اُصَلِّيْ فَاَتَوَضَّأُ .

১৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এলে তাঁর সামনে আহার পরিবেশন করা হল। তাঁকে বলা হল, আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বলেন ঃ এখন কি আমি নামায পড়ব যে, আমাকে উযূ করতে হবে?

١٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرٰةِ اَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرٰةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ .

১৮০। সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাত গ্রন্থে পড়েছি যে, খাওয়া-দাওয়ার পর উযূ করলে তাতে বরকত হয়। এ বিষয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ

করলাম এবং তাওরাতে আমি যা পড়েছি তাও তাঁকে অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খাওয়ার আগে ও খাওয়ার পরে উযূ করলে আহারে বরকত হয় (১৭৯৫)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

খাওয়ার আগে ও পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব দোয়া পড়তেন।

١٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ جَنْدَلٍ الْيَافِعِيِّ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَلَمْ اَرَ طَعَامًا كَانَ اَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهُ اَوَّلَ مَا اَكَلْنَا وَلَا اَقَلَّ بَرَكَةً فِيْ اٰخِرِهِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ هٰذَا قَالَ اِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللّٰهِ حِيْنَ اَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ اَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ .

১৮১। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট খাবার পরিবেশন করা হল। খাওয়ার প্রথম দিকে তাতে এত বেশি বরকত বোধ হল যে, ইতিপূর্বে আমি কখনো এরূপ দেখিনি। কিন্তু খাওয়ার শেষ দিকে কম বরকত বোধ হল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কেমন ব্যাপার? তিনি বলেন ঃ আমরা প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' পড়েই আহার শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরে এমন এক লোক এসে খাওয়ায় শরীক হয়েছে যে মহান আল্লাহ্র নাম ছাড়াই খেতে আরম্ভ করেছে। ফলে তার সাথে শয়তানও খাওয়ায় শামিল হয়েছে।

١٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا دَاؤُدُ اَنْبَاَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَنَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى طَعَامِهٖ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ .

১৮২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ আহারের সময় বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে সে যেন বলে, "বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" (খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহ্‌র নামে)।

١٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِىُّ الْبَصْرِىُّ اَنْبَانَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهٗ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهٗ طَعَامٌ فَقَالَ اُدْنُ يَا بُنَىَّ فَسَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

১৮৩। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তখন তাঁর সামনে আহার উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন, হে বৎস! কাছে এসো, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে আহার কর এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাওয়া আরম্ভ কর (১৮০৫)।

١٨٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَنْبَانَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهٖ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

১৮৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারশেষে বলতেন ঃ

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

١٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَأَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا .

১৮৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে (আহারশেষে) দস্তরখান তুলে নেওয়ার সময় তিনি বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা" (প্রশংসা আল্লাহর জন্য, পর্যাপ্ত প্রশংসা, পবিত্র ও মুবারক প্রশংসা এই আহারের জন্য, যা কখনো বর্জনযোগ্যও নয় এবং যা থেকে মুখাপেক্ষীহীন হওয়া যায় না)।

١٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ ابْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِيْ سِتَّةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَاَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ سَمّٰى لَكَفَاكُمْ .

১৮৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাথীকে নিয়ে আহার করছিলেন। তখন এক বেদুঈন এসে দুই গ্রাসেই খাবার নিঃশেষ করে দিল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে যদি বিসমিল্লাহ্ বলত তবে এ খাবার তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত (১৮০৭)।

١٨٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاْكُلَ الْاَكْلَةَ اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

১৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বান্দা এক গ্রাস খাবার খেয়ে অথবা এক ঢোক পানি পান করে আল্লাহ্র প্রশংসা ও শোকর-গোযারী করে তার প্রতি তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিয়ালা।

١٨٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْاَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ اَخْرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحًا غَلِيْظًا مُضَبَّبًا بِحَدِيْدٍ فَقَالَ يَا ثَابِتُ هٰذَا قَدَحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৮। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) লোহার পাতযুক্ত একটি কাঠের মোটা পেয়ালা বের করে আমাদের দেখান এবং বলেন, হে সাবিত! এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেয়ালা।

١٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَاَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ الْمَاءَ وَالنَّبِيْذَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ .

১৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ পেয়ালায় পানি, নাবীয, মধু ও দুধ সব রকম পানীয় পান করিয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব ফলমূল খেয়েছেন।

١٩٠- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ اَنْبَانَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ .

১৯০। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সাথে একত্রে শসা খেতেন (১৭৯৩)।

١٩١- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ .

১৯১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে একত্রে তরমুজ খেতেন (১৭৯২)।

١٩٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ اَنْبَانَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يَقُوْلُ اَوْ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ قَالَ وَهْبٌ وَكَانَ صَدِيْقًا لَهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخِرْبِزِ وَالرُّطَبِ .

১৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খরবুজা ও খেজুর একত্র করে খেতে দেখেছি।

١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الرَّمْلِيُّ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَكَلَ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ .

১৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সাথে তরমুজ মিলিয়ে খেতেন।

١٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَاَوْ اَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُا بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثِمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَفِيْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُوْ اَصْغَرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ .

১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাদের গাছে নতুন ফল হতে দেখলে (প্রথমে) তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের ফলমূলে বরকত দাও, আমাদের এ শহরে বরকত দাও, আমাদের সা' ও মুদ্দে

(বাঁটখারায়) বরকত দাও। হে আল্লাহ! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু ও তোমার নবী ছিলেন। আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কা নগরীর জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি তোমার নিকট তাঁর অনুরূপ দোয়া মদীনার জন্য করছি, যেরূপ তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য করেছিলেন এবং আমি তার দ্বিগুণ দোয়া করছি।" তারপর তিনি কাছে যে ছোট শিশুকে দেখতে পেতেন তাকে ডেকে এনে উক্ত ফল দান করতেন।

١٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ أَنْبَأَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ بَعَثَنِيْ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَعَلَيْهِ اَجْرٌ مِنْ قِثَّاءٍ زُغْبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقِثَّاءَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حُلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيْهِ .

১৯৫। রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে আফরা (রা) আমাকে কিছু ছোট ছোট শসাসহ এক পাত্র তাজা খেজুর দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকড়ী খেতে পছন্দ করতেন। আমি এগুলো নিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছলাম। তখন তাঁর সামনে বাহরাইন থেকে আগত কিছু অলংকার ছিল। তিনি উক্ত অলংকার থেকে মুঠ ভরে আমাকে কিছু অলংকার দান করেন।

١٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ

النَّبِيَّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَاَجْرٍ زُغْبٍ وَاَعْطَانِيْ مَلأَ كَفِّهِ حُلِيًّا اَوْ قَالَتْ ذَهَبًا .

১৯৬। রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক পাত্র তাজা খেজুর ও কচি শসা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এক মুঠ ভর্তি গহনা বা সোনা দান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানীয় বস্তু সম্পর্কে।

١٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْحُلْوُ الْبَارِدُ .

১৯৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিল শীতল মিষ্টি পানীয় (১৮৪৪)।

١٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ هُوَ بْنُ اَبِيْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَتْنَا بِاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلٰى يَمِيْنِهِ وَخَالِدٌ عَلٰى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَاِنْ شِئْتَ اَثَرْتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ لِاُوْثِرَ عَلٰى سُؤْرِكَ اَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ .

১৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং খালিদ ইবনুল ওলীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাইমূনা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের সামনে এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে পান করলেন। আমি তখন তাঁর ডান দিকে ছিলাম, আর খালিদ ছিলেন তাঁর বাম দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ এবার পান করার অধিকার তোমার। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে খালিদকে অগ্রাধিকার দিতে পার। আমি বললাম, আমি আপনার ঝুটার ব্যাপারে নিজের উপর অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে আল্লাহ কোন খাবার খাওয়ান, সে যেন এ দোয়া পড়ে ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্ইমনা খাইরাম মিনহু" (হে আল্লাহ! এ খাবারের মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং ভবিষ্যতে এর চাইতে উত্তম খাবার আমাদের দাও)। আর যাকে আল্লাহ দুধ পান করান, সে যেন নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু" (হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদের আরো বেশি করে এ নিয়ামত দান কর)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুধ ছাড়া আর কোন জিনিস নেই যা একই সাথে খাবার ও পানীয় উভয়ের কাজ দিতে পারে।

আবু ঈসা বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এ হাদীস এরূপই বর্ণনা করেছেন মামার-যুহ্‌রী-উরওয়াহ-আইশা (রা) সূত্রে। এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আবদুর রাযযাক প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন মামার-যুহরী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসাবে। তাতে তারা উরওয়া-আইশা সূত্রের উল্লেখ করেননি। একইরূপ বর্ণনা করেছেন ইউনুস প্রমুখ যুহ্‌রীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

মুরসাল হিসাবে। আবু ঈসা বলেন, লোকদের (রাবী) মধ্য থেকে ইবনে উয়াইনা এটি 'মুসনাদ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আর বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা বিনতুল হারিস (রা)। ইনি খালিদ ইবনুল ওলীদের খালা, ইবনে আব্বাস (রা)-র খালা ও ইবনে আসাম্মের খালা। লোকেরা আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন থেকে এ হাদীসের রিওয়ায়াত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ আলী ইবনে যায়েদের মাধ্যমে আমর ইবনে আবু হারমালা থেকে বর্ণনা করেন। এছাড়া শোবা (র) আলী ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমর ইবনে হারমালা। তবে সহীহ হল উমার ইবন আবু হারমালা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পান করার নিয়ম সম্পর্কে।

١٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ وَمُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ .

১৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন (১৮৩০)।

٢٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا .

২০০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে ও বসে (উভয় অবস্থায়) পান করতে দেখেছি (১৮৩১)।

করবে যার সুবাস প্রকাশ পায়, কিন্তু রং দৃষ্টিগোচর হয় না। আর মহিলারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুবাস তীব্র নয় (হালকা) (২৭২৪)।

আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-জুরাইরী-আবু নাদরা-তাফাবী-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيْفَةَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ حَنَّانٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِىَ اَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدَّهُ فَاِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ .

২১৩। আবু উসমান আন-নাহ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে ফুল উপহার দেয়া হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ তা বেহেশত থেকে আগত (২৭২৮)।

٢١٤- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ الْهَمْدَانِىُّ اَنْبَاَنَا اَبِىْ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عُرِضْتُ بَيْنَ يَدَىْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَلْقَى جَرِيْرٌ رِدَاءَهُ وَمَشَى فِىْ اِزَارِهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ رِدَاءَكَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ مَا رَاَيْتُ رَجُلاً اَحْسَنَ صُوْرَةً مِّنْ جَرِيْرٍ اِلاَّ مَا بَلَغَنَا مِنْ صُوْرَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

২১৪। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যুদ্ধের জন্য লোক বাছাইকালে) আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সামনে পেশ করা হয়। তিনি চাদর খুলে কেবল লুংগি পরিহিত অবস্থায় হেটে দেখান। তিনি তাকে বলেন, তোমার চাদর পরে নাও। তারপর

উমার (রা) সমবেত লোকদের বলেন, আমি জারীরের চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে দেখিনি। তবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা স্বতন্ত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাক্যালাপের ধরন।

٢١٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ .

২১৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় অবিরাম ও দ্রুত কথা বলতেন না, বরং ধীরস্থিরভাবে স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন। ফলে তার নিকট উপস্থিত ব্যক্তি যথাযথভাবে তা হৃদয়ংগম করতে পারত।

٢١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ ثَلٰثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ .

২১৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রয়োজনে) কোন কথা তিনবারও পুনর্ব্যক্ত করতেন, যাতে (শ্রোতা) তাঁর থেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

٢١٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ اَنْبَأَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ مِنْ وُلْدِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ

عَنِ ابْنٍ لِأَبِيْ هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَئَلْتُ خَالِيْ هِنْدَ بْنَ أَبِيْ هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا قُلْتُ صِفْ مَنْطِقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلُ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فُضُوْلَ وَلَا تَقْصِيْرَ لَيْسَ بِالْجَافِيْ وَلَا الْمُهِيْنِ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتّٰى يَنْتَصِرَ لَهُ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنٰى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرٰى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ .

২১৭। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা (উম্মাতের) চিন্তায় ও (আল্লাহ্‌র) ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁকে শান্ত ও নিশ্চিন্ত দেখা যেত না। দীর্ঘ নীরবতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ মুখে কথা বলতেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে কথা বলতেন। তাঁর কথার শব্দ একটি অপরটি থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হত

এবং তাঁর কথা প্রয়োজনের অতিরিক্তও নয় অথবা কমও নয়। তিনি কারো প্রতি কঠোরভাষীও ছিলেন না এবং কাউকে হেয় প্রতিপন্নও করতেন না। তিনি নিয়ামতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন এবং কখনো তার নিন্দা করতেন না। খাদ্যদ্রব্যের বেলায়ও তিনি কোনরূপ নিন্দাবাদ করতেন না, আবার অযাচিত প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব বা সাংসারিক কোন বস্তুর দরুন তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু সত্য-ন্যায়ের সীমা লংঘিত হলে তাঁর রাগ কিছুতেই থামতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতিকার করা হত। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও নিতেন না। তিনি কারো প্রতি ইশারা করলে পূর্ণ হাতে ইশারা করতেন। কোন বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করলে তিনি হাত উল্টে (উপুর করে) দিতেন। যখন কথা বলতেন, কখনো বাঁ হাত নাড়াতেন, কখনো বা ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলের পেটে চাপ দিতেন। তিনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং তার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাতেন। তিনি যখন আনন্দিত হতেন (লজ্জাবশত) চোখ প্রায় বন্ধ করে ফেলতেন। তিনি বেশির ভাগ মুচকি হাসি দিতেন, তখন তাঁর দাঁতগুলো শিলাবৃষ্টির ন্যায় চকচক করত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি প্রসঙ্গ।

৩١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ اَرْطَاطَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِيْ سَاقَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمُوْشَةٌ وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ اِلاَّ تَبَسُّمًا وَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاَكْحَلٍ ﷺ.

৩১৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের জঙ্ঘাদ্বয় ছিল হালকা-পাতলা। তিনি মুচকি হাসিই দিতেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে

মনে হত তিনি উভয় চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে সুরমা লাগানো থাকত না (আ, হা)।[১৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٢١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২১৯। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক মুচকি হাসি দিতে আর কাউকে দেখিনি।[১৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। অবশ্য ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব-আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ تَبَسُّمًا .

২২০। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিই দিতেন।

---

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পলক জন্মগতভাবেই কালো ছিল। দেখলে মনে হত যেন তাতে সুরমা লাগনো হয়েছে (অনু.)।

১৭. 'তাবাসসুম' এমন হাসি যাতে কেবল ঠোঁট নড়ে কিন্তু দাঁত দেখা যায় না এবং শব্দও হয় না, যাকে বলা হয় মিষ্টি হাসি। দাহ্‌ক এমন হাসি যাতে দাঁত দেখা যায় এবং এক পর্যায়ে শব্দও হয়। "কাহ্‌কাহা" হল মুখ খুলে উচ্চ আওয়াযে হাসি এবং এভাবে হাসা মাকরূহ (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। আমরা এ হাদীস লাইস ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রেই কেবল জানতে পেরেছি।

٢٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا أَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاٰخِرَ رَجُلٍ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهِ وَتُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ مُقِرٌّ لَا يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِهَا فَيُقَالُ أَعْطُوْهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً فَيَقُوْلُ إِنَّ لِيْ ذُنُوْبًا مَا أَرَاهَا هٰهُنَا قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২২১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি জানি যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বেহেশতে যাবে এবং সবশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হবে। তার বড় বড় গুনাহসমূহ গোপন রেখে তার ছোট ছোট গুনাহগুলো তার সামনে পেশ করার আদেশ হবে। তাকে বলা হবে, তুমি এই এই দিন এই এই গুনাহ করেছ। সে তা স্বীকার করবে, অস্বীকার করবে না এবং তার মারাত্মক গুনাহসমূহের ব্যাপারে ভীত-শংকিত থাকবে। তারপর আদেশ হবে, তোমরা তার কৃত প্রতিটি গুনাহ্র স্থলে তাকে একটি করে নেকী দিয়ে দাও। সে বলবে, আমার তো আরো গুনাহ ছিল। সেগুলো তো এখানে দেখছি না। আবু যার (রা) বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ মুহূর্তে) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর দন্তরাজি পর্যন্ত প্রকাশ পেল।

٢٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنَيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ ضَحِكَ .

২২২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আমাকে (তাঁর নিকট আসতে) বাঁধা দেননি এবং তিনি আমাকে দেখলেই হাসি দিতেন।

٢٢٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ تَبَسَّمَ .

২২৩। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, মুচকি হাসি দিতেন।

٢٢٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قَدْ اَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ قَالَ فَيَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ الَّذِىْ تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ

اَضْعَافَ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُنِىْ مِنِّىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সবশেষে দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে আমি তাকে চিনি। সে হেঁচড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে (জাহান্নাম থেকে) বেরিয়ে আসবে। তখন তাকে বলা হবে ঃ যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখবে, লোকেরা জান্নাতের সকল স্থান দখল করে নিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! বেহেশতের সব জায়গাই তো লোকেরা দখল করে নিয়েছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি যে এক সময় দুনিয়াতে অবস্থান করেছিলে, তখনকার কথা মনে আছে কি? সে বলবে, হাঁ মনে আছে। তাকে বলা হবে, তুমি আকাংখা কর। তখন সে তার আকাংখা ব্যক্ত করবে। বলা হবে, তুমি যা কিছু আকাংখা করেছ তা মনজুর করা হল, তাছাড়া দুনিয়ার দশ গুণ দান করা হল। তখন সে বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি রাজাধিরাজ হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? ইবনে মাসউদ (রা) বলেন; আমি দেখলাম, এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসছেন, এমনকি তাঁর দন্তরাজি প্রকাশ পেল (২৫৩৩)।

٢٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَاَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا اُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثًا وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ثُمَّ

ضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ اَيِّ شَيْئٍ ضَحِكْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْئٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اَحَدٌ غَيْرِيْ .

২২৫। আলী ইবনে রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার আরোহণের জন্য একটি জন্তুযান আনা হল। তিনি রেকাবে পা রেখে বলেন, বিসমিল্লাহ। তিনি তার পিঠে আরোহণ করে স্থির হয়ে বসে বলেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ। তারপর বলেন, 'সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্‌রিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবূন (পবিত্রতা ঐ সত্তার, যিনি একে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, নচেত একে অনুগত করা ছিল আমাদের সাধ্যের অতীত। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই ফিরে যাব)। এরপর তিনি 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' তিনবার ও 'আল্লাহু আকবার' তিনবার বলেন। তারপর বলেন ঃ "সুব্‌হানাকা ইন্নী যলাম্‌তু নাফ্‌সী ফাগফির লী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা" (তুমিই যাবতীয় ত্রুটি থেকে পাক ও পবিত্র। আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা কর প্রভু! তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই)। এরপর আলী (রা) হাসলেন। ইবনে রবীআ বলেন, আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন, হে আমীরুল মুমিনীন? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি, যেরূপ আমি করলাম (যেরূপ আমি দোয়া পড়লাম)। তারপর তিনিও হেসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, (দোয়ার পর) আপনার হাসার কারণ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেছিলেন ঃ বান্দা যখন বলে, হে আমার রব! আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তার এ বিশ্বাসও সুদৃঢ় থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে সে সাধ্য কারো নেই। তখন আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ سَعْدٌ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَالَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسٌ وَكَانَ سَعْدٌ رَامِيًا وَكَانَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا بِالتُّرْسِ يُغَطِّيْ جَبْهَتَهُ فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْمٍ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطِئْ هٰذِهِ مِنْهُ يَعْنِيْ جَبْهَتَهُ وَانْقَلَبَ وَشَالَ بِرِجْلِهِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ ضَحِكَ قَالَ مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ .

২২৬। আমর ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ (রা) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখলাম, এমনকি তাঁর সামনের পাটির দন্তরাজি প্রকাশ পেল। আমের (র) বলেন, আমি বললাম, তিনি কেন হেসেছিলেন? তিনি বলেন, (যুদ্ধ চলাকালে) এক কাফেরের হাতে একটি ঢাল ছিল। আর সাদ (রা) ছিলেন নিপুণ তীরন্দাজ। কিন্তু ঐ কাফের তার ঢালটি ক্ষিপ্রতার সাথে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তার কপাল ও মাথা রক্ষা করছিল। সাদ (রা) একটা তীর বের করে তা ধনুকে জুড়ে নিয়ে চুপিসারে অপেক্ষায় থাকলেন। সে যেইমাত্র মাথা উঁচু করে, অমনি সাদ (রা) তীর নিক্ষেপ করেন। তা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে তার কপালে বিদ্ধ হলে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, আর তার পদদ্বয় উপরে উঠে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন, এমনকি তাঁর সামনের পাটির দাঁত পরিদৃষ্ট হয়। রাবী বলেন, আমি বললাম, তিনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বলেন, লোকটির সাথে সাদের এ কাজের দরুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসিকতা।

٢٢٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَنْبَانَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْاُذُنَيْنِ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ يَعْنِىْ يُمَازِحُهُ .

২২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো কখনো) তাকে বলতেন ঃ হে দুই কানবিশিষ্ট লোক। মাহমূদ বলেন, আবু উসামা বলেছেন, তিনি কৌতুক করে তা বলতেন (১৯৪১)।

٢٢٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى يَقُوْلَ لِاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

২২৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (ছোটদের) সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইটিকে কৌতুক করে বলতেন ঃ হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর (ছোট পোষা পাখিটি) (১৯৩৯)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কৌতুক করতেন। এখানে তিনি এক ছোট বালককে ডাকনামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে আবু উমাইর! এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ছোট বালক-বালিকাদের পাখী ধরে খেলার জন্য দেয়াতে কোন দোষ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ হে আবু উমাইর, কি হল তোমার নুগাইরের। বালকটির একটি বুলবুলি পাখী ছিল। সে তাকে নিয়ে খেলাধূলা করত। পাখীটি মরে

গেলে সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তাকে কৌতুক করে বলেন ঃ হে আবু উমাইর, কি করেছে নুগাইর?

٢٢٩- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ اِنِّيْ لاَ اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا تُدَاعِبُنَا يَعْنِيْ تُمَازِحُنَا .

২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন। তিনি বলেন ঃ আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি (এমনকি কৌতুকেও) (১৯৪০)।

٢٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلاَّ النُّوْقُ .

২৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরোহণযোগ্য একটি সওয়ারীর প্রার্থনা করে। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আরোহণ করাব। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উষ্ট্রী ছাড়া অন্য কিছু কি উট প্রসব করে (১৯৪২)?

٢٣١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। আবু সুফিয়ান (রা) ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবৃত্তি করছিলেন ঃ "আমি সত্য নবী, এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই; আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)"।

٢٣٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْبَاَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِه + اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِه .

ضَرْبًا يُّزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِه + وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِه .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَقُوْلُ شِعْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِىَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ

২৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) তাঁর সম্মুখভাগে এই কবিতা আবৃত্তি করে হেটে যাচ্ছিলেন ঃ "হে বনী কুফ্ফার! ছেড়ে দে তাঁর চলার পথ! আজি মারব তোদের কুরআনের ভাষায় মারার মত। কল্লা উড়ে যাবে তোদের গর্দান হতে, বন্ধু হবে বন্ধু থেকে জুদা তাতে।"

উমার (রা) তাকে বলেন, হে ইবনে রাওয়াহা! মহান আল্লাহ্র হেরেমের ভেতর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উমার! ছেড়ে দাও, তাকে বলতে দাও। কেননা এ কবিতা তাদের অন্তরে শরাঘাতের চাইতেও মারাত্মক হয়ে বিদ্ধ হবে (২৭৮৪)।

٢٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَاَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ مِنْ مَائَةِ مَرَّةٍ وَكَانَ اَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُوْنَ اَشْيَاءَ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرُبَّمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ .

২৩৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শতাধিক বৈঠকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। সেসব বৈঠকে তাঁর সাথীরা কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিষয়াদি আলোচনা করতেন। তিনি চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন (২৭৮৭)।

٢٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَاَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ : اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ .

২৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরব কবিদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কথা বলেছে লাবীদ। তা হলঃ "আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহা বাতিলুন" [শুনো হে মানুষ ভাই, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল (২৭৮৬)]।

٢٤٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنْبَاَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِي الصَّلْتِ كُلَّمَا اَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ هِيْهِ حَتّٰى اَنْشَدْتُهُ مِائَةً يَعْنِيْ بَيْتًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَادَ لَيُسْلِمَ .

২৪০। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্তুযানে তাঁর সাথে তাঁর পেছনে আরোহিত ছিলাম। তখন আমি উমাইয়া ইবনে আবুস্ সালতের এক শত কবিতার পংক্তি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলাম। একটি পংক্তি আবৃত্তি করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলতেন ঃ আরো শুনাও। এভাবে আমি এক শতটি পংক্তি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনাই। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে ইসলামের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।[১৭]

٢٤١- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْقَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَا يُنَافِحُ اَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৪১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি হাস্সান ইবনে সাবিত (রা)-র জন্য মসজিদে একটি মিম্বার রেখে দিতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গৌরবসূচক কবিতা পড়তেন অথবা তিনি (আইশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে (কাফেরদের কুৎসার) প্রতিউত্তর দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ হাস্সান যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১৭. উমাইয়া ইবনে আবুস সাল্তের কবিতার মধ্যে একত্ববাদ, আখেরাত ও ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনা ছিল বেশি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেন (অনু.)।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতিউত্তর দেয়, ততক্ষণ আল্লাহ পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা তাকে সহায়তা করেন (২৭৮৩)।

ইসমাঈল ইবনে মূসা ও আলী ইবনে হুজর-ইবনে আবুয যিনাদ-তার পিতা-উওয়া-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈশ আলাপ প্রসঙ্গে।

٢٤٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ اَنْبَانَا اَبُو النَّضْرِ اَنْبَانَا اَبُوْ عَقِيْلٍ الثَّقَفِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَقِيْلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيْثًا فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِّنْهُنَّ كَاَنَّ الْحَدِيْثَ حَدِيْثُ خُرَافَةَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا خُرَافَةُ اِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلاً مِّنْ عُذْرَةَ اَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِىْ اَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيْهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَدُّوْهُ اِلَى الْاِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَاٰى فِيْهِمْ مِنَ الْاَعَاجِيْبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيْثُ خُرَافَةَ حَدِيْثُ اُمِّ زَرْعٍ .

২৪২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের একটি কাহিনী শুনান। তাদের একজন বলেন, এতো খুরাফার কাহিনীর মতই মনে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খুরাফা কে তোমরা তা জান কি? খুরাফা ছিল উযরা গোত্রের সদস্য। জাহিলী যমানায় এক রাতে জিনেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। সে বহুদিন তাদের সাথে কাটায়। অতঃপর তারা তাকে লোকালয়ে ফেরত দিয়ে যায়। সে জিনদের দেশে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী দেখেছিল সেগুলো লোকদের নিকট বর্ণনা করত।

তখন থেকে লোকেরা এই খুরাফার কাহিনী উম্মু যারআর কাহিনীর সাথে তুলনা করে।

٢٤٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ اِحْدَىْ عَشَرَةَ امْرَاَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ اَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ اَخْبَارِ اَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا فَقَالَتْ قَالَتِ الْاُوْلٰى زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلٰى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقٰى وَلاَ سَمِيْنٍ فَيُنْتَقٰى قَالَتْ الثَّانِيَةُ زَوْجِيْ لاَ اَبُثُّ خَبْرَهُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ لاَ اَذَرَهُ اِنْ اَذْكُرَهُ اَذْكُرْ عَجَرَه وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ اِنْ اَنْطِقْ اُطَلَّقَ وَاِنْ اَسْكُتْ اُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِيْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرٌّ وَلاَ قَرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَاِنْ خَرَجَ اَسِدَ وَلاَ يَسْاَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ اَكَلَ لَفَّ وَاِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَاِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلاَ يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِيْ عَيَايَاءُ اَوْ غَيَابَاءُ طَبَقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِيْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِيْ مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ لَهُ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمُبَارِكِ قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ وَاِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ اَيْقَنَّ اَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشَرَ

زَوْجِىْ اَبُوْ زَرْعٍ فَمَا اَبُوْ زَرْعٍ اَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ اُذُنَىَّ وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ وَبَجَّحَنِىْ فَبَجَحَتْ اِلَىَّ نَفْسِىْ وَجَدَنِىْ فِىْ اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلَنِىْ فِىْ اَهْلِ صَهِيْلٍ اَطِيْطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ اُقَبَّحُ وَاَرْقُدُ فَاَتَصَبَّحُ وَاَشْرَبُ فَاَتَقَمَّحُ اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رِدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا ابْنُ اَبِىْ زَرْعٍ مَضْجَعَهُ كَمَسَّلِ شَطْبَةٍ وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا وَّلاَ تُنَقِّثُ مِيْرَاتَنَا تَنقِيْثًا وَلاَ تَمْلَاُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا قَالَتْ خَرَجَ اَبُوْ زَرْعٍ وَالْاَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَاَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِىْ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاَخَذَ خَطِيًّا وَاَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَاَعْطَانِىْ مِنْ كُلِّ رَاحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِىْ اُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِىْ اَهْلَكِ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ اَصْغَرَ اٰنِيَةِ اَبِىْ زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِىْ زَرْعٍ لِاُمِّ زَرْعٍ .

২৪৩। আইশা (রা) বলেন, এগারজন মহিলা (এক জায়গায়) বসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন খবরই গোপন করবে না। প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী শীর্ণকায়, দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা এক পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহণ করা সহজ নয় এবং গোশতের মধ্যে তেমন চর্বিও নেই,

যার কারণে কেউ সেখানে উঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে পারে। দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারব না। আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে আমি তার সকল দুর্বলতা এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করব। তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী দীর্ঘদেহী। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে তা জানতে পারে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সে আমাকে তালাকও দিবে না এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তিহামার রাতের মত মধ্যম, যা না গরম না ঠাণ্ডা (নাতিশীতোষ্ণ)। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী (ঘরে) প্রবেশ করে তখন চিতাবাঘের ন্যায় এবং যখন বাইরে বেরোয় তখন সিংহের ন্যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না। ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী আহার করলে সবই সাবাড় করে দেয় এবং পান করলে কিছুই বাকি রাখে না। সে যখন নিদ্রা যায় (আমাকে দূরে রেখে) একই লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে; এমনকি হাত বের করেও দেখে না যে, আমি কি হালে আছি (অর্থাৎ সুখ-দুঃখের খবরও নেয় না)। সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী পথভ্রষ্ট, দুর্বলচিত্ত এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি হতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে আঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় (খুবই দুর্বল ও হালকা এবং মহিলাদের জন্য অনভিপ্রেত) এবং তার (দেহের) গন্ধ হচ্ছে যারনাবের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ন্যায়। নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উঁচু অট্টালিকার ন্যায় (উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন) এবং তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (দানশীল ও সাহসী)। তার ছাই-ভস্মের পরিমাণ প্রচুর এবং তার বাড়ী হচ্ছে জনগণের কাছে, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম মালেক, আর আমি মালেকের কি প্রশংসা করব? সে হচ্ছে এর চাইতেও

অনেক বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব (আমার মনে তার সম্পর্কে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সে তার অনেক উর্ধে)। তার অধিকাংশ উটই ঘরে রাখা হয় (মেহমানদের জন্য জবেহ্ করার জন্য) এবং মাত্র কতিপয় উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশি (বা তাম্বুরার) আওয়াজ শোনে তখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে অতিথিদের জন্য জবেহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। একাদশ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে আবু যারআ, তার কথা কি আর বলব? সে আমাকে এত বেশী অলঙ্কার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে (আমি মুটিয়ে গেছি)। সে আমাকে এত সুখে রেখেছিল এবং আমি এত আনন্দিত ছিলাম যে, এজন্য আমি নিজেকে গর্বিত মনে করতাম। সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে আনে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল (খুব গরীব ছিল)। অতঃপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে যেখানে অশ্বের হ্রেস্বাধ্বনি, উষ্ট্রের হাওদার খটখটানী এবং শস্য মাড়াইয়ের খস্খসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলতাম, সে আমাকে ভর্ৎসনা বা বিদ্রূপ করত না। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে দেরী করে ঘুম থেকে জাগতাম, যখন আমি (পান করতাম) খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যারআর মা, তার কথা কি বলব! তার থলে ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল খুবই প্রশস্ত। আবু যারআর পুত্রের ব্যাপারে কি আর বলব! সেও খুব ভালো ছেলে। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষমুক্ত তরবারি (ছিমছাম দেহবিশিষ্ট)। আর তার খাদ্য মাত্র (চার মাস বয়স্ক) ছাগলের একখানা পা (অর্থাৎ স্বল্পভোজী)। আর আবু যারআর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে স্বীয় পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে খুবই সুঠামদেহের অধিকারিণী, যা তার সতীনদের জন্য সর্বদা ঈর্ষার উদ্রেক করে। আবু যারআর ক্রীতদাসী, তার গুণের কথাই বা কত বলব! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করে না, বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না, আমাদের ঘরকে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখে না। একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল। আবু যারআ (যখন দুধ দোহন করা হচ্ছিল) এমন সময়

বাইরে বের হয় এবং সে এক রমণীকে দেখতে পায়, যার সাথে দু'টি পুত্র সন্তান ছিল। তারা তার মায়ের স্তন নিয়ে চিতাবাঘের ন্যায় খেলা করছিল (দুধপান করছিল এবং খেলছিল)। এ মহিলাকে দেখে (তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) সে আমাকে তালাক দেয় এবং তাকে বিবাহ করে। অতঃপর আমি আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করি, যে দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মু যারআ! তুমি (এগুলো থেকে) খাও এবং নিজ আত্মীয়- স্বজনদেরও নিজ খুশীমত উপহার দাও। মহিলা আরও বলে, কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যারআর সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারে না। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ "আবু যারআ তার স্ত্রী উম্মু যারআর প্রতি যেরূপ আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ"।[১৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানো সম্পর্কে।

٢٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

২৪৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে বলতেন ঃ "প্রভু! যেদিন তুমি তোমার

১৮. শুধু পার্থক্য এটুকু যে, সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দেইনি, বরং আজীবন সদ্ব্যবহার করে আসছি। স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারই এ হাদীস উদ্ধৃতির কারণ (সম্পা.)।

বান্দাদের পুনর্জীবিত করবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-আবদুর রহমান-ইসরাঈল-আবু ইসহাক-আবু উবাইদা- আবদুল্লাহ (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে (ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা-এর স্থলে) "ইয়াওমা তাজমাউ ইবাদাকা" (যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের সমবেত করবে) আছে।

٢٤٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

২৪৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন : "হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মরি (ঘুমাই) এবং জীবিত হই (জেগে উঠি)"। তিনি ঘুম থেকে জেগে বলতেন : "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের (নিদ্রিত করার) পর পুনরায় জীবিত (জাগ্রত) করেছেন। তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

٢٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَقِيْلٍ اُرَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثَ فِيْهِمَا وَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَءُ بِهِمَا رَاْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

২৪৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তার উভয় হাত একত্র করে তার উপর ফুঁ দিতেন 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরব্বিন নাস' সূরাত্রয় পড়ে, অতঃপর শরীরের যতদূর পর্যন্ত হাত বুলান সম্ভব ততদূর হাত বুলাতেন। তিনি তিনবার এরূপ করতেন। তিনি মাথা থেকে আরম্ভ করতেন, তারপর মুখমণ্ডল, দেহের সম্মুখভাগ এবং শেষে শরীরের বাকী অংশে হাত বুলাতেন।

٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ وَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

২৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালেন, এমনকি তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। আর তিনি ঘুমালেই নাক ডাকতেন। বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের জামায়াত প্রস্তুত বলে অবগত করলেন। তিনি উঠে গিয়ে নামায পড়লেন, কিন্তু পুনারায় উযূ করেননি। এ হাদীসে আরো ঘটনা আছে।[১৯]

٢٤٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِىَ لَهُ وَلَا مُؤْوِىَ :

১৯. এ হাদীসের অবশিষ্ট বিস্তৃত বর্ণনা পরবর্তী অনুচ্ছেদের ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আসছে। ঘুমের দ্বারা উযূ না ছুটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি ঘুম গেলে আমার চক্ষু ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রতই থাকে। কাজেই ঘুমের দ্বারা তাঁর উযূ ভংগ হত না (অনু.)।

২৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যায় যেতেন, তখন বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্আমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম মিম্মান্ লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মুবিয়া" (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের খাদ্য দান করেছেন, পানীয় পান করিয়েছেন, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করেছেন এবং আমাদের শোয়ার জন্য আশ্রয়স্থল দান করেছেন। এমন বহু লোক রয়েছে, যাদের এতটুকু প্রয়োজন মেটাবার ও আশ্রয় গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেই"।

٢٤٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَاِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَاْسَهُ عَلٰى كَفِّهِ .

২৪৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা (সফরে থাকাকালীন) শেষ রাতের দিকে আরাম করতে চাইলে শয্যা রচনা করে ডান কাতে শুয়ে ঘুমাতেন। আর তিনি সুবহে সাদেকের নিকটবর্তী সময়ে আরাম করতে চাইলে তাঁর কনুইয়ের উপর হাত খাড়া করে দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত-বন্দেগী।

٢٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ اَتَتَكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

২৫০। মুগীরা ইবেন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল) নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন এই যে এত কষ্ট স্বীকার করেন, অথচ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

٢٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ تَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

২৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল) নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হল, আপনি এটা করছেন? অথচ আপনাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

٢٥٢- حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ يَحْيَ بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ يُصَلِّيْ حَتّٰى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে,

তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে বলা হত, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এরূপ (কষ্ট) করছেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন! তিনি বলতেন ঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

٢٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ اَوْتَرَ ثُمَّ اَتٰى فِرَاشَهُ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اَلَمَّ بِاَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَثَبَ فَاِنْ كَانَ جُنُبًا اَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَاِلاَّ تَوَضَّاَ وَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

২৫৩। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন, তারপর উঠে (তাহাজ্জুদ) নামাযে দাঁড়াতেন। রাত শেষ হয়ে আসলে তিনি বিত্‌র নামায পড়ে শয্যা গ্রহণ করতেন এবং আগ্রহ হলে স্ত্রীর নিকট এসে প্রয়োজন মেটাতেন। অতঃপর আযান শোনামাত্র তিনি উঠে পড়তেন এবং নাপাক অবস্থায় থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় উযূ করে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

٢٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِيْمِ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِيْ ثُمَّ اَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنٰى فَفَتَلَهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَعْنٌ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اِضْطَجَعَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

২৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, তিনি একদা তাঁর খালা মাইমূনা (রা)-এর নিকট রাত কাটান। তিনি আরো বলেন, আমি বালিশের প্রস্থের দিকে মাথা দিয়ে শুইলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দৈর্ঘ্যের দিকে শুইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে রইলেন, অবশেষে অর্ধ রাত অথবা তার কিছু পূর্বে বা পরে জাগ্রত হলেন। তিনি তাঁর চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন, তারপর টাংগানো একটি পানির মশকের দিকে উঠে গেলেন এবং তা থেকে পানি নিয়ে উত্তমরূপে উযূ করেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমিও (উযূ করে) তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখেন, অতঃপর আমার ডান কান ধরে তা মলেন। তারপর তিনি দুই রাকআত নামায পড়েন, তারপর দুই রাকআত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাকআত, তারপর দুই রাকআত, তারপর দুই

রাকআত। মাআন (র) বলেন, ছয় বার। তারপর তিনি বিত্র নামায পড়ে শয্যাগত হন। অতঃপর তাঁর নিকট মুআয্যিন আসেন। তিনি উঠে হালকাভাবে সংক্ষেপে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়েন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে ফজরের নামায পড়েন।[১৯]

٢٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً .

২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা (বিত্রসহ) তের রাক্আত নামায পড়তেন।[২০]

٢٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّوْمُ اَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً .

২৫৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের কারণে বা ঘুমের আধিক্যের কারণে রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে অপারগ হলে, দিনের বেলা বার রাক্আত নামায পড়ে নিতেন।[২১]

---

১৯. ইমাম আবু হানীফা এবং হানাফী মাযহাব মতে তাহাজ্জুদ নামায ১২ রাক্আত (সম্পা.)

২০. হানাফী মাযহাবমতে, বিত্র নামায তিন রাক্আত এবং কোন কোন মাযহাব মতে এক রাকআত (সম্পা.)

২১. এ হাদীস থেকেও তাহাজ্জুদ নামায ১২ রাক্আত প্রমাণিত হয়। উপরন্তু এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, কোন কারণে রাতের নফল ইবাদত করতে না পারলে তৎপরিমাণ ইবাদত দিনের বেলা করা যেতে পারে (সম্পা.)।

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلٰوتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

২৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য উঠলে সে যেন (আগে) সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।

٢٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ لاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشَرَ رَكْعَةً .

২৫৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সংকল্প করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায গভীর মনোযোগ সহকারে দেখব। আমি তাই তাঁর ঘরের বা তাঁবুর চৌকাঠের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়লেন, তারপর অতি দীর্ঘ দুই রাকাত নামায পড়লেন। তারপর ঐ দুই রাকআতের

চাইতে কিছু কম দীর্ঘ দুই রাকআত নামায পড়লেন, তারপর আরো দুই রাকআত পড়লেন, ঐ দুই রাকআতের চাইতে কিছু কম দীর্ঘ, তারপর আরো দুই রাকআত পড়লেন তার চাইতেও কম দীর্ঘ। সবশেষে তিনি বিত্‌র পড়লেন। সর্বমোট তের রাকআত নামায হল।

٢٥٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَزِيْدَ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا لاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا لاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ .

২৫৭। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাহাজ্জুদের) নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ও অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকআতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তুমি আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি আরো চার রাকআত পড়তেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কেও আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। অবশেষে তিনি তিন রাকআত বিত্‌র নামায পড়তেন। আইশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বিতর পড়ার পূর্বে কি ঘুমান? তিনি বলেন : হে আইশা! আমার দুই চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না (৪১৪)।

٢٦٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

২৬০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা এগার রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে এক রাকআত পড়তেন বিতর। নামাযশেষে অবসর হয়ে তিনি ডান কাতে শুয়ে পড়তেন (৪১৫)।

ইবনে আবু উমার-মান-মালেক-ইবনে শিহাব (র) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবা-মালেক-ইবনে শিহাব (র) সূত্রেও একইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦١-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

২৬১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো) রাতের বেলা নয় রাকআত নামায পড়তেন (৪১৭)।

মাহমূদ ইবনে গাইলান-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম-সুফিয়ান সাওরী-আমাশ (র) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ قَالَ ثُمَّ قَرَاءَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّنْ رُكُوْعِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنَ السُّجُوْدِ وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ حَتّٰى قَرَاءَ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَالْاَنْعَامَ شُعْبَةُ الَّذِىْ شَكٌّ فِى الْمَائِدَةِ وَالْاَنْعَامِ .

২৬২। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লেন। রাবী বলেন, তিনি নামাযে দাখিল হওয়ার পর বলেন ঃ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, শাহানশাহ-রাজাধিরাজ, প্রতিপালক, শ্রেষ্ঠ ও মহত্বের অধিকারী", তারপর (সূরা আল-ফাতিহা পাঠান্তে) সূরা আল-বাকারা পড়েন, অতঃপর রুকূ করেন। তাঁর রুকূ ছিল কিয়ামের (দাঁড়ানোর) সমান দীর্ঘ। রুকূর অবস্থায় তিনি বলেন ঃ "সুব্হানা রব্বিয়াল আযীম, সুব্হানা রব্বিয়াল আযীম (আমার মহান রব অতীব পবিত্র, আমার মহান রব অতীব পবিত্র), অতঃপর রুকূ থেকে মাথা তুলে দাঁড়ান। তাঁর দাঁড়ানোর পরিমাণও ছিল তাঁর রুকূর মতই দীর্ঘ। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ "লিরব্বিয়াল হামদ, লিরব্বিয়াল হামদ" (আমার প্রভুর জনই সকল প্রশংসা, আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা)। এরপর তিনি সিজদা করলেন এবং তাঁর সিজদাও ছিল তাঁর দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ। সিজদায় তিনি বলছিলেন ঃ

"সুবহানা রব্বিয়াল আলা, সুবহানা রব্বিয়াল আলা (আমার মহান প্রভু অতীব পবিত্র, আমার মহান প্রভু অতীব পবিত্র)। তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলে বসলেন। তাঁর দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকও ছিল সিজদার সমান দীর্ঘ। এ অবস্থায় তিনি বলছিলেন, "রব্বিগফির লী, রব্বিগফির লী" (প্রভু আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন)। তিনি এ নামাযে একাদিক্রমে সূরা আল-বাকারা, সূরা আল ইমরান, সূরা আন-নিসা, সূরা আল-মাইদা ও সূরা আল-আনআম পড়লেন।[২২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল-মাইদা পড়েছেন, না আনআম পড়েছেন এ সম্পর্কে শো'বার সন্দেহ আছে।

আবু ঈসা বলেন, আবু হামযার নাম তালহা ইবনে যায়েদ। আর আবু হামযা আদ-দাবাঈর নাম নাসর ইবনে ইমরান।

٢٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاٰيَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ لَيْلَةً.

২৬৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের একটিমাত্র আয়াত পাঠ করেই গোটা রাত কাটিয়ে দিলেন (৪.২৩)।[২৩]

---

২২. সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকআতে চারটি সূরা পড়েছিলেন। আবু দাউদের রিওয়ায়াত থেকে তাই জানা যায়। তবে একই রাকআতে একাধিক সূরাও তিনি পড়তেন (অনু.)।

২৩. আয়াতটি ছিল : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ "(হে আল্লাহ!) তুমি যদি তাদের শাস্তি দিতে ইচ্ছা কর, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ" (সূরা আল-মাইদা : ১১৮)।

٢٦٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سُوْءٍ قِيْلَ لَهُ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَقْعُدَ وَاَدَعَ النَّبِيَّ ﷺ

২৬৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকলেন যে, (ক্লান্ত হয়ে) আমার মনে একটা অশুভ ধারণার উদ্ভব হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার অন্তরে কিরূপ ধারণা এসেছিল? তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা নামাযে রেখে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী-জারীর-আমাশ (র) সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَاُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلٰثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

২৬৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো কখনো) বসে নামায পড়তেন এবং কিরাআতও বসা অবস্থায় পড়তেন। তিনি তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট কিরাআত পড়তেন। তিনি কিরাআতশেষে রুকূ ও সিজদা করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।

٢٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا فَاِذَا قَرَاَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَاَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ .

২৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, তিনি (কখনো) দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, আবার (কখনো) দীর্ঘ রাত ধরে বসে বসে নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়লে দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই রূকু-সিজদায় যেতেন এবং বসে কিরাআত পড়লে বসা অবস্থায়ই রূকু-সিজদা করতেন।

٢٦٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَاُ بِالسُّوْرَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتّٰى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَلَ مِنْهَا .

২৬৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো) বসে বসে নফল নামায পড়তেন। তাতে তিনি যে সূরা পড়তেন তা এত ধীরস্থিরতার সাথে পড়তেন যে, ছোট সূরাও দীর্ঘতর সূরার চাইতেও দীর্ঘ হয়ে যেত।

٢٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

২৬৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের নিকটবর্তী কালে অধিকাংশ সময়ে (নফল) নামায বসেই পড়তেন।

٢٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ بَيْتِهِ .

২৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের আগে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত তাঁর ঘরে এবং ইশার পরে দুই রাকআত (সুন্নাত নামায) তাঁর ঘরে পড়েছি।[২৩]

---

২৩. এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ার অর্থ জামাআতে পড়া নয়, বরং তাঁর দেখাদেখি পড়া। কারণ এখানে বর্ণিত নামাযগুলো সুন্নাত। আর এ সুন্নাত নামায জামাআতে পড়ার বিধান নেই। এ হাদীসে সুন্নাত নামাযের যে পরিমাণ দোয়া হয়েছে, হানাফী মাযহাবে তাই গ্রহণ করা হয়েছে, একমাত্র যোহরের নামায ছাড়া। অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা থেকে যোহরের ফরযের আগে চার রাকআত সুন্নাতেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সুন্নাত নামাযসমূহ ঘরে পড়তেন (অনু.)।

٢٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ :

২৭০। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সুন্নাত) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি যোহরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পর দুই রাকআত, ইশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তেন (৪১১)।

٢٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُوْلُ سَئَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ قَالَ فَقَالَ اِنَّكُمْ لاَ تُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ قُلْنَا مَنْ اَطَاقَ مِنَّا ذٰلِكَ صَلّٰى فَقَالَ كَانَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَيُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ .

২৭১। আসেম ইবনে দমরা (র) বলেন, আমরা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিবাভাগের (নফল) নামায

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তা তোমাদের সেই ক্ষমতা নেই। আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে যার সাধ্যে কুলায় সে পড়বে। আলী (রা) বলেন, আসরের সময় সূর্য যত উপরে থাকে, সকালের দিকে যখন সূর্য ততটা উপরে উঠত, তখন তিনি দুই রাকআত (ইশরাকের) নামায পড়তেন। পশ্চিম দিকে সূর্য যতদূর উপরে থাকলে যোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে, পূর্বদিকে সূর্য তত উপরে উঠলে তিনি চার রাকআত (সালাতুদ দোহা বা চাশত) নামায পড়তেন। এছাড়া তিনি যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত পড়তেন। আসরের পূর্বেও তিনি দুই সালামে চার রাকআত পড়তেন এবং তার মাঝখানে তিনি নৈকটপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আম্বিয়া (আ) এবং তাদের অনুগত মুমিন-মুসলমানের জন্য শান্তি কামনা করতেন (আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন)।

٢٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُنَادِيْ الْمُنَادِيْ قَالَ اَيُّوْبُ اُرَاهُ قَالَ خَفِيْفَتَيْنِ .

২৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার বোন) হাফসা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, ফজরের ওয়াক্ত হলে এবং মুআযযিন আযান দিলে পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্তাকারে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

٢٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ وَلَمْ اَكُنْ اَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

২৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে আট রাকআত (সুন্নাত) নামায মুখস্ত করেছি। যোহরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরযের) পর দুই রাকআত এবং এশার (ফরযের) পর দুই রাকআত। ইবনে উমার (রা) বলেন, হাফসা (রা) আমাকে ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআতের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ দুই রাকআত পড়তে দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাশতের নামায।

٢٧٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى قَالَتْ نَعَمْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২৭৪। মুআযা (র) বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সালাতুদ দুহা (চাশ্তের নামায) পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ, চার রাকআত। আর পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্র মর্জি হলে তিনি আরো বেশি পড়তেন।

٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ حَكِيْمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الرَّبِيْعِ الزِّيَادِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ

الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الضُّحٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ .

২৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্তের নামায ছয় রাকআত পড়তেন।

٢٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنِىْ اَحَدٌ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اِلاَّ اُمُّ هَانِئٍ فَاِنَّهَا حَدَّثَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مَا رَاَيْتَهُ صَلّٰى صَلٰوةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ .

২৭৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন বলে আমাকে উম্মু হানী (রা) ছাড়া আর কেউ অবহিত করেননি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তার ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর গোসল করে তিনি আট রাক্আত নামায পড়েন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত সংক্ষেপে আর কখনো অন্য কোন নামায পড়তে দেখিনি। অবশ্য তিনি রুকূ ও সিজদা পূর্ণভাবেই করেন।

٢٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَّجِئَ مِنْ مَغِيْبِهِ .

২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশ্তের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না; তবে সফর থেকে ফিরে এলে পড়তেন।

٢٧٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُصَلِّيْهَا .

২৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিয়মিত চাশ্তের নামায পড়তেন এবং আমরা বলতাম, তিনি বুঝি এ নামায আর ছাড়বেন না। আবার কখনো তিনি চাশ্তের নামায এমনভাবে ছেড়ে দিতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর এ নামায পড়বেন না।

٢٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ هُشَيْمٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ ابْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَرْثَعٍ الضَّبِّيِّ اَوْ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْمِنُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدْمِنُ هٰذِهِ الْاَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ اِنَّ اَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ تُرْتَجُ حَتّٰى تُصَلَّى الظُّهْرُ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِىْ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ قُلْتُ اَفِىْ كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ فَاصِلٌ قَالَ لاَ .

২৭৯। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমে ঢলার পূর্বে সর্বদা চার রাক্আত নামায পড়তেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পূর্বে আপনি এই চার রাকআত নামায নিয়মিত পড়ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার সময় হলে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ করা হয় না। ঐ সময় আমার কিছু নেক আমল আকাশে পৌছুক, এটাই আমি পছন্দ করি। আমি বললাম, ঐ নামাযের প্রতি রাকআতে কি কিরাআত পড়তে হয়? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, দুই রাক্আত পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বলেন ঃ না।

আহ্মাদ ইবনে মানী-আবু মুআবিয়া-উবাইদা-ইবরাহীম-সাহ্ম ইবনে মিনজাব-কাযাআ-আল-কারসা-আবু আইউব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى الْوَضَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

২৮০। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে চার রাক্আত নামায পড়তেন এবং বলতেনঃ এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এ সময় আমার কিছু সৎকাজ আসমানে উঠুক, আমি তাই পছন্দ করি।

٢٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ مِسْعَرِ ابْنِ كِدَامٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيْهَا .

২৮১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যোহরের আগে চার রাক্আত নামায পড়তেন এবং বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার সময় চার রাক্আত নামায পড়তেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে নফল নামায পড়া সম্পর্কে।

٢٨٢- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَئَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ بَيْتِيْ وَالصَّلٰوةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ قَدْ تَرٰى مَا اَقْرَبَ بَيْتِيْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَاَنْ اُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً .

২৮২। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, (নফল) নামায আমার ঘরে পড়া ভালো, না মসজিদে পড়া ভালো? তিনি বলেন ঃ তুমি তো দেখছ, আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে। তথাপি ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায আমি আমার ঘরে পড়তেই ভালোবাসি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা।

٢٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ رَمَضَانَ .

২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো অবিরাম রোযা রাখতেন। আমরা বলতাম, তিনি বুঝি পুরো মাসই রোযা রাখবেন। তিনি আবার কখনো একটানা রোযা বর্জন করতেন। আমরা বলতাম, এ মাসে হয়ত তিনি রোযা রাখবেন না। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর থেকে রমযানের রোযা ছাড়া কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

٢٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَصُوْمُ عَنِ الشَّهْرِ حَتّٰى نَرٰى اَنْ لاَ يُرِيْدُ اَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتّٰى نَرٰى اَنْ لاَ يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ اَنْ رَاَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ نَائِمًا .

২৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কোন মাসে তিনি ক্রমাগত রোযা রেখে যেতেন। মনে হত তিনি বুঝি এ মাসে আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কোন মাসে তিনি একাধারে রোযা ছাড়তেন। মনে হত তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। তুমি যদি তাঁকে রাতভর নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতে, তবে সেই অবস্থায়ই

তাঁকে দেখতে পেতে। আর যদি তুমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতে তবে তাঁকে সেই অবস্থায়ই দেখতে পেতে (৭১৭)।

٢٨٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ ابْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يُّفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَّصُوْمَ وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ الاَّ رَمَضَانَ .

২৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তাঁর বুঝি (এ মাসে) রোযা ভাংগার ইচ্ছা নেই। আবার তিনি একাধারে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তাঁর বুঝি (এ মাসে) রোযা রাখার ইচ্ছা নেই। তিনি (হিজরত করে) মদীনায় আসার পর থেকে রমযান মাসের রোযা ছাড়া কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ الاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

২৮৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাবান ও রমযান মাস ছাড়া একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে দেখিনি (৬৮৪)।

আবু ঈসা বলেন, উক্ত হাদীসের সনদসূত্র সহীহ। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আবু সালমা-উম্মু সালামা (রা) সূত্রেও। একাধিক রাবী এ হাদীস

আবু সালামা-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। হয়ত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) উক্ত হাদীস আইশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) উভয়ের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِيْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ .

২৮৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাবান মাসের মত আর কোন মাসে এতো বেশি রোযা রাখতে দেখেনি। মাত্র কয়েক দিন ছাড়া গোটা শাবান মাসই তিনি রোযা রাখতেন। বলতে কি তিনি পুরো মাসই রোযা রাখতেন (৬৮৫)।

٢٨٨- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

২৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুমুআর দিনের রোযা খুব কমই ভাংতেন (৬৯০)।

٢٨٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ

ﷺ يَصُوْمُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ اَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ كَانَ لاَ يُبَالِيْ مِنْ اَيِّهِ صَامَ .

২৮৯। মুআযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিনি দিন রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, কোন্ কোন্ তারিখে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, তিনি যে কোন দিন এই রোযা রাখতেন, এ ব্যাপারে তিনি কোনরূপ ইতস্তত করতেন না (৭১১)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইয়াযীদ আর-রিশক হলেন ইয়াযীদ আদ-দুবাঈ এবং ইনিই হলেন ইয়াযীদ ইবনুল কাসিম। ইনি ছিলেন বণ্টনকারী। বসরাবাসীদের আঞ্চলিক ভাষায় রিশক অর্থ বণ্টনকারী। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম প্রমুখ ইমামগণ।

٢٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرّٰى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

২৯০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন (৬৯৩)।

٢٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ فِيْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِيْ شَعْبَانَ .

২৯১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের চাইতে অধিক রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না।

٢٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ تُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ .

২৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ্র নিকট বান্দার) আমলসমূহ পেশ করা হয়। রোযা অবস্থায় আমার আমলসমূহ পেশ করা হোক এটাই আমার পছন্দনীয় (৬৯৫)।

٢٩٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخَرِ الثُّلاَثَاءَ وَالْاَرْبِعَاءَ الْخَمِيْسَ .

২৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন এবং অপর মাসে মংগল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন (৬৯৪)।

٢٩٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيْضَةُ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

২৯৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যমানায় কুরাইশরা আশূরার দিন রোযা রাখত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই দিন রোযা রাখতেন। তিনি (হিজরত করে) মদীনায় আসার পরও এই দিন রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর রমযানের রোযাই ফরয হিসেবে রয়ে গেল এবং আশূরার রোযা পরিত্যক্ত হল। ফলে যার ইচ্ছা সে এই দিন রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা রোযা রাখত না (৭০১)।

٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخُصُّ مِنَ الْاَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْقُ .

২৯৫। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনও ইবাদতের জন্য বিশেষ কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি বলেন, না। তাঁর আমল ছিল স্থায়ী বা নিরবচ্ছিন্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত আমল করার সামর্থ্য তোমাদের কার আছে?

٢٩٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ

امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلاَنَةٌ لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوا وَكَانَ اَحَبُّ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

২৯৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট এক মহিলা উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন ঃ এ মহিলা কে? আমি বললাম, অমুক মহিলা। সে রাতে ঘুমায় না (ইবাদতে কাটায়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নফল ইবাদত করা কর্তব্য। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ প্রতিদান দিতে বিরক্ত হবেন না, কিন্তু তোমরা (ইবাদত করতে করতে) বিরক্ত হয়ে পড়বে। কোন ব্যক্তি নিয়মিত করতে পারে এরূপ আমলই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল।

٢٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرِّفَاعِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتَا مَا دِيْمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ .

২৯৭। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (র) ও উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় আমল ছিল কোনটি? তারা উভয়ে বলেন, পরিমাণে কম হলেও যে আমল নিয়মিত করা যায়, সেটাই তাঁর নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ

حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ مَعَهُ فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ فَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ فَسَالَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ وَيَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوْعِهِ وَيَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ قَرَأَ اٰلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُوْرَةً سُوْرَةً يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ .

২৯৮। আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি মিসৃওয়াক করলেন, তারপর উযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা (আল-ফাতিহার পর) সূরা আল-বাকারা পড়তে শুরু করলেন। তিনি রহমতের আয়াত পড়ে থেমে গিয়ে রহমত কামনা করেন এবং আযাবের আয়াত পড়ে থেমে গিয়ে (আল্লাহর কাছে আযাব থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তারপর তিনি রুকূ করেন এবং রুকূতে কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় অবস্থান করেন। তিনি রুকূতে বলেনঃ "সুবহানা যিল-জাবারূত ওয়াল-মালাকূত ওয়াল-কিবরিয়ায়ে ওয়াল-আযমাত" (প্রতিপত্তি ও সার্বভৌমত্বের মালিক এবং মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মহাপবিত্র)। তারপর তিনি রুকূর সমান (সময়) সিজদা করলেন এবং তাঁর সিজদায় বলেনঃ "সুবহানা যিল-জাবারূত ওয়াল-মালাকূত ওয়াল-কিবরিয়ায়ে ওয়াল-আযমাত"। তারপর (দ্বিতীয় রাকআতে) তিনি সূরা আল ইমরান পড়লেন, এরপর (পরবর্তী রাকআতগুলোতেও) অনুরূপ এক্কেকটি সূরা পড়েন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত (কুরআন তিলাওয়াত)।

٢٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

২৯৯। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত (কুরআন পাঠ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁর কিরাআতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর তিলাওয়াত ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং তিনি প্রতিটি হরফ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন (২৮৫৮)।

٣٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَدًّا .

৩০০। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি আওয়াজ দীর্ঘ করে পড়তেন।

٣٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَاُ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

৩০১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করে কিরাআত

পড়তেন। তিনি বলতেন (পড়তেন), 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন', তারপর থেমে যেতেন; এরপর পড়তেনঃ 'আর-রাহমানির রাহীম', তারপর থেমে যেতেন; এরপর পড়তেনঃ 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (২৮৬২)।

٣٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَعَةً .

৩০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযে কিরাআত কেমন ছিল? তিনি কি নীরবে কিরাআত পড়তেন, না উচ্চস্বরে? তিনি বলেন, তিনি কখনো নীরবে আবার কখনো সশব্দে কিরাআত পড়তেন। আমি বললাম, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা (সহজ পন্থা) রেখেছেন (৪২২)।

٣٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِي الْعَلاَءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ جَعْدَةَ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِيْ .

৩০৩। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা আমি আমার ঘরের ছাদের উপর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মসজিদুল হারামে) কিরাআত পাঠ শুনতে পেতাম।

٣٠٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَاُ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا

مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) قَالَ فَقَرَاءَ وَرَجَّعَ قَالَ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَوْ لاَ اَنْ يَّجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىَّ لاَخَذْتُ لَكُمْ فِىْ ذٰلِكَ الصَّوْتِ اَوْ قَالَ اللَّحْنِ .

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখলাম, তিনি তখন এ আয়াত পড়ছিলেন (অনুবাদ)ঃ "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যেন আল্লাহ তোমার পূর্বাপর গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন" (৪৮ঃ১–২)। তিনি বারবার এ আয়াত টেনে টেনে (সুমধুর) সুরে তিলাওয়াত করছিলেন। অধঃস্তন রাবী মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার কাছে লোকদের ভীড় জমাবার আশংকা না থাকলে আমি সেই আওয়াজে বা সুরে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাতাম।

٣٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِىُّ عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لاَ يُرَجِّعُ .

৩০৫। কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই সুন্দর চেহারা ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুন্দর চেহারা ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তিনি (গায়কদের ন্যায়) স্বর কাঁপিয়ে কুরআন পাঠ করতেন না।

٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ

عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ رُبَّمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ .

৩০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত এরূপ ছিল যে, তিনি ঘরের মধ্যে পড়লে ঘরের প্রাঙ্গনের লোক তা শুনতে পেত।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্নাকাটি প্রসঙ্গে।

٣٠٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ ابْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ .

৩০৭। আবদুল্লাহ ইবনুস শিখ্খীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তাঁর পেট থেকে চুলার উপরের ডেকচি থেকে নির্গত শব্দের অনুরূপ (কান্নার) শব্দ উত্থিত হচ্ছিল।

٣٠٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى بَلَغْتُ (وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا) قَالَ فَرَاَيْتُ عَيْنَيِ النَّبِيِّ ﷺ تَهْمِلاَنِ .

৩০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ আমাকে কুরআন থেকে পড়ে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে আমি কুরআন পড়ে শুনাব, অথচ আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছেঃ তিনি বলেনঃ আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করছি। তখন আমি সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করলাম। আমি পড়তে পড়তে "এবং আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব" (৪ ঃ ৪১) পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে (২৯৬৪)।

٣٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ حَتّٰى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ فَرَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَّسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَّسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَّسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِيْ وَيَقُوْلُ رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِيْ اَلاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَاَنَا فِيْهِمْ رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِيْ اَلاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَلَمَّا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৩০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় সূর্যগ্রহণ লাগে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই নামাযে দাঁড়ান। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন যে, মনে হল যেন তিনি রুকূতে যাবেন না। তারপর তিনি রুকূ করেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকেন, মনে হল যেন তিনি মাথাই তুলবেন না। অতঃপর তিনি মাথা তুলে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, মনে হল যেন তিনি সিজদাই করবেন না। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদারত থাকেন, মনে হল যেন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন না। অতঃপর তিনি সিজদা থেকে মাথা তোলেন, কিন্তু মনে হল যেন তিনি আর সিজদায় যাবেন না। তারপর তিনি (দ্বিতীয়) সিজদা করেন এবং সিজদায় এত দীর্ঘক্ষণ কাটান, মনে হল তিনি যেন সিজদা থেকে মাথা তুলবেন না। এ অবস্থায় দ্বিতীয় রাকআতের শেষ সিজদায় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন ঃ "প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, আমি তাদের (উম্মাতের) মধ্যে থাকা অবস্থায় তুমি তাদের উপর কোন আযাব নাযিল করবে না? প্রভু! তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় এবং আমিও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দিবে না"। তিনি এভাবে দুই রাকআত নামায সমাপন করলেন এবং ততক্ষণে সূর্যও ফর্সা (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করেন, তারপর বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন (কারো জীবন-মৃত্যুর কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না)। অতএব সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ লাগলে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও।

৩১০- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنَةً لَهُ تَقْضِىْ فَاحْتَضَنَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَاتَتْ وَهِىَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتْ اُمُّ اَيْمَنَ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِىُّ ﷺ اَتَبْكِيْنَ عِنْدَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَلَسْتُ اَرَاكَ تَبْكِيْ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ اَبْكِيْ اِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ اِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى .

৩১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক মুমূর্ষু কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের সামনে রাখলেন। তাঁর সামনেই সে মৃত্যুবরণ করে। এতে উম্মু আইমান (রা) চীৎকার করে কাঁদতে লাগেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (এভাবে) কাঁদছ? উম্মু আইমান (রা) বলেন, আমি কি আপনাকে কাঁদতে দেখিনি! তিনি বলেনঃ আমি তো কাঁদিনি, এটা হচ্ছে মায়া-মমতার প্রকাশ। মুমিন ব্যক্তি সকল অবস্থায় কল্যাণ ও কুশলেই থাকে। যখন তার উভয় পাঁজরের মধ্যস্থল থেকে তার প্রাণবায়ু ছিনিয়ে নেয়া হয়, আর সে তখনো আল্লাহ তাআলার প্রশংসারত থাকে।

٣١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِيْ اَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تُهْرَقَانِ .

৩১১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দনরত অবস্থায় উসমান ইবনে মাযউন (রা)-র লাশ চুম্বন করেন অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল (৯২৮)।

٣١٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا

اِبْنَةً لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ اَفِيْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ انْزِلْ فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا .

৩১২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যার (উম্মু কুলসূম) জানাযায় হাযির হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কবরের পাশে বসা ছিলেন। আমি দেখলাম তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আজ রাতে স্ত্রীসহবাস করেনি? আবু তালহা (রা) বলেন, আমি আছি। তিনি বলেনঃ তুমি কবরে নামো। অতএব আবু তালহা (রা) তার কবরে নামেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা।

٣١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ .

৩১৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়ার তৈরী। তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল (১৭০৫)।

٣١٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِكِ قَالَتْ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِكِ قَالَتْ مِسْحًا

نُثْنِيهِ ثِنْتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ لَوْ ثَنَيْتُهُ اَرْبَعَ ثَنِيَاتٍ كَانَ اَوْطَاَ لَهُ فَثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنِيَاتٍ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ مَا فَرَشْتُمُوْنِى اللَّيْلَةَ قَالَتْ قُلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ الاَّ اَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنِيَاتٍ قُلْنَا هُوَ اَوْطَاُ لَكَ قَالَ رُدُّوْهُ لِحَالِهِ الْاُوْلٰى فَاِنَّهُ مَنَعَتْنِىْ وَطَاَتُهُ صَلٰوتِى اللَّيْلَةَ .

৩১৪। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, চামড়ার বিছানা ছিল, তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। অনুরূপভাবে হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, একখানা চট ছিল। আমি সেটিকে দুই ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম এবং তার উপর তিনি ঘুমাতেন। এক রাতে আমি বললাম, এ চটখানা যদি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দেই, তাহলে তা তাঁর জন্য আরেকটু আরামদায়ক হবে। তাই আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকালবেলা তিনি বলেন ঃ এ রাতে তুমি আমাকে কি বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, আপনার বিছানাই। তবে সেটিকে আপনার জন্য কিছুটা নরম ও আরামদায়ক করার জন্য আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বলেনঃ এটিকে পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। কারণ এর কোমলতা আমার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়-নম্রতা।

٣١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ .

৩১৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালংঘন করো না, যেরূপে নাসারাগণ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। কাজেই তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলো।[২৩]

٣١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ اِمْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اِجْلِسِيْ فِيْ اَيِّ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ شِئْتِ اَجْلِسُ اِلَيْكِ .

৩১৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনার সাথে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে (যা একান্তে বলতে চাই)। তিনি বলেনঃ তুমি মদীনার যে রাস্তায় ইচ্ছা বসো, আমি তোমার সাথে বসে তোমার কথা শুনব।

---

২৩. নাসারা অর্থাৎ খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের অত্যধিক সম্মান ও প্রশংসা করতে করতে তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) তথা স্বয়ং খোদা পর্যন্ত বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। অনুরূপভাবে ইহুদীরা উজাইর (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে আখ্যায়িত করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের ব্যাপারে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এও বলেছেন ঃ আমার সম্পর্কে এমন কোন উক্তি তোমরা করো না, যা আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রিসালাতের পরিপন্থী হয় (অনু.)।

٣١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِىْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِّنْ لِيْفٍ عَلَيْهِ اِكَافٌ مِّنْ لِيْفٍ .

৩১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্নকে দেখতে যেতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতেন এবং ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন। বনূ কুরাইযার (যুদ্ধের) দিন তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। তার লাগামের রশি ও গদি উভয়টিই ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরী।

٣١٨- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى اِلٰى خُبْزِ الشَّعِيْرِ وَالْاِهَالَةِ السَّنِخَةِ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتّٰى مَاتَ .

৩১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যবের রুটি ও পুরাতন চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে তিনি তাও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। এক ইহূদীর নিকট তাঁর একটি লৌহবর্ম বন্ধক ছিল। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সেটি ছাড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর হয়নি।

٣١٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّطْوِىَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهُ وَلاَ خُلُقَهُ وَيَتَفَقَّدُ
اَصْحَابَهُ وَيَسْئَلُ النَّاسَ عَمَّا فِى النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيْهِ
وَيُقَبِّحُ الْقَبِيْحَ وَيُوَهِّيْهِ مُعْتَدِلَ الْاَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لاَ يَغْفُلُ مَخَافَةَ
اَنْ يَّغْفُلُوْا وَيَمِلُّوْا لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ لاَ يُقَصِّرُهُ عَنِ الْحَقِّ وَلاَ
يُجَاوِزُهُ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ اَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ اَعَمُّهُمْ
نَصِيْحَةً وَاَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً قَالَ
فَسَئَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْمُ وَلاَ يَجْلِسُ
اِلاَّ عَلٰى ذِكْرٍ وَاِذَا انْتَهٰى اِلٰى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِىْ بِهِ الْمَجْلِسُ
وَيَاْمُرُ بِذٰلِكَ يُعْطِىْ كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيْبِهِ لاَ يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ اَنَّ اَحَدًا
اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ اَوْ فَاوَضَهُ فِىْ حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ
هُوَ الْمُنْصَرِفُ وَمَنْ سَئَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ اِلاَّ بِهَا اَوْ بِمَيْسُوْرٍ مِّنَ
الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ اَبًا وَصَارُوْا عِنْدَهُ فِىْ
الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَاَمَانَةٍ لاَ تُرْفَعُ فِيْهِ
الْاَصْوَاتُ وَلاَ تُؤْبَنُ فِيْهِ الْحُرَمُ وَلاَ تُنْثٰى فَلَتَاتُهُ مُتَعَادِلِيْنَ يَتَفَاضَلُوْنَ
فِيْهِ بِالتَّقْوٰى مُتَوَاضِعِيْنَ يُوَقِّرُوْنَ فِيْهِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمُوْنَ فِيْهِ الصَّغِيْرَ
وَيُؤْثِرُوْنَ ذَا الْحَاجَةِ وَيَحْفَظُوْنَ الْغَرِيْبَ .

৩২১। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বলা বাহুল্য,

তিনি প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। আমার আকাংখা ছিল যে, তিনি আমার নিকট তাঁর দেহাবয়ব সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন, যাতে আমি তা স্মরণ রাখতে পারি এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তি হিসাবেও মহান এবং মানুষের দৃষ্টিতেও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। এভাবে তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

হাসান (রা) বলেন, কিছুকাল আমি হুসাইন (রা)-র নিকট এ হাদীস গোপন রাখি। অতঃপর তার নিকট আমি এটি বর্ণনা করে জানতে পারলাম যে, সে আমার পূর্বেই মামার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে এবং আমি তাকে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেও একই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছে। উপরন্তু সে তার পিতার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন-নির্গমন, তাঁর চালচলন ও আচার-আচরণ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছে। কোন কিছুই জানতে সে বাদ রাখেনি। হুসাইন (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের বিবরণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি যখন তাঁর ঘরে আশ্রয় নিতেন, তখন তাঁর ঘরে অবস্থানকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন ঃ এক ভাগ মহামহিম আল্লাহ্র (ইবাদতের) জন্য, এক ভাগ তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য এবং এক ভাগ তাঁর নিজের জন্য। তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত অংশকে আবার তিনি নিজের ও জনগণের জন্য বিভক্ত করতেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাক্ষাত দিতেন এবং তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন। কোন জিনিস তিনি তাদেরকে না দিয়ে পুঞ্জীভূত করতেন না। উম্মাতের বেলায় তাঁর একই নিয়ম ছিল যে, তিনি জ্ঞানী ও গুণীদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং নিজের সময়টুকু তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করতেন। তাদের কেউ একটি প্রয়োজন নিয়ে কেউ দু'টি প্রয়োজন নিয়ে, আবার কেউ অনেক প্রয়োজন নিয়ে হাযির হতেন। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত

করতেন যা তাদের ও এই উম্মাতের জন্য কল্যাণকর। তাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি তাদের উপযোগী বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করতেন। তিনি আরো বলতেনঃ তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট এ বিষয়গুলো পৌঁছে দেয়। অনন্তর যারা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে আমার নিকট পৌঁছতে অক্ষম, তোমরা যেন তাদের সেই প্রয়োজনগুলো আমার নিকট পৌঁছে দাও। যারা নিজেদের প্রয়োজন শাসকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, যারা তাদের প্রয়োজনসমূহ তার নিকট পৌঁছে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র তাদের পদযুগল মযবুত ও স্থিতিশীল রাখবেন। তাঁর দরবারে এরূপ জরুরী বিষয়েরই আলোচনা হত। তিনি অপ্রয়োজনীয় আলোচনার সুযোগ দিতেন না। সাহাবীগণ তাঁর নিকট দীন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে আসতেন এবং তার স্বাদ গ্রহণ না করে বিচ্ছিন্ন হতেন না। এভাবে তারা হেদায়াত ও কল্যাণের দিশারী হয়ে (তাঁর দরবার থেকে) বেরিয়ে পড়তেন।

হুসাইন (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইরে অবস্থানকালের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, তিনি তখন কি করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনী বিষয়াদি ছাড়া মুখ খুলতেন না, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেন, বিতৃষ্ণাবোধক বা পীড়াদায়ক ব্যবহার করতেন না। তিনি প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করতেন এবং তাকে তার গোত্রের প্রতিনিধি ও সর্দার নিযুক্ত করতেন। তিনি জনগণকে (আল্লাহ্র শাস্তি) সম্পর্কে সাবধান করতেন এবং নিজেও সাবধান থাকতেন, কিন্তু কারো সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন না। তিনি নিজ সহচরদের খবরাদি অবহিত হতেন এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, তাদের কোন সমস্যা থাকলে তার সুষ্ঠু সমাধান করতেন, ভালো কাজের প্রশংসা করে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতেন এবং মন্দের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে তা প্রতিহত করতেন। তিনি সকলের বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতেন, তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল না। মানুষ যাতে দীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না যায় বা কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ির প্রবণ

বিরক্ত হয়ে না পড়ে সে সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন। তাঁর দরবারে প্রতিটি কাজে একটা শৃংখলা বজায় ছিল। সত্য-ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি কখনো শিথিলতাও প্রদর্শন করতেন না এবং সীমা অতিক্রমও করতেন না। শ্রেষ্ঠ লোকেরাই তাঁর দরবারে উপস্থিত হত। যার দ্বারা জনগণ উপকৃত হত তিনিই তাঁর বিবেচনায় সর্বোত্তম। যে ব্যক্তি মানুষের দুঃখ-কষ্টে সর্বাধিক ব্যথিত হত, তিনিই তাঁর কাছে সর্বোত্তম।

হুসাইন (রা) বলেন, এরপর আমি তার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস (বৈঠক) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতে-বসতে আল্লাহ্‌র যিকির করতেন। তিনি কোথাও কোন মজলিসে গেলে তার যে প্রান্তে খালি জায়গা পেতেন সেখানে বসতেন এবং অন্যদেরও অনুরূপ নির্দেশ দিতেন। সভাস্থ সকলের প্রতি তিনি তার প্রাপ্য দিতেন। ফলে তাদের প্রত্যেকেই ভাবতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অন্যদের চাইতে অধিক মর্যাদাবান। কেউ তাঁর নিকট কোন প্রয়োজনে আসলে সে চলে যেতে উদ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতেন। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা দান করতেন, তা না থাকলে বিনয় প্রকাশ করে বিদায় দিতেন। তাঁর সদা হাসিমুখ, প্রশস্ত মন ও সদাচার সবার জন্য বিস্তারিত ছিল। তিনি ছিলেন তাদের পিতৃতুল্য। অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই ছিল তাঁর কাছে সমান। তার মজলিস ছিল জ্ঞানচর্চা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্যশীলতা ও বিশ্বস্ততার কেন্দ্র, সেখানে ছিল না কোন শোরগোল না কারো সম্মান-সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ। তার মজলিসে কারো দোষ প্রকাশ পেলে তা যথাসম্ভব গোপন রাখা হত। (বংশগত দিক থেকে) সকলেই সমান গণ্য হত, অবশ্য তাকওয়া ও সদাচারের দিক থেকে একের উপর অপরের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। তারা পরস্পরের সাথে বিনয়-নম্র ব্যবহার করতেন, বড়দের শ্রদ্ধা করতেন এবং ছোটদের স্নেহ করতেন, অভাবগ্রস্তকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং আগন্তুকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন।

٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَاَجَبْتُ .

৩২২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে ছাগলের একটি পায়া উপহার দেয়া হলে আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করব এবং আমাকে তা আহারের দাওয়াত দেয়া হলে আমি অবশ্যই কবুল করব।

٣٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ .

৩২৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অসুস্থাবস্থায়) আমাকে দেখতে এসেছিলেন (পদব্রজে), না খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে না কোন তাজী (তুর্কী) ঘোড়ায় আরোহণ করে।

٣٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارُ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَّانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْسُفَ وَاَقْعَدَنِيْ فِيْ حُجْرِهٖ وَمَسَحَ عَلٰى رَاْسِيْ .

৩২৪। ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখেন ইউসুফ এবং আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে আমার মাথায় হাত বুলান।

٣٢٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ وَهُوَ ابْنُ صَبِيْحٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الرُّقَاشِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيْفَةٍ كُنَّا نَرٰى ثَمَنَهَا اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهُ قَالَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ لاَسُمْعَةَ فِيْهَا وَلاَ رِيَاءَ .

৩২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনের পিঠে পুরাতন গদিতে বসে হজ্জে যান, যার উপর একখানা চাদর ছিল, যার মূল্য আমাদের মতে চার দিরহামের অধিক নয়। তাঁর বাহন স্থির হয়ে বসার পর তিনি বলেন ঃ (হে আল্লাহ) আমি তোমার নিকট উপস্থিত। তুমি আমার এ হজ্জকে প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত ও খ্যাতিমুক্ত করে দাও।[২৫]

٣٢٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيْدًا عَلَيْهِ دُبَّاءٌ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْخُذُ الدُّبَّاءَ وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ فَمَا صُنِعَ لِيْ طَعَامٌ اَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُّصْنَعَ فِيْهِ دُبَّاءٌ اِلاَّ صُنِعَ .

৩২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহারের দাওয়াত দেন। তিনি তাঁর সামনে লাউ সহযোগে প্রস্তুত সারীদ পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ খেতে পছন্দ করতেন। তাই তিনি লাউয়ের টুকরাগুলো তুলে খাচ্ছিলেন। সাবিত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার ঘরে কোন

---

২৫. ৩১৯ নং হাদীসও দ্র.।

খাবার তৈরি করা হলে তাতে লাউ যোগ করার সুযোগ হলে তা অবশ্যই যোগ করা হত।

٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِه قَالَتْ كَانَ بَشَراً مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ .

৩২৭। আমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (সাধারণত) মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড় থেকে উকন পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ নিজেই করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

٣٢٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُثْمَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفَرٌ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوْا لَهُ حَدِّثْنَا اَحَادِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاذَا اُحَدِّثُكُمْ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ بَعَثَ اِلَىَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ فَكُنَّا اِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الْاٰخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا فَكُلُّ هٰذَا اُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩২৮। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থাদি সম্পর্কে আমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কে কি আর বলব, আমি ছিলাম তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর উপর ওহী নাযিল হলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং আমি তাঁকে তা লিখে দিতাম। আমরা পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সংগে আলোচনায় যোগ দিতেন। আবার আমরা আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সাথে যোগ দিতেন। আবার কখনো আমরা পানাহার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সংগে সে বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতেন। আমি তোমাদের নিকট এই যা কিছু বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকেই বললাম।

٣٢٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْبِلُ بِوَجْهِه وَحَدِيْثِه عَلٰى اَشَرِّ الْقَوْمِ يَتَاَلَّفُهُمْ بِذٰلِكَ فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِه وَحَدِيْثِه عَلَيَّ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنِّيْ خَيْرُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا خَيْرٌ اَوْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا خَيْرٌ اَمْ عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا خَيْرٌ اَمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا سَئَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَصَدَقَنِيْ فَلَوَدِدْتُّ اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ سَئَلْتُهُ .

৩২৯। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও তার মন রক্ষার্থে সম্পূর্ণ দেহে তার দিকে ফিরে কথা

বলতেন। তিনি আমার সাথেও তাঁর দেহ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এতে আমার ধারণা হত, (তাঁর দৃষ্টিতে) আমি গোত্রের শ্রেষ্ঠ লোক। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ভালো, না আবু বাক্র (রা)? তিনি বলেন ঃ আবু বাক্র। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ভালো, না উমার (রা)? তিনি বলেন ঃ উমার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভালো, না উসমান (রা)? তিনি বলেন ঃ উসমান। আমি যখন খোলাখুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনিও সত্যি সত্যি খোলাখুলি জওয়াব দিলেন, তখন আমি আফসোস করে বললাম, এরূপ কথা জিজ্ঞেস করা আমার উচিত হয়নি।

٣٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلاَ مَسِسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلاَ حَرِيْرًا قَطُّ وَلاَ شَيْئًا كَانَ اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلاَ عِطْرًا كَانَ اَطْيَبُ مِنْ عَرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে উহ্ পর্যন্ত বলেননি (বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি)। আমার কৃত কোন কাজের জন্য তিনি আমাকে কখনো বলেননি ঃ এটা তুমি কেন করলে অথবা কোন কাজ না করায়ও তিনি কখনো বলেননিঃ এটা তুমি কেন করলে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমি রেশম ও পশমের

মিশ্রণে তৈরী কাপড়ও নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখেছি এবং খাঁটি রেশমী কাপড়ও স্পর্শ করেছি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক নরম ও মোলায়েম কিছু স্পর্শ করিনি। আমি কস্তুরীর ঘ্রাণও নিয়েছি এবং আতরের ঘ্রাণও নিয়েছি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের ঘাম থেকে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত কিছুই পাইনি (১৯৬৪)।

٣٣١-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ هُوَ الضَّبِّيُّ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِه اَثَرُ صُفْرَةٍ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَكَادُ يُوَاجِهُ اَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ .

৩৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক লোক উপস্থিত ছিল। তার গায়ে ছিল হলুদ বর্ণের কাপড়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কিছু অপছন্দনীয় হলে তিনি সরাসরি তা বলতেন না। লোকটি উঠে চলে গেলে তিনি সাহাবীদের বলেন ঃ যদি তোমরা তাকে এ রং-এর পোশাক ত্যাগ করতে বলে দিতে।

٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُ ابْنُ عَبْدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وَّلاَ صَخَّابًا فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ .

৩৩২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবগতভাবেও অশ্লীল বা কর্কশভাষী ছিলেন না এবং স্বেচ্ছায়ও কর্কশভাষী বা অশ্লীলভাষী হতেন না। তিনি হাট-বাজারেও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। তিনি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে দুর্ব্যবহার করতেন না, বরং উপেক্ষা করতেন এবং ক্ষমা করে দিতেন।

٣٣٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ اِلاَّ اَنْ يُّجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ ضَرَبَ خَادِمًا وَّلاَ امْرَاَةً .

৩৩৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত কখনো কিছুকে নিজ হাতে আঘাত করেননি এবং তিনি কখনো কোন খাদেম বা নারীকেও প্রহার করেননি।

٣٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُنْتَصِرًا مِّنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يَنْتَهِكْ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَيْئٌ فَاِذَا انْتَهَكَ مِنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَيْئٌ كَانَ مِنْ اَشَدِّهِمْ فِيْ ذٰلِكَ غَضَبًا وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَّاْثَمًا .

৩৩৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি, যতক্ষণ না মহান আল্লাহ্‌র

কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়। আল্লাহ তাআলার কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হলে তিনি সর্বাধিক অসন্তুষ্ট হতেন। তাঁকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অবকাশ দেয়া হলে তিনি সর্বদা সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন, যাবত না তা কোন গুনাহ্র কাজ হত।

٣٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ اَخُو الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَالاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَّعَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

৩৩৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ সে তার গোত্রের নিকৃষ্ট দাস। তারপর তিনি তাকে আসার অনুমতি দেন এবং তার সাথে কোমল ব্যবহার করেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার সম্পর্কে যা মন্তব্য করার করেছেন, অতঃপর তার সাথে কোমল ব্যবহার করলেন। তিনি বলেনঃ হে আইশা! যার রূঢ় আচরণের ভয়ে লোকেরা তাকে ত্যাগ করে বা এড়িয়ে চলে, সে নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

٣٣٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ مِنْ وُلْدِ اَبِىْ هَالَةَ زَوْجِ خَدِيْجَةَ يُكَنّٰى اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ لِاَبِىْ هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ

قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ سَئَلْتُ اَبِىْ عَنْ سِيْرَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلاَ غَلِيْظٍ وَّلاَ صَخَّابٍ وَّلاَ فَحَّاشٍ وَّلاَ عَيَّابٍ وَّلاَ مَشَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْتَهِىْ وَلاَ يُؤْيِسُ مِنْهُ وَلاَ يُجِيْبُ فِيْهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاَثٍ الْمِرَاءِ وَالْاِكْبَارِ وَمَا لاَ يَعْنِيْهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاَثٍ كَانَ لاَ يَذُمُّ اَحَدًا وَلاَ يَعِيْبُهُ وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلاَّ فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهُ وَاِذَا تَكَلَّمَ اَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَاَنَّمَا عَلٰى رُؤْسِهِمُ الطَّيْرُ فَاِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوْا لاَ يَتَنَازَعُوْنَ عِنْدَهُ الْحَدِيْثَ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ اَنْصَتُوْا لَهُ حَتّٰى يَفْرُغَ حَدِيْثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيْثُ اَوَّلِهِمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُوْنَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُوْنَ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلٰى الْجَفْوَةِ فِىْ مَنْطِقِهِ وَمَسْئَلَتِهِ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُوْنَهُم وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَيْتَهُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَّطْلُبُهَا فَاَرْفِدُوْهُ وَلاَ يَقْبَلُ الثَّنَاءَ اِلاَّ مِنْ مُكَافِئٍ وَلاَ يَقْطَعُ عَلٰى اَحَدٍ حَدِيْثَهُ حَتّٰى يَجُوْزَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْىٍ اَوْ قِيَامٍ .

৩৩৬। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হুসাইন ইবনে আলী (রা) বলেছেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সাথে তাঁর আচরণ কিরূপ ছিল তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের। তাঁর ব্যবহার ছিল অতিশয় কোমল। তিনি কটুভাষী ও পাষাণ হৃদয় ছিলেন

না, ঝগড়াটেও ছিলেন না, অশ্লীলভাষীও ছিলেন না, ছিদ্রান্বেষীও ছিলেন না, কৃপণও ছিলেন না। তিনি অনাকাঙ্খিত কথার প্রতি কর্ণপাত করতেন না। কারো কোন আবেদন অনাকাংখিত হলে তাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিতেন না, আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনি অবশ্যই তিনটি জিনিস থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন ঃ ঝগড়া, অংহকার ও নিরর্থক কথাবার্তা থেকে। তিনি মানুষকেও তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন ঃ কারো দুর্নাম করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না। তিনি এরূপ কথাই বলতেন, যা থেকে সওয়াবের আশা আছে। তিনি যখন কথা বলতেন, উপস্থিত লোকজন এমনভাবে নীরব থাকতেন, যেন তাদের মাথায় পাখী বসে আছে। তিনি কথা বন্ধ করলেপর তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেন না। তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে থাকলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যরা নীরব থাকতেন। তাদের প্রত্যেকের কথা তাঁর নিকট তাদের প্রথম ব্যক্তির (কথার) ন্যায় ছিল। কোন কথায় সকলে হাসলে তিনিও হাসতেন এবং কোন বিষয়ে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। আগন্তুকের কর্কশ কথাবার্তায় বা অসংগত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, এমনকি তাঁর সাহাবীগণও আগন্তুককে (তাঁর দরবারে) নিয়ে আসতেন এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি বলতেন ঃ কেউ কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য এলে তোমরা তার সাহায্য করবে। তিনি চাটুকারিতার প্রশ্রয় দিতেন না, অবশ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসায় তিনি নীরব থাকতেন। তিনি কারো কথায় বাধা দিতেন না, যাবত না সে সীমা লঙ্ঘন করত, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মুখে বাধা দিতেন অথবা উঠে চলে যেতেন।

৩৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا .

৩৩৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু প্রার্থনা করা হলে তিনি কখনো "না" বলেননি।

٣٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ اَبُو الْقَاسِمِ الْقَرشِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ فَيَاْتِيْهِ جِبْرِيْلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

৩৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর। রমযান মাসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁর বদান্যতা প্রকাশ পেত। এ মাসে জিবরীল (আ) এসে তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। জিবরীলের মোলাকাতকালে তিনি মুষলধারে বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের চেয়েও অধিক দানশীল হতেন।

٣٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

৩৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী কালের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

٣٤٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى بْنِ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَئَلَهُ اَنْ يُّعْطِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ وَلٰكِنْ اِبْتَعْ عَلَيَّ فَاِذَا جَاءَنِيْ شَيْءٌ قَضَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَعْطَيْتَهُ فَمَا كَلَّفَكَ اللّٰهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْفِقْ وَلاَ تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلاَلاً فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعُرِفَ الْبِشْرُ فِيْ وَجْهِهِ لِقَوْلِ الْاَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُ .

৩৪০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে কিছু দান করার জন্য প্রার্থনা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার নিকট তো কিছু নেই! তবে আমার নামে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করে নাও। আমার নিকট কিছু (মাল) এলে আমি তার দাম পরিশোধ করব। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কাছে যা ছিল তাতো দান করেছেন। আপনার সাধ্যাতীত বিষয়ে তো আল্লাহ আপনাকে দায়বদ্ধ করেননি। উমার (রা)-র কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমনোপূত হল। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ইচ্ছামত খরচ করতে থাকুন। আরশের মালিকের ভাণ্ডার অপ্রতুল হওয়ার আশংকা করবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসেন এবং আনসারীর কথায় তাঁর চেহারায় আনন্দের ছাপ ফুটে উঠে। অতঃপর তিনি বলেন : আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি।

٣٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِّنْ رُطَبٍ وَاَجْرٍ زُغْبٍ فَاَعْطَانِيْ مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا وَّذَهَبًا .

৩৪১। রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাঞ্চাভর্তি খেজুর ও শসাসহ হাজির হলাম। তিনি আমাকে তাঁর মুঠভর্তি অলংকার ও সোনা দান করেন।

٣٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ خَشْرَمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا .

৩৪২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার পরিবর্তে কিছু দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাশীলতা।

٣٤٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ .

৩৪৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দানশীন কুমারীর চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারা থেকেই আমরা বুঝতে পারতাম।

٣٤٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا نَظَرْتُ اِلٰى فَرْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ .

৩৪৬। আইশা (রা) বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাইনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তমোক্ষণ প্রসঙ্গ।

٣٤٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اَنَسٌ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ اَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ اَوْ اِنَّ مِنْ اَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةُ .

৩৪৪। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে রক্তমোক্ষকের উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। আবু তাইবা তাঁর রক্ষমোক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুই সা' খাদ্যশস্য দেয়ার আদেশ করেন এবং তার মনিব পরিবারের নিকট সুপারিশ করলে তারা তার (দৈনিক) প্রদেয় করের পরিমাণ হ্রাস করে। তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা যেসব চিকিৎসা গ্রহণ করে থাক, তার মধ্যে রক্তমোক্ষণ উত্তম চিকিৎসা অথবা তোমাদের প্রতিশেধকসমূহের মধ্যে রক্তমোক্ষণ উত্তম প্রতিশেধক (১২১৫)।

٣٤٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَاَمَرَنِيْ فَاَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ .

৩৪৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং আমাকে আদেশ করলে আমি রক্তমোক্ষকের পারিশ্রমিক পরিশোধ করি।

٣٤٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَظُنُّهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

৩৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘাড়ের দুই পাশে ও উভয় কাঁধের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্ষমোক্ষককে তার মজুরী প্রদান করেন। তা হারাম হলে তিনি তাকে মজুরী দিতেন না।

٣٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَسَئَلَهُ كَمْ خَرَاجُكَ فَقَالَ ثَلٰثَةُ اَصُعٍ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَاَعْطَاهُ اَجْرَهُ .

৩৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রক্তমোক্ষককে ডাকেন। সে তাঁর রক্তমোক্ষণ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার দৈনিক প্রদেয় মাশুল কত? সে বলল, তিন সা'। তিনি প্রদেয় মাশুল এক সা' হ্রাস করেন এবং তার মজুরী পরিশোধ করেন।

٣٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وَتِسْعَ عَشَرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ .

৩৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং দুই কাঁধের মাঝখান বরাবর ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি সাধারণত মাসের ১৭ বা ১৯ বা ২১ তারিখে রক্ষমোক্ষণ করাতেন (২০০২)।

٣٤٩-حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مَحْرِمٌ بِمَلَلٍ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ .

৩৪৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) মালাল নাম স্থানে ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর পায়ের পাতার উপরিভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসমূহ।

٣٥٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِيْ اَسْمَاءٌ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِيَ الَّذِيْ يَمْحُ اللّٰهُ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَيَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ .

৩৫০। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার বেশ কিছু নাম আছে। যেমন আমি মুহাম্মাদ (চরম প্রশংশিত), আমি আহমাদ (চরম প্রশংসাকারী), আমি

মাহী (নির্মূলকারী), আল্লাহ্ আমার দ্বারা কুফরকে বিলীন করবেন, আমি হাশের (সমবেতকারী)। আমার পদাংক অনুসরণ করে লোকদের সমবেত করা হবে এবং আমি আকিব (পশ্চাতে আগমনকারী), আকেব এমন ব্যক্তি যার পরে কোন নবী আসবে না।[২৫]

٣٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقِيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَّاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَاَنَا الْمُقَفِّيْ وَاَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلاَحِمِ .

৩৫১। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার কোন এক রাস্তায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করি। তখন তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি নবিয়ুর রহমাত (দয়ার নবী) ও নাবিয়ুত তাওবা (অধিক তাওবাকারী), আমি মুকাফফী (সর্বশেষে আগমনকারী), আমি হাশের এবং আমি নাবিয়্যুল মালাহিম।[২৬]

ইসহাক ইবনে মানসূর-নাসর ইবনে শুমাইল-হাম্মাদ ইবনে সালামা-আসেম-যির-হুযাইফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত অর্থে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) আসেম-যির-হুযাইফা (রা) সূত্রে অনুরূপ বলেছেন।

---

২৫. আল্লামা সুয়ূতী (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও উপাধি সম্বলিত একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে তাঁর পাঁচ শত নামের উল্লেখ আছে। ইবনুল আরাবীর তিরমিযীর ব্যাখ্যায় এক হাজার নামের বর্ণনা রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআন থেকে আমার সাতটি নাম আছে ঃ মুহাম্মাদ, আহমাদ, ইয়াসীন, মুযযাম্মিল, মুদ্দাসসির ও আবদুল্লাহ (অনু.)।

২৬. নবিয়্যুল মালাহিম (জিহাদের নবী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অতিবাহিত হয়। তিনি বলেন ঃ আমার আবির্ভাবের দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে।

٣٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَلَسْتُمْ فِيْ طَعَامٍ وَّشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ .

৩৫২। সিমাক ইবনে হারব্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বাশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কি তোমাদের চাহিদা মাফিক খাদ্য ও পানীয় পাচ্ছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি নিম্ন মানের খেজুরও পেট ভরে খেতে পাননি।

٣٥٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ اِنْ هُوَ اِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ .

৩৫৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনবর্গ এক এক মাস এমনভাবে কাটাতাম যে, আমাদের চুলায় আগুন জ্বলত না। শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে দিন গুজরান হত।

٣٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُوْعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ .

৩৫৪। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা দেখালাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেটে দুইখানা পাথর বাঁধা দেখালেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবু তালহা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। "আমাদের প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা দেখালাম" কথার তাৎপর্য এই যে, তাদের এক একজন ক্ষুধা জনিত কষ্ট ও দুর্বলতা বশত নিজের পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন।

٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اَيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَاعَةٍ لاَ يَخْرُجُ فِيْهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِيْهَا اَحَدٌ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ اَلْقَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْظُرُ فِيْ وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيْمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا وَقَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقُوْا اِلَى مَنْزِلِ اَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَالُوْا لِاِمْرَاَتِهِ اَيْنَ صَاحِبُكِ فَقَالَتْ اِنْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ فَلَمْ يَلْبَثُوْا اَنْ جَاءَ اَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ

النَّبِيُّ ﷺ وَيُفَدِّيْهِ بِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ اِلٰى حَدِيْقَتِه فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ اِلٰى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفَلاَ تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِه فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَرَدْتُ اَنْ تَخْتَارُوْا اَوْ تَخَيَّرُوْا مِنْ رُطَبِه وَبُسْرِه فَاَكَلُوْا وَشَرِبُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِيْ تُسْئَلُوْنَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ اَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَذْبَحَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرٍّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا اَوْ جَدْيًا فَاَتَاهُمْ بِهَا فَاَكَلُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَتَانَا سَبْيٌ فَاْتِنَا فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَاْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاَتَاهُ اَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اخْتَرْ لِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هٰذَا فَاِنِّيْ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ وَاسْتَوْصِ بِه مَعْرُوْفًا فَانْطَلَقَ اَبُو الْهَيْثَمِ اِلٰى اِمْرَاَتِه فَاَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِمْرَاَتُهُ مَا اَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ اَنْ تَعْتِقَهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَّلاَ خَلِيْفَةً اِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَاْلُوْهُ خَبَالاً وَمَنْ يُّوْقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِيَ .

৩৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় বাড়ীর বাইরে এলেন, যখন তিনি

সাধারণত বাইরে আসেন না এবং কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেও আসে না। এমন সময় আবু বাক্‌র (রা) তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! কোন্ প্রয়োজন আপনাকে নিয়ে এসেছে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য, তাঁর চেহারা মোবারক দর্শনের জন্য এবং তাঁকে সালাম জানাবার জন্য বের হয়েছি। কিছুক্ষণ না যেতেই উমার (রা)-ও এসে উপস্থিত। তিনি বললেনঃ আপনাকে কিসে নিয়ে এসেছে হে উমার? তিনি বলেন, ক্ষুধার তাড়না হে আল্লাহ্‌র রাসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমিও এরকম কিছু (ক্ষুধা) অনুভব করছি। এরপর তাঁরা আবুল হাইসাম ইবনে তায়্যিহান আল-আনসারী (রা)-র বাড়ীর দিকে রওনা করেন। বলা বাহুল্য তিনি ছিলেন খেজুর বাগান ও মেষ পালের মালিক, কিন্তু তার কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়িতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে বলেন ঃ আপনার সাথী কোথায়? তিনি বলেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবুল হাইসাম (রা) মশকভর্তি পানি নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেটা রেখেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। তারপর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি তার বাগানে গেলেন এবং তাদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। তারপর তিনি খেজুর গাছ থেকে কয়েক ছড়া খেজুর পেড়ে এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে আনলে না কেন? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি মনে করলাম যাতে আপনারা নিজেদের পছন্দমত তাজা বা পাকা খেজুর বেছে খেতে পারেন, তজ্জন্যই এভাবে নিয়ে এসেছি। এরপর তাঁরা খেজুর এবং উক্ত পানি থেকে পান করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এসব নিয়ামত সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে, এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু কাঁচাপাকা খেজুর আর ঠাণ্ডা পানি (কতই না উত্তম নিয়ামত)। অতঃপর আবুল হাইসাম (রা) তাঁদের জন্য আহার তৈরি করতে চলে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে

দিলেনঃ দুগ্ধবতী ছাগল যবেহ করো না। কাজেই তিনি একটি নর ছাগল যবেহ করেন এবং তা রান্না করে তাদের জন্য নিয়ে আসলেন। তাঁরা তা আহার করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ আমার নিকট যখন বন্দী আসবে তখন তুমি এসো। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দু'টি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবুল হাইসাম (রা) তাঁর নিকট হাজির হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ এদের মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয় বেছে নাও। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার জন্য আপনিই বেছে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার হতে হয়। ঠিক আছে, তুমি এটিই নাও। আমি একে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদাচারের জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।

আবুল হাইসাম (রা) তার স্ত্রীর নিকট পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তার স্ত্রী বলেন, একে দাসত্বমুক্ত করে দেয়া ছাড়া আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের মর্ম পর্যন্ত পৌছতে পারবেন না। তিনি বলেন, ঠিক আছে এখন সে আযাদ মুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যত নবী ও খলীফা পাঠিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে একান্ত পরামর্শক দান করেছেন। একজন পরামর্শদাতা তাকে সর্বদা সৎকাজের পরামর্শ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়। অপরজন তাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই ছাড়ে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শক থেকে হেফাজত করা হয়েছে সে তো বেঁচেই গেল (২৩১১)।

٣٥٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِد بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ بَيَانٍ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ

وَقَّاص يَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَوَّلُ رَجُلٍ اَهْرَقَ دَمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنِّيْ لَاَوَّلُ رَجُلٍ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اَغْزُوْ فِى الْعِصَابَةِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا نَاْكُلُ اِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَةَ حَتّٰى تَقَرَّحَتْ اَشْدَاقُنَا حَتّٰى اَنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيْرُ وَاَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ يُعَزِّرُوْنَنِيْ فِى الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَضَلَّ عَمَلِىْ .

৩৫৬। কায়েস ইবনে হাযিম (র) বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় তীর ছুঁড়েছে। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে এক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করি। তখন খাদ্যাভাবে আমরা গাছের পাতা ও বাবলা গাছের ফল ছাড়া আহারের জন্য কিছুই পাইনি। ফলে আমাদের একেকজন ছাগল ও উটের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত। কিন্তু আজকাল আসাদ গোত্রের লোকেরা দীনের ব্যাপারে আমার ত্রুটি নির্দেশ করছে। তাহলে আমি তো বিফলকাম হলাম এবং আমার সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেল (২৩০৭)।

٣٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيْسٰى اَبُوْ نُعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عُمَيْرٍ وَشُوَيْسًا اَبَا الرُّقَادِ قَالاَ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ وَقَالَ انْطَلِقْ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِيْ اَقْصٰى اَرْضِ الْعَرَبِ وَاَدْنٰى بِلاَدِ اَرْضِ الْعَجَمِ فَاَقْبَلُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْمِرْبَدِ وَجَدُوْا هٰذَا الْكَذَّانَ فَقَالُوْا مَا هٰذِهِ قَالُوْا هٰذِهِ الْبَصْرَةُ فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَا بَلَغُوْا

حِيَالَ الْجِسْرِ الصَّغِيْرِ فَقَالُوْا هٰهُنَا اُمِرْتُمْ فَنَزَلُوْا فَذَكَرُوا الْحَدِيْثَ بِطُوْلِه قَالَ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَاِنِّيْ لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ حَتّٰى تَقَرَّحَتْ اَشْدَاقُنَا فَالْتَقَتُّ بُرْدَةً فَقَسَمْتُهَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ سَعْدٍ فَمَا مِنَّا مِنْ اُولٰئِكَ السَّبْعَةِ اَحَدٌ اِلاَّ وَهُوَ اَمِيْرُ مِصْرٍ مِّنَ الْاَمْصَارِ وَسَتُجَرِّبُوْنَ الْاُمَرَاءَ بَعْدَنَا .

৩৫৭। খালিদ ইবনে উমাইর ও শুয়াইস আবুর রুক্কাদ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে অগ্রসর হও। যখন তোমরা আরবভূমির শেষ প্রান্তে এবং অনারব এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তখন সেখানে তাঁবু ফেলবে। অতএব তারা সামনে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তারা (বসরার) মিরবাদ নামক স্থানে পৌঁছে বিচিত্র ধরনের সাদা পাথর দেখতে পান। তারা বলেন, এগুলো কি? তারা বলেন, এটা হচ্ছে আল-বাসরাহ (সাদা পাথর)। তারা আরও সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। তারা দিজলা নদীর ক্ষুদ্র সেতুর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে বলেন, এখানেই সামরিক ছাউনি স্থাপনের জন্য তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই তারা সেখানে ছাউনি স্থাপন করেন। অতঃপর রাবীগণ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। রাবী বলেন, উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতজন সাহাবীর সপ্তমজন ছিলাম। আমাদের খাদ্য বলতে গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গাছের পাতা খাওয়ার ফলে আমাদের মুখে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমি একখানা চাদর পেলাম। সেটি চিরে আমার ও সাদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম। এখন আমাদের সাতজনের প্রত্যেকেই কোন কোন এলাকার শাসক। অচিরেই তোমারা আমাদের পরবর্তী শাসকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারবে।

٣٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ اَسْلَمَ اَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُؤْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَىَّ ثَلٰثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَّيَوْمٍ وَمَا لِىَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اِلَّا شَيْئٌ يُوَارِيْهِ اِبطُ بِلَالٍ .

৩৫৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ্‌র পথে এতটা আতংকগ্রস্ত করা হয়েছে অপর কাউকে যতটা আতংকিত করা হয়নি। আমাকে এতটা উৎপীড়ন করা হয়েছে আর কাউকে যতটা উৎপীড়িত করা হয়নি। একাদিক্রমে তিরিশটি দিন ও রাত আমার এমনভাবে কেটেছে যে, বিলালের বগলের নিচে রক্ষিত সামান্য বস্তু ছাড়া আমার ও তার জন্য কোন প্রাণীর আহারোপযোগী কিছুই ছিল না।

٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَّلَاعَشَاءٌ مِّنْ خُبْزٍ وَّلَحْمٍ اِلَّا عَلٰى ضَفَفٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ كَثْرَةُ الْاَيْدِىْ .

৩৫৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে সকালে ও রাতে কখনো রুটি ও গোশত একত্র হয়নি। তবে মেহমানদের উপস্থিতিতে এর ব্যতিক্রম হত। অধঃস্তন রাবী আবদুল্লাহ (র) বলেন, দাফাফ অর্থ অধিক সংখ্যক হাত (মেহমান)।

٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ

اَيَاسٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ لَنَا جَلِيْسًا وكَانَ نِعْمَ الْجَلِيْسِ وَانَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى اذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَاُوْتِيْنَا بِصَحْفَةٍ فِيْهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ هَلَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَاَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَلاَ أُرَانَا أُخِّرْنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا .

৩৬০। নাওফাল ইবনে আইয়াস আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ছিলেন আমাদের সহচর। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তম সহচর। একদিন তিনি আমাদের সাথে প্রত্যাবর্তনের পথে আমরা তার বাড়ীতে গেলাম। তিনি অন্দরে গিয়ে গোসল করেন, অতঃপর বের হয়ে আসেন। আমাদের জন্য একটি বড় পাত্রে করে রুটি ও গোশত পরিবেশন করা হল। আহার শুরু হলে আবদুর রহমান (রা) কাঁদতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিজনবর্গ যবের রুটি দ্বারাও পেট ভরে আহার করতে পারেননি। এখন যে প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে তা আমার মতে আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স।

٣٦١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً يَعْنِيْ يُوْحَى اِلَيْهِ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً .

৩৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়াত প্রাপ্তির পর মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (বু,মু)।

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَاَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৬২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে খুতবা দানকালে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-ও। আর আমার বয়সও এখন তেষট্টি বছর।[২৬]

٣٦٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ فِىْ حَدِيْثِهٖ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৬৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (বু)।

---

২৬. আমীর মুআবিয়া (রা)-ও তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকালের আকাংখা করেন, কিন্তু তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হাদীসটি শামাইলে পুনরুক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

٣٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمَّارٌ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (জন্ম ও মৃত্যুর বছর দু'টিকে স্বতন্ত্র দু'টি বছর ধরে)।

٣٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً .

৩৬৫। দাগফাল ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আবু ঈসা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাগফালের সাক্ষাত হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নেই। তবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন।

٣٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلاَ بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى رَاْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ

بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

৩৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি লম্বাও ছিলেন না এবং অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার বেশী তামাটে বর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবূয়াত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ্ তাঁকে ষাট বছরের মাথায় ওফাত দান করেন। তখন তাঁর মাথা ও দাড়ির বিশটি চুলও সাদা হয়নি (বু,মু,না)।[২৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কুতাইবা ইবনে সাঈদ-মালেক ইবনে আনাস-রবীআ ইবনে আবু আবদির রহমান-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫৪
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল।

٣٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ اِلْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ

২৭. ইতিহাস ও হাদীসের প্রসিদ্ধ বর্ণনা যে, তিনি মক্কায় নবূয়াত প্রাপ্তির পর তের বছর অবস্থানশেষে মদীনায় হিজরত করেন। অথচ এখানে মক্কার অবস্থানকাল দশ বছর বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি তেষট্টি বছর জীবিত ছিলেন, অথচ এখানে বলা হয়েছে ষাট বছর। উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কোন কোন সময় দশক কিংবা শতকের ভগ্ন সংখ্যাকে হিসাবে ধরা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার নিকট ৯৫ অথবা ১০৫ টাকা পাওনা আছে। উভয় অবস্থায় আপনি বলেন, অমুকে আমার নিকট শ' খানেক টাকা পাবে। এখানেও অনুরূপ বলা হয়েছে (সম্পা.)।

مَالِكٍ قَالَ اٰخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَشْفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ اِلٰى وَجْهِهٖ كَاَنَّهٗ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَشَارَ اِلَى النَّاسِ اَنِ اثْبُتُوْا وَاَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّهُمْ وَاَلْقَى السِّجْفَ وَتُوُفِّىَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

৩৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শেষবারের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করি, যখন সোমবার (ভোরে) তিনি তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে দেন। তখন আমি তাঁর চেহারা মোবারকের প্রতি তাকালাম, মনে হল যেন কুরআনের একটি স্বচ্ছ পৃষ্ঠা। তখন লোকেরা আবু বাক্র (রা)-র পেছনে (ফজরের) নামায পড়ছিল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে (পেছনে সরতে উদ্যোগী হলে) তিনি ইশারায় তাদেরকে স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন। আবু বাক্র (রা) তাদের ইমামতি করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা ফেলে দিলেন। ঐ দিনের শেষভাগে তিনি ইনতিকাল করেন।

٣٦٨- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ مُسْنِدَةَ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى صَدْرِىْ اَوْ قَالَتْ اِلٰى حِجْرِىْ فَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُوْلَ فِيْهِ ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ ﷺ .

৩৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মুমূর্ষু অবস্থায়) আমি তাঁকে আমার বুকে অথবা কোলে ঠেস দিয়ে রাখি। তিনি পেশাবের জন্য পাত্র নিয়ে ডাকেন, অতঃপর পেশাব করেন, অতঃপর ইনতিকাল করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন।

٣٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِى الْهَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ قَالَ عَلٰى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ .

৩৬৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর নিকটে একটি পানিভর্তি পাত্র ছিল। তিনি পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তার পানি দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল মর্দন করেন, অতঃপর বলেন ঃ "হে আল্লাহ! মৃত্যুকষ্টে ও মৃত্যুর যাতনায় আমাকে সাহায্য করুন"।

٣٧٠-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا الْمُبَشِّرُ ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَاَ اُغْبِطُ اَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩৭০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুকষ্টের দৃশ্য দেখার পর কারো সহজে মৃত্যু হলে আমি তাতে ঈর্ষান্বিত হই না।[২৮]

আবু ঈসা বলেন, আমি আবু যুরআকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আব্দুর রহমান ইবনুল আলা কে? তিনি বলেন, ইনি হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনুল আলা ইবনুল লাজলাজ।

---

২৮. অর্থাৎ সহজে মৃত্যু হওয়াটা কারো সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়। মৃত্যুকষ্টের দ্বারাও আল্লাহ অনেক বান্দার গুনাহ মাফ করে থাকেন। আর নেককার বান্দাদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্যও মৃত্যুকষ্ট হয়ে থাকে (অনু.)।

٣٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِىْ دَفْنِه فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مَّا نَسِيْتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ فِىْ الْمَوْضِعِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُّدْفَنَ فِيْهِ اِدْفِنُوْا فِىْ مَوْضِعِ فِرَاشِه .

৩৭১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর দাফনের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ হয়। আবু বাক্র (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু শুনেছি, তা আমি ভুলিনি। তিনি বলেনঃ আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তাঁর কবরস্থ হওয়ার কাঙ্খিত স্থানে মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা তাঁকে তাঁর শয্যাস্থানে দাফন কর।

٣٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوْسَى ابْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدَ مَا مَاتَ .

৩৭২। ইবনে আব্বাস ও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বাক্র (রা) তাঁকে চুমা দেন।

٣٧٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَانُوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِه فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى سَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَانَبِيَّاهُ وَاصَفِيَّاهُ وَاخَلِيْلاَهُ .

৩৭৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বাকর (রা) তাঁর নিকট এসে তাঁর দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) মুখ লাগিয়ে চুমা দেন এবং তাঁর বাহুদ্বয়ে তার দুই হাত রেখে বলেন, হায় নবী! হায় পবিত্রাত্মা! হায় অকৃত্রিম বন্ধু!

٣٧٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِىُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَىْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَىْءٍ وَمَا نَفَضْنَا اَيْدِيْنَا عَنِ التُّرَابِ وَاِنَّا لَفِىْ دَفْنِهِ ﷺ حَتّٰى اَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا .

৩৭৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন সেখানকার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। অতঃপর যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন সেদিন আবার তথাকার প্রতিটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা তাঁর দাফনকার্য শেষ করে হাত থেকে ধুলা না ঝড়াতেই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন এসে গেল (ঈমানের জোর কমে গেল) (দার)।[২৯]

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ .

২৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে সাহাবায়ে কিরামের অন্তরজগত আলোকময় হয়ে যেত এবং তারা এক বিশেষ প্রশান্তি ও পারস্পরিক সহমর্মিতা অনুভব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাদের এই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে এবং তাঁর ইন্তিকালে তারা যেন সেই জ্যোতির স্বল্পতা অনুভব করেন। সুনানুদ দারিমীর বর্ণনায় আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (হিজরত করে) সুভাগমনের দিনটির চেয়ে অতি উত্তম ও জ্যোতির্ময় দিন আমি আর কখনো দেখিনি এবং তাঁর ইন্তিকাল দিবসের চেয়ে নিকৃষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন আর দেখিনি (সম্পা.)।

৩৭৫। আইশা(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ইন্তিকাল করেন।

٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلٰثَاءِ وَيَوْمَ الثُّلٰثَاءِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ يُسْمَعُ صَوْتُ الْمَسَاحِيِّ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ .

৩৭৬। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ইনতিকাল করেন। ঐ দিন ও মঙ্গলবার (তাঁর দাফন-কাফন ও অন্যান্য প্রয়োজনে) কেটে যায়। ঐ দিন রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। অধঃস্তন রাবী সুফিয়ান বলেন, জাফর (র) ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় আছে ঃ রাতের শেষভাগে কোদালীদের (কবর খননের) শব্দ শোনা যায়।

٣٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلٰثَاءِ .

৩৭৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ইনতিকাল করেন এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣٧٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ

صُحْبَةٌ قَالَ أُغْمِىَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِه فَاَفَاقَ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ مُرُوْا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ اَوْ قَالَ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ فَقَالَ حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ مُرُوْا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ اَبِىْ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِذَا قَامَ ذٰلِكَ الْمَقَامَ يَبْكِىْ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ فَلَوْ اَمَرْتَ غَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ فَقَالَ مُرُوْا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ اَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَاُمِرَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ وَاُمِرَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً فَقَالَ انْظُرُوْا اِلٰى مَنْ اَتَّكِئُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ بَرِيْرَةُ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَاتَّكَاءَ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكُصَ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ اَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتّٰى قَضٰى اَبُوْ بَكْرٍ صَلاَتَهُ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ لاَ اَسْمَعُ اَحَدًا يَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ اِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِىْ هٰذَا قَالَ وَكَانَ النَّاسُ اُمِّيِّيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ نَبِىٌّ قَبْلَهُ فَاَمْسَكَ النَّاسُ فَقَالُوْا يَا سَالِمُ انْطَلِقْ اِلٰى صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَادْعُهُ فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَتَيْتُهُ اَبْكِىْ دَهِشًا فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ لِىْ اَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّ عُمَرَ يَقُوْلُ لاَ اَسْمَعُ اَحَدًا يَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ اِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِىْ هٰذَا

فَقَالَ لِىْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ فَدَخَلُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَفْرِجُوْا لِىْ فَاَفْرَجُوْا لَهُ فَجَاءَ حَتّٰى اَكَبَّ عَلَيْهِ ﷺ وَمَسَّهُ فَقَالَ (اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ) ثُمَّ قَالُوْا يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ فَعَلِمُوْا اَنْ قَدْ صَدَقَ قَالُوْا يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَدْعُوْنَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ حَتّٰى يَدْخُلَ النَّاسُ قَالُوْا يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُدْفَنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا اَيْنَ قَالَ فِى الْمَكَانِ الَّذِىْ قَبَضَ اللّٰهُ فِيْهِ رُوْحَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوْحَهُ اِلاَّ فِىْ مَكَانٍ طَيِّبٍ فَعَلِمُوْا اَنْ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يُغَسِّلَهُ بَنُوْا اَبِيْهِ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ فَقَالُوْا اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اِخْوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ لَهُ مِثْلُ هٰذِهِ الثَّلٰثِ (ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا) مَنْ هُمَا قَالَ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيْلَةً .

৩৭৮। সালেম ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু অবস্থায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। চেতনাশক্তি ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ

নামাযের সময় হয়েছে কি? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা বিলালকে আযান দিতে নির্দেশ দাও এবং আবু বাক্‌রকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ নামাযের সময় হয়েছে কি? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা বিলালকে আযান দিতে বল এবং আবু বাক্‌রকে লোকদের নামায পড়াতে বল। আইশা (রা) বলেন, আমার পিতা কোমল হৃদয়ের লোক। তিনি ঐ (ইমামতের) জায়গায় দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং ইমামতি করতে সক্ষম হবেন না। অতএব আপনি যদি তাকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে নির্দেশ দিতেন! রাবী বলেন, তিনি পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়েন। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেনঃ তোমরা বিলালকে আযান দিতে বল এবং আবু বাক্‌রকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তোমরা তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গিনীদের মত। রাবী বলেন, বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি আযান দেন এবং আবু বাক্‌র (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি লোকদের নামায পড়ান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করে বলেন ঃ দেখ তো আমার ভর দেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যায় কি না? তখন বারীরা (রা) ও অপর এক লোক এলে তিনি তাদের উপর ভর করেন (এবং মসজিদে যান)। তাঁকে দেখে আবু বাক্‌র (রা) পিছনে সরে আসতে উদ্যোগী হলে তিনি তাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে ইশারা করেন। এ অবস্থায় আবু বাক্‌র (রা) নামায পড়ান। অতঃপর (সোমবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করলে উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যে ব্যক্তি আলোচনা করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন, আমি আমার এই তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত হানব। লোকেরা ছিল এ ব্যাপারে অজ্ঞ, কারণ তারা ইতিপূর্বে কোন নবীর মৃত্যু দেখেনি। তাই তারা নীরব থাকে। সাহাবীগণ বলেন, হে সালেম! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীকে গিয়ে ডেকে আন। অতএব আমি আবু বাক্‌র (রা)-র নিকট এলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে কান্নারত অবস্থায় আবু বাক্‌র (রা)-র নিকট

উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখেই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইন্তিকাল করেছেন। আমি বললাম, উমার (রা) বলছেন, যে লোকই আলোচনা করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন, আমি আমার এই তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত হানব। তিনি আমাকে বলেন, চল। অতএব আমি তাঁর সাথে চললাম। তিনি আসলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য লোকজন এসে জমায়েত হয়েছে। তিনি বলেন, হে জনমণ্ডলী! আমার জন্য রাস্তা করে দাও। তিনি এসে তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে স্পর্শ করে বলেন, "নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল (হে মুহাম্মাদ) এবং তারাও (আপনার শত্রুরা) মরণশীল" (সূরা আয-যুমার ঃ ৩০)। অতঃপর লোকেরা বলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সংগী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইন্তিকাল করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তখন সবাই মনে করলেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তারা আবার বলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী! আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযা পড়ব? তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, তা কিভাবে? তিনি বলেন, একদল লোক প্রবেশ করবে, তারা তাকবীর বলবে, দোয়া করবে এবং দুরূদ পাঠ করবে। তারা বের হয়ে এলে আরেক দল প্রবেশ করে একই নিয়মে তাকবীর, দোয়া ও দুরূদের পর বের হয়ে আসবে। এ নিয়মে সব লোক জানাযার নামায আদায় করবে। তারা আবার বলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি দাফন করা হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, কোথায়? তিনি বলেন, যে স্থানে আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করেছেন। কারণ আল্লাহ পবিত্র স্থানেই তাঁর জান কবজ করেছেন। তখন সকলে বলেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দেয়ার জন্য তাদেরকে (তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে) আদেশ করেন।

মুহাজিররা (খিলাফত প্রশ্নে) পরামর্শের জন্য মিলিত হন। তারা বলেন, চলুন, আমরা আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাই এবং এ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সাথে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করি। আনসারগণ বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং আপনাদের (মুহাজিরদের) মধ্য থেকে একজন আমীর হোক। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, এমন কে আছে যার মধ্যে একসাথে তিনটি মর্যাদার সমাবেশ হয়েছে? (কুরআন পাকে বলা হয়েছে) ঃ "দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা ছিল গুহার মধ্যে, যখন সে তার সাথীকে বলল, বিচলিত হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৪০)। কারা ছিলেন সেই দু'জন? রাবী বলেন, উমার (রা) তার হাত প্রসারিত করে দিয়ে আবু বাক্‌র (রা)-র হাতে বাইআত করেন, এরপর সমবেত জনমণ্ডলীও তার হাতে অতি সুন্দর ও উত্তমরূপে বাইআত করেন।

٣٧٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ قَدِيْمٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ كَرْبَ عَلٰى اَبِيْكِ بَعْدَ الْيَوْمِ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ اَبِيْكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ اَحَدًا الْوَفَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মৃত্যু যাতনায় পেল তখন ফাতিমা (রা) বলেন, হায়রে কষ্ট! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আজিকার দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার পিতার নিকট সেই অমোঘ জিনিস মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কাউকে ছাড়বে না।

٣٨٠- حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّيْ اَبَا

أُمَّىْ سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيْدِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِىْ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ قَالَتْ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَأَنَا فَرَطٌ لِأُمَّتِىْ لَنْ يُّصَابُوْا بِمِثْلِىْ .

৩৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কারো দু'টি (নাবালেগ) সন্তান মারা গেলে মহান আল্লাহ তাদের উসীলায় তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আইশা (রা) তাঁকে বলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার একটি মাত্র সন্তান মারা গেছে? তিনি বলেন ঃ ওহে পুণ্যময়ী! যার একটিমাত্র সন্তান মারা গেছে সেও। আইশা (রা) বলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার একটি সন্তানও মারা যায়নি? তিনি বলেনঃ আমিই আমার উম্মাতের পুঁজি। কারণ আমার বিচ্ছেদে তারা যেরূপ মর্মাহত হবে, আর কারো বিচ্ছেদে তদ্রূপ মর্মাহত হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস সম্পর্কে।

٣٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِىْ جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

৩৮১। জুয়াইরিয়া (রা)-এর ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি বর্ম, একটি খচ্চর ও এক টুকরা জমি ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। জমিটুকুও তিনি দান করে যান।

٣٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَتْ مَنْ يَرِثُكَ فَقَالَ اَهْلِيْ وَوَلَدِيْ فَقَالَتْ مَا لِيَ لاَ اَرِثُ اَبِيْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ نُوْرَثُ وَلٰكِنِّيْ اَعُوْلُ عَلٰى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْلُهُ وَاُنْفِقُ عَلٰى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ .

৩৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র নিকট এসে বলেন, কে আপনার (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) ওয়ারিস? তিনি বলেন, আমার পরিবার ও সন্তানরা। ফাতিমা (রা) বলেন, তাহলে আমার কি হল যে, আমি আমার পিতার ওয়ারিস হব না? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস হবে না"। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন আমিও তাদের তা দিতে থাকব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ব্যয়ভার বহন করতেন, আমিও তাদের ব্যয়ভার বহন করব।

٣٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ كَثِيْرٍ الْعَنْبَرِىُّ اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ اَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَ اِلٰى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ يَقُوْلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ اَنْتَ كَذَا اَنْتَ كَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ

بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَسَمِعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مَالِ نَبِيٍّ صَدَقَةٌ اِلاَّ مَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ اِنَّا لاَ نُوْرَثُ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৩৮৩। আল-বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস ও আলী (রা) বাদানুবাদ করতে করতে উমার (রা)-র নিকট এসে একে অপরকে বলেন, আপনি এরূপ আপনি এরূপ। তখন উমার (রা) তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাদ (রা)-কে বলেন, আমি আপনাদের আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যতটুকু খরচ হয় তা ব্যতীত নবীর অবশিষ্ট সম্পদ দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য, আমাদের কোন ওয়ারিস হবে না। আমরা যা রেখে যাব তা দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য? এ হাদীসে দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে।

٣٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৩৮৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাদের কোন ওয়ারিস নাই। আমরা (নবীগণ) যা ত্যাগ করে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য।

٣٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقْسَمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৩৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার পরিত্যক্ত সম্পদ দীনার বা দিরহাম হিসাবে

আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। আমার স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ ও আমার কর্মচারীদের ভাতা প্রদানের পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য।

٣٨٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعْدٌ وَّجَاءَ عَلِيٌّ وَّالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ اَنْشُدُكُمْ بِالَّذِيْ بِاِذْنِه تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ.

৩৮৬। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা ও সাদ (রা)-ও তার নিকট উপস্থিত হন। এই মুহূর্তে আলী ও আল-আব্বাস (রা)-ও বাদানুবাদ করতে করতে উপস্থিত হন। উমার (রা) তাদের বলেন, আমি আপনাদের সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর ইচ্ছায় আসমান ও যমিন স্থির রয়েছে, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই। আমরা যা কিছু রেখে যাই, তা দান-খয়রাত। তারা বলেন, আল্লাহ সাক্ষী, হাঁ। এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে।

٣٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا وَّلاَ شَاةً وَّلاَ بَعِيْرًا قَالَ وَاَشُكُّ فِى الْعَبْدِ وَالْاَمَةِ .

৩৮৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনার, দিরহাম, বকরী বা উট কিছুই রেখে যাননি। রাবী বলেন, তিনি দাস-দাসী শব্দও উল্লেখ করেছেন কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনলাভ।

٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِى فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ .

৩৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না (২২২২)।

٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَصَوَّرُ اَوْ قَالَ لاَ يَتَشَبَّهُ بِىْ .

৩৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।

٣٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ .

৩৯০। আবু মালেক আল-আশজাঈ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল।

আবু ঈসা বলেন, এই আবু মালেক হচ্ছেন সাদ ইবনে তারিক ইবনে আশইয়াম এবং তারিক ইবনে আশইয়াম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি আলী ইবনে হুজ্‌র (র)-কে বলতে শুনেছি, খালাফ ইবনে খলীফা (র) বলেছেন, আমি বালক অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আমর ইবনে হুরাইস (রা)-কে দেখেছি।

٣٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُنِىْ قَالَ اَبِىْ فَحَدَّثْتُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ قَدْ رَاَيْتُهُ فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ شَبَّهْتُهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ .

৩৯১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।

কুলাইব বলেন, আমার পিতা বলেন, আমি এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট বর্ণনা করলাম এবং বললাম, আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি।

তখন হাসান ইবনে আলী (র)-র কথা আমার স্মরণ হলে আমি বললাম, আমি তার সদৃশই দেখলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাঁর সদৃশই ছিলেন।

٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ جَمِيْلَةَ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَنَامِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّتَشَبَّهَ بِىْ فَمَنْ رَاٰنِىْ فِى النَّوْمِ فَقَدْ رَاٰنِىْ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَنْعَتَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ فِي النَّوْمِ قَالَ نَعَمْ اَنْعَتُ لَكَ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ اَسْمَرُ اِلَى الْبَيَاضِ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ حَسَنُ الضَّحْكِ جَمِيْلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ قَدْ مَلَاَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هٰذِهِ اِلٰى هٰذِهِ قَدْ مَلَاَتْ نَحْرَهُ قَالَ عَوْفٌ وَلاَ اَدْرِىْ مَا كَانَ مَعَ هٰذَا النَّعْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ رَاَيْتَهُ فِى الْيَقْظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هٰذَا .

৩৯২। ইয়াযীদ আল-ফারিসী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করে কপি করতেন। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র যমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আমার স্বরূপ ধারণ করতে শয়তান সক্ষম হবে না। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল"। তুমি যাকে স্বপ্নে দেখেছ তার বর্ণনা দিতে পারবে

কি? আমি বললাম, হাঁ, পারব। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর দেহের রং ছিল দুধে-আলতা মিশ্রিত, চক্ষুদ্বয় যেন সুরমাযুক্ত, সুন্দর হাস্যময় মুখ, চমৎকার গোলগাল চেহারা, এ থেকে এ পর্যন্ত দাড়িতে পরিপূর্ণ, যা কণ্ঠনালী পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। আওফ (র) বলেন, এর সাথে আরো কি কি বর্ণনা ছিল তা আমার জানা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলেও এর অধিক বর্ণনা দিতে সক্ষম হতে না।

আবু ঈসা বলেন, ইয়াযীদ আল-ফারিসী হলেন ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয এবং তিনি ইয়াযীদ আর-রুকাশীর চাইতে প্রবীণ। ইয়াযীদ আল-ফারিসী (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইয়াযীদ আর- রুকাশী (র) ইবনে আব্বাস (রা)-র সাক্ষাত পাননি। ইনি হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনে আবান আর-রুকাশী এবং তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই উভয় ইয়াযীদই বসরার অধিবাসী। আওফ ইবনে আবু জামীলা হচ্ছেন আওফ আল-আরাবী।

আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে সালম আল-বালখী-নাদর ইবনে শুমাইল বলেন, আওফ আল-আরাবী (র) বলেছেন, আমি কাতাদার চেয়ে প্রবীণ।

٣٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْقَتَادَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَانِىْ يَعْنِىْ فِى النَّوْمِ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ .

৩৯৩। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখল, সে সত্যকেই দেখল।

٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

ﷺ قَالَ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَخَيَّلُ بِيْ قَالَ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমের অবস্থায় আমাকে দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না। তিনি আরো বলেন ঃ মুমিনের স্বপ্ন নবূয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٣٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَاذَا ابْتُلِيْتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْاَثَرِ .

৩৯৫। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বলেন, তুমি বিচারকের পদ গ্রহণে বাধ্য হলে পূর্বসূরীদের উক্তির (বা হাদীসের) সাহায্য নিবে।

٣٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا بْنُ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ .

৩৯৬। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই হাদীস হল দীন। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ তা লক্ষ্য কর।